চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 52 Sunday, 21 January, 2024 * ২৯ বর্ষ, ৫২ সংখ্যা * ৬ মাঘ, ১৪৩০, রবিবার, ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

শনিবার বিকালে দক্ষিণ বারাসতে এসে জয়নগরের বিধায়ক ও তাঁর শ্যালককে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ...বিস্তারিত পাতা ৩

দশদিন আগে শেষ হয়েছে মেলা। তবুও ফেরেনি খেলার মাঠের পূর্বের অবস্থা। প্লাস্টিকের আবর্জনায় মুখ ঢেকেছে গোটা মাঠ। রয়ে গেছে বেশ কিছু তাবু। ...বিস্তারিত পাতা ৫

সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ...বিস্তারিত পাতা ৬

শনিবার শোয়েব পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন ইন্সটাতে। তাতে লিখেছেন, 'তোমার সঙ্গে জুটি বাঁধলাম।' ...বিস্তারিত পাতা ৮

১০০০ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রায় বদল!

শঙ্করের হাঁড়ির খবর খুঁজে বের করল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্যর বিভিন্ন ব্যবসা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসাও। ইডির তরফে এর আগে আদালতে জানানো হয়েছিল, বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্করের এ রাজ্যে মোট ১৯টি বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জের ব্যবসা রয়েছে। সম্প্রতি শঙ্কর আঢ্যর সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি সংস্থার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল প্রচুর নথি। আর সেখান থেকেই এবার চাঞ্চল্যকর দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। ইডির দাবি, গত এক দশকের মধ্যে (২০১২-২০২৩) শঙ্করের এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ভারতীয় মুদ্রাকে বিদেশি মুদ্রায় বদল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, এই বিদেশি মুদ্রায় বদলের মাধ্যমেই দুর্নীতির টাকা সরানো হয়ে থাকতে পারে। ইডি সূত্রের দাবি, এই এক হাজার কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রায় বদল করা হয়েছে শঙ্করের চারটি সংস্থার মাধ্যমে। তাছাড়া হিরামতি এক্সপোর্ট সংস্থার মাধ্যমে ১১৭ কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রায় বদল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শুরু থেকেই ইডির স্ক্যানারে রয়েছে শঙ্কর আঢ্যর এই বিদেশি মুদ্রা এক্সচেঞ্জের সংস্থাগুলি। এগুলির মাধ্যমেই দুর্নীতির কালো টাকা পাচার করা হয়েছে বলে সন্দেহ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের। শনিবার সকালে যখন শঙ্করকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনও টাকা বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জানতে চাওয়া

হয়েছিল, জ্যোতিপ্রিয়র হয়ে তিনি টাকা বাইরে পাঠিয়েছেন কি না। যদিও বনগাঁর এই দাপুটে তৃণমূল নেতার দাবি, তিনি এক পয়সাও নেননি। যা বলা হচ্ছে, পুরোটাই অভিযোগ, কোনও প্রমাণ নেই। আজ শুনানির পর বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন শঙ্কর আঢ্যকে। ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে থাকতে হবে কারাগারেই। এ দিন প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময় সাংবাদিকদের শঙ্কর বললেন, ''যে বা যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন তাঁর বিচার করবে ঈশ্বর।'' শুধু তাই নয়, সাংবাদিকরা তাঁকে বিদেশি মুদ্রার বদল নিয়ে প্রশ্ন করলে ঈশ্বরের কথাই উল্লেখ করেন তিনি। বারেবারে বলতে থাকেন, ''ভগবান বিচার করবে''। কিন্তু কে বা কারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে সেই তত্ত্ব জিইয়ে রাখলেন তিনি। এ দিন, আদালতে শঙ্করের আইনজীবী আজ যদিও তাঁর জামিনের আবেদন করেননি। তবে তাঁর মক্কেলের একটি কিডনি নেই। তাই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাতে ভর্তি করানো হয় সেই আর্জি রাখেন। কিন্তু ইডি-র আইনজীবীদের দাবি, এখন সুস্থই আছেন শঙ্কর। তাই হাসপাতালে ভর্তির কোনও প্রয়োজনই নেই তাঁর। উল্লেখ্য, নিয়োগ-পুরনিয়োগ বা রেশন! দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাবড় তাবড় নেতা মন্ত্রীদের এসএসকেএম-এ ভর্তির থাকার ঘটনা এ রাজ্যে নতুন নয়। পার্থ-সুজয়কৃষ্ণ-জ্যোতিপ্রিয় সহ অনেকেই নিজেদের শারীরিক অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। জ্যোতিপ্রিয় তো এখন রয়েছেন সেখানে। এমনকী, গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনুব্রত মণ্ডলও ভর্তি হতে চেয়েছিলেন এসএসকেএম-এ। অভিযোগ, উঠেছে বেড আটকে রাখার। এবার ঠিক সেই পথেই হাঁটলেন শঙ্করও।

রাজ্যের বকেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে হবে সচিবস্তরের বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ আগামী ২৩ জানুয়ারি রাজ্যের বকেয়া নিয়ে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে বৈঠকে ডাকা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাংলার যে যে দফতরের টাকা বাকি আছে, সেই সব দফতরের সচিবদের সেই বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লিতে তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে রিপোর্ট থেকে। বাংলার মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার কাছে এই মর্মে চিঠি এসে পৌঁছেছে কেন্দ্রের। এই আবহে রামন্দির উদ্বোধনের পরদিনই বাংলার বকেয়া জট ছাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত মাসে দিল্লিতে গিয়ে বকেয়া প্রসঙ্গে মোদির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছিলেন মমতা। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফ থেকে বকেয়া ইস্যুতে বৈঠক ডাকার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বাবদ সবচেয়ে বেশি টাকা আটকে আছে রাজ্যের। এই প্রকল্পের প্রায় আট হাজার কোটি টাকা বাংলার

পাওনা বলে জানা গিয়েছে। এদিকে একশো দিনের কাজে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা আটকে আছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনাতে প্রকল্পেরও বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বৈঠকে রাজ্যের পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য দফতর এবং নগরোন্নয়ন-সহ আরও বেশ কয়েকটি দফতরের সচিব উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রসঙ্গত, গতবছর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য দিল্লিতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে মন্ত্রীর দফতরে ধরনাতেও বসেছিলেন তৃণমূলের নেতারা। বাংলার রাজনীতিতে 'বকেয়া টাকা' ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা ভোটে ফায়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল। এই আবহে দিল্লি গিয়ে মোদির সঙ্গেও দেখা করে এসেছেন মমতা। তাঁর সঙ্গে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক সহ তৃণমূলের আরও তাবড় নেতারা। সেই বৈঠকের আগেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''বাংলার প্রাপ্য টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আবাস যোজনা, গ্রামের রাস্তা, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্য থেকে জিএসটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যের ভাগ দেওয়া হচ্ছে না। ওদের টাকা চাই না, অন্তত আমাদের ভাগের টাকা দিয়ে দিন।'' এরপর দিল্লিতে মোদি-মমতার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, বকেয়া জট কাটানোর জন্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ কমিটি তৈরি করা হোক। মনে করা হচ্ছে, সেই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ঘটাতেই দিল্লিতে মঙ্গলবার বৈঠক ডাকা হয়েছে।

রাম মন্দিরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিশেষ উপহার তুলে দিলেন পুরোহিতরা

তিরুচিরাপল্লি, ২০ জানুয়ারিঃ তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লির শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ বিষ্ণু। বৈষ্ণব মতে, শ্রীরামকে বিষ্ণুর অবতার মানা হয়। এছাড়া শ্রীরামচন্দ্র এই মন্দিরে পুজো দিতেন বলে কথিত আছে। স্বাভাবিকভাবেই অযোধ্যার রাম মন্দিরের সঙ্গে শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরের বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে এই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তাঁর হাতে অযোধ্যার রাম মন্দিরের জন্য শাড়ি-সহ বিশেষ উপহার তুলে দিলেন মন্দিরের পুরোহিতরা। এদিন শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরের পুরোহিতদের তরফে কতকগুলি শাড়ি-সহ অন্যান্য সামগ্রী অযোধ্যার রাম মন্দিরের জন্য উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। কয়েকটি শাড়ি সুন্দর করে ভাঁজ করে একটি ঝুড়িতে করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদিও সেগুলি সাদরে গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদিই প্রথম শ্রী রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে যান। এদিন তিনি ওই মন্দির পরিদর্শন করে পুজো দেন। এমনকি মন্দিরে অবস্থিত কুনকি হাতিকে নিজের হাতে খাবার খাওয়ান। হাতিটিও মাউথ অরগ্যান বাজিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে শোনান এবং নমো-র মাথায় শুঁড় ঠেকিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এরপর মন্দির চত্বরে আয়োজিত রামায়ণ পাঠও শোনেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। যা অযোধ্যা রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই গান গাইবেন'! সঙ্গীত উৎসব বন্ধে তোপ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ কিছুদিন আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে সঙ্গীতমেলা ২০২৪। তবে তৃণমূল সরকার পরিচালিত সঙ্গীত মেলার বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ আনে বিজেপি। মূল অভিযোগটা এনেছিল বিজেপি ঘনিষ্ঠ এক সাংস্কৃতিক মঞ্চ। তখনই তাঁরা রাজ্য সরকারের এই অনুষ্ঠানের পাল্টা এক অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। যার নাম রাখা হয় 'বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব'। তবে ২০ জানুয়ারি, শনিবার শেষ মুহূর্তে সেই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল কলকাতা পুলিশ। জানা যাচ্ছে, ২০ জানুয়ারি প্রিন্সেপ ঘাটে হওয়ার কথা ছিল এই বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব। 'কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অফ বেঙ্গল'-এর ব্যানারে এই উৎসব হওয়ার কথা ছিল। যার জন্য সেনার অনুমতি মিললেও শেষ মুহূর্তে কলকাতা পুলিশ সেই

অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয় নি বলে খবর। ফলে শেষমুহূর্ত বন্ধ হয়ে গেল বিজেপির 'বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব'। পুলিশের তরফে মঞ্চ খোলার নির্দশে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনায় কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''কী করবেন! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাই গান করবেন, হাম্বা রাম্বা খাম্বা খাম্বা, এপাং ওপাং ঝপাং। ওনার সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের কথা হত, আশা ভোসলের কথা হয়। সন্ধ্যাদি ওনাকে গান শিখিয়ে গিয়েছেন। তাই উনি একাই গান করবেন। উনি যাঁকে সঙ্গীতশিল্পী বলে বঙ্গভূষণ, বঙ্গবিভূষণ দেবেন, তাঁদেরও ডাকবেন না, তাঁরা নাকি সঙ্গীতশিল্পী নন। উনি যাঁদেরকে ঠিক করবেন, তাঁরাই গাইবেন। একমাস আগে থেকে ঠিক করা অনুষ্ঠান গায়ের জোরে বাতিল করল।'' এদিকে এই ঘটনা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে পাল্টা তোপ দেগেছেন কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য আসলে এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। এদিন শুভেন্দু অধিকারীকে সরগমের 'গ...ধা' বলে তোপ দাগেন কুণাল ঘোষ। এবিষয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, ''এই সরকার প্রতিবাদী সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সেটা জানি, প্রতিবাদী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সেটাও জানতাম, তবে এই সরকার প্রতিবাদী শিল্পীদের বিরুদ্ধে সেটা জানতাম না। আসলে এই সরকার ভয় পেয়েছে।''

আজ কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন, ভোর থেকে অবরুদ্ধ থাকবে বহু রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রবিবার শহরে কলকাতা পুলিশের হাফ ম্যারাথন রয়েছে। আর তার জন্য ভোর রাত থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে শহর কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। শুধু পণ্যবাহী গাড়িই নয়, সাধারণ গাড়িও চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে বিভিন্ন রাস্তায়। আজ রাত থেকেই সেই ব্যবস্থাপনা শুরু করে দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যে ট্র্যাফিক নির্দেশিকাও জারি করে দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে। যেমন শনিবার রাত ১০টা থেকেই সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় রেড রোডে। রেড রোডে ট্র্যাফিকের এই কড়াকড়ি জারি থাকবে রবিবার দুপুর ১২টা, কিংবা যতক্ষণ না ম্যারাথন শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। শুধু রেড রোডই নয়, আরও অনেকগুলি রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। রবিবার ভোর চারটে থেকে কোনও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া হবে না আর আপ এভিনিউ, এ জে সি বোস রোডের হেস্টিংস মোড় থেকে মল্লিকবাজারগামী লেন, খিদিরপুর রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, জওহরলাল নেহরু রোড, ডাফরিন রোড ও মেয়ো রোডে। দুপুর ১২টা কিংবা যতক্ষণ না ম্যারাথন শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে এই রাস্তাগুলিতে। রেড রোড ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি রাস্তায় গাড়ি চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। আগামিকাল ভোর চারটে থেকে খিদিরপুর রোড, কাসুয়ারিনা এভিনিউ, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, হসপিটাল রোড, আর আর এভিনিউ, এ জি সি বোস

রোড, মা উড়ালপুল, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, ঘোড়া পাস, মেয়ো রোড (প্রয়োজন মতো), শেক্সপিয়র সরণি, সার্কাস এভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড (প্রয়োজন মতো) ও আউটরাম রোড (প্রয়োজন মতো)। এই রাস্তাগুলিও দুপুর ১২টা পর্যন্ত কিংবা ম্যারাথন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। খিদিরপুর রোড, হসপিটাল রোড, আর আর এভিনিউ, জওহরলাল নেহরু রোড (ডোরিনা ক্রসিং থেকে শেক্সপিয়র সরণি ক্রসিং পর্যন্ত), ক্যাসুরিনা এভিনিউ, লাভার্স লেন, কুইন্সওয়ে, আউটরাম রোড, শেক্সপিয়র সরণি ও সার্কাস এভিনিউয়ে ভোর সাড়ে চারটে থেকে পার্কিং বন্ধ রাখা হচ্ছে। ম্যারাথন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধি কার্যকর থাকবে।

ডাক পড়েছিল ২৪ জানুয়ারি, ৪ দিন আগেই আদালতে হাজির নুসরত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ ফ্ল্যাট প্রতারণা কাণ্ডে আদালতে সশরীরে হাজিরা তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহানের। আলিপুর জাজেস কোর্টের নির্দেশে হাজিরা অভিনেত্রীর। নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রেখেছিল আলিপুর জাজেস কোর্ট। সেই মোতাবেকই এই হাজিরা। যদিও এদিন তাঁর হাজিরার দিন ছিল না বলেই জানা যাচ্ছে। আগামী ২৪ জানুয়ারি অভিনেত্রীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, এদিনই তিনি চলে এসেছিলেন আদালতে। সেভেন সেন্সস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে যে সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে সেই সংস্থারই এক সময়ের ডিরেক্টর ছিলেন নুরসত। অভিযোগ, প্রায় ৪২৯ জন প্রবীণ নাগরিকের থেকে ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগকারীদের দাবি, সেই টাকাতে লাভবান হয়েছিলেন খোদ নুসরত। তিনি নিজেও কিনেছিলেন ফ্ল্যাট। পাম অ্যাভিনিউতে কেনা হয়েছিল কোটি টাকার ফ্ল্যাট। যদিও নুসরত আগেই দাবি করেছিলেন যে অভিযোগ উঠছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওই সংস্থা থেকেই ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৫ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন। যদিও অন্যতম ডিরেক্টর রাকেশ সিং দাবি করেছিলেন, কোনও ঋণই দেওয়া হয়নি নুসরতকে। এদিকে প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসতেই গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট তলব করেছিল নুসরতকে। বেশ কয়েক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় এই আদালতে বিচারাধীন এই মামলায় যখন তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে বলা হয় তখন তিনি আপত্তি জানিয়ে আলিপুর জাজেস কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত নিম্ন আদালতের রায়কেই বহাল রেখেছিল আলিপুর জাজেস কোর্ট। অবশেষে তিনি সশরীরে হাজিরা দিলেন। আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে সাংবাদিকরা তাঁকে মামলার বিষয়ে প্রশ্ন করলে কোনও উত্তর দিতে চাননি অভিনেত্রী। পরে দুপুরে এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে গিয়েছিলেন নুসরত ও তাঁর বন্ধু যশ দাশগুপ্ত। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও তাঁদের ছেঁকে ধরেন সাংবাদিকরা। কিন্তু দেখা যায়, বেশ গম্ভীর মুখে নুসরতের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন যশ। তাঁকে কিছু বলতে দিলেন না

এবার বেড়া দেওয়া হবে, মায়ানমার থেকে আর অবাধে আসা যাবে না ভারতে, জানালেন শাহ

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার জানিয়েছেন, মায়ানমারের সঙ্গে দেশের সীমান্ত বরাবর বেড়ার ব্যবস্থা করা হবে। সেই সঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন দুদেশের মধ্যে যে বাধাহীন যাতায়াত সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মেঘালয় ও অসমে তিনদিনের সফরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শুক্রবার শিলংয়ে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিলের প্লেনারি সেশনে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গোটা ভারত-মায়ানমার সীমান্তকে বেড়া দিতে চাইছে। ঠিক যেমন বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে ভারত-মায়ানমার সীমান্তেও এই ধরনের বেড়া দেওয়া থাকবে। অসম পুলিশের ২৫৫১ জন কমান্ডোর পাসিং আউট প্যারাডে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীদের হাত বলেন, মায়ানমার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ করবে রাষ্ট্র। ভারত ও মায়ানমারের মধ্যে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশের ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বসবাসকারীদের পারিবারিক ও জাতিগত বন্ধনের কারণে ১৯৭০-এর দশকে এফএমআর আনা হয়েছিল। এর আগে অমিত শাহ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, ''বোড়ো আন্দোলনের একটা ইতিহাস আছে। নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, বোড়োদের ব্যাপক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মূল ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এবং ক্ষমতায় নিমগ্ন থাকার কংগ্রেসের নীতির কারণে হাজার হাজার যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। কেউ ভাই হারিয়েছেন, কেউ পিতৃপুরুষ হারিয়েছেন, কেউ স্ত্রীকে হারিয়েছেন।'' উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির

থেকে রক্ষার জন্য মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্তে বেড়া দেওয়া হবে। অসম পুলিশের কমান্ডো ব্যাটালিয়নের প্রথম ব্যাচের পাসিং আউট প্যারেডে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি বলেন, কেন্দ্র মায়ানমারের সাথে অবাধ চলাচলের সুবিধাটি শেষ করার কথা ভাবছে। তিনি বলেন, ''ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বাংলাদেশ সীমান্তের মতোই সুরক্ষিত থাকবে। ভারত সরকার মায়ানমারের সঙ্গে অবাধ চলাচল বন্ধ করবে।'' এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং 'অবৈধ অভিবাসন' ঠেকাতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ফ্রি মুভমেন্ট রেজিম (এফএমআর) বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি আরও নীতির প্রশংসা করে শাহ বলেন, ''গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের আইনশৃঙ্খলায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়ন আনার মিশন সফল হয়েছে।'' গত তিন বছরে বোড়োল্যান্ডে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি, উন্নয়নের পথে হেঁটে নতুন গল্প রচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর আগে তেজপুরে সশস্ত্র সীমা বলের ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং দেখিয়াজুলিতে অল বাথৌ মহাসভার ত্রয়োদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেন অমিত শাহ। সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'আসামের সাহসী লাচিত বরফুকান' নামে একটি বইয়ের সূচনা করেন এবং গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র বরাবর নদীর তীরে সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

নাশকতার হুঁশিয়ারি পাক জঙ্গি সংগঠনের

অযোধ্যা, ২০ জানুয়ারিঃ রাম মন্দির উদ্বোধনের আর মাত্র দু-দিন বাকি। গোটা দেশ মেতে উঠেছে উৎসবের আমেজে। কেবল দেশ নয়, আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন বিদেশের প্রতিনিধিরাও। এই আবহে উড়ে এল জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা। পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জঈশ-ই-মহম্মদ রাম মন্দিরে হামলার হুমকি দিয়ে এক বিবৃতি জারি করেছে। যা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে অযোধ্যা প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, জঈশ-ই-মহম্মদের হুঁশিয়ারির পরই রাম মন্দির-সহ গোটা অযোধ্যাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যদিও আতঙ্ক ছড়াতেই এই হুমকি বলে মনে করছে উত্তর প্রদেশ প্রশাসন।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ-পকেট তল্লাশি করতে পারবে না পুলিশ মুখ্য সচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় এনতার টোকাটুকি ও নকল করার ব্যাপারে আগে হিন্দিবলয়ের কয়েকটি এলাকা কুখ্যাত ছিল। ইদানীং বাংলাতেও কয়েকটি স্পর্শকাতর এলাকা তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া নতুন মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের তাই মোবাইল ফোন বা কোনও ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢুকতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের জন্যও একই নিয়ম চালু হয়েছে। গত বছর থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছে, কী কী নিয়ে পরীক্ষার হলে ঢোকা যাবে না। তা ছাড়া পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শনিবার শিক্ষা দফতর এবং পুলিশ, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ দফতরের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও তাঁদের দিয়ে পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ, পকেট ইত্যাদি তল্লাশি করা যাবে না। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, মুখ্য সচিবের মতে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা সে ধরণের কিছু যাতে না ঘটে তা আটকানোর দায়িত্ব

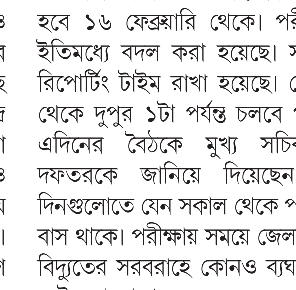

পুলিশের। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের ব্যাগ বা পকেট পুলিশ তল্লাশি করলে পরীক্ষা শুরুর আগে তাদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এরা কেউ অপরাধী নয় যে পুলিশকে দিয়ে তল্লাশি করাতে হবে। মোবাইল বা কোনও ইলেকট্রনিক গেজেট নিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ঢুকছে কিনা তা দেখতে হলে স্কুলের কোনও শিক্ষক যেন তল্লাশি করেন। এবারও পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা বাবা-মা কিংবা কোনও অভিভাবককে নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। স্কুলের গেটের একশ মিটারের মধ্যে বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশেষ করে মূল গেটের মুখে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে। তা মনিটর করবেন কোনও পুলিশ কর্মী। সিভিক ভলান্টিয়ারকে দিয়ে যেন তা করানো না হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। পরীক্ষার সময় ইতিমধ্যে বদল করা হয়েছে। সকাল ৯টায় রিপোর্টিং টাইম রাখা হয়েছে। পৌনে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষাগ্রহণ। এদিনের বৈঠকে মুখ্য সচিব পরিবহণ দফতরকে জানিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষার দিনগুলোতে যেন সকাল থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বাস থাকে। পরীক্ষায় সময়ে জেলা ও মফস্বলে বিদ্যুতের সরবরাহে কোনও ব্যঘাত যাতে না ঘটে। তা ছাড়া বন দফতরকে বলা হয়েছে, বনাঞ্চলে যেখানে হাতি বা বন্য পশু বেরিয়ে আসার কারণে যান চলাচলে অসুবিধা হয়, সেখানে ড্রপগেট ব্যবহার করতে। গত বছরও এরকম ৪০০ ড্রপ গেট বসানো হয়েছিল। এবার যেন অনুরূপ ব্যবস্থা থাকে।

চিনের স্কুল ছাত্রাবাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, মৃত ১৩ পড়ুয়া

বেজিং, ২০ জানুয়ারি ঃ চিনের স্কুল ছাত্রাবাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জন পড়ুয়ার। চিনের হেনান প্রদেশে শুক্রবার রাতে একটি স্কুল ছাত্রাবাসে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। হেনানের ইয়ানশানপু গ্রামের ইংকাই স্কুলে অগ্নিকাণ্ডের খবর স্থানীয় দমকল বিভাগকে রাত ১১টায় জানানো হয়।এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। একজন আহত হয়েছেন। উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ১১.৩৮ নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আহত একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ডায়মন্ড হারবারে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই চামড়ার কারখানা-সহ ১৫টি দোকান

ডায়মন্ড হারবার, ২০ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! শনিবার ভোররাতে ডায়মন্ড হারবারের নেতড়া স্টেশন লাগোয়া বাজারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে চামড়ার কারখানা-সহ ১৫টি দোকান। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন লাগে। স্টেশন চত্বরেও আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল।অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে, দমকল আসার আগেই পুড়ে যায় চামড়ার কারখানা এবং আশেপাশের বেশ কয়েকটি দোকান। দমকলের একটি ইঞ্জিন প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, চামড়ার কারখানা থেকেই আগুন ছড়ায়। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

কেরলে লাইনচ্যুত কান্নুর-আলাপ্পুঝা এক্সপ্রেস

কান্নুর, ২০ জানুয়ারি ঃ কেরলের কান্নুর রেল ইয়ার্ডে লাইনচ্যুত হয়ে গেল কান্নার-আলাপ্পুঝা (১৬৩০৮) এক্সিকিউটিভ এক্সপ্রেস। শনিবার সকালে কান্নুর রেল ইয়ার্ডে শান্টিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কান্নুর-আলাপুঝা এক্সিকিউটিভ এক্সপ্রেসের কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। কান্নুর স্টেশন থেকে সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটির ছাড়ার কথা ছিল, লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে সকাল ৬.৪৩ মিনিট নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি।রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকালে কান্নুর রেল ইয়ার্ডে শান্টিং প্রক্রিয়া চলাকালীন কান্নুর-আলাপুঝা এক্সিকিউটিভ এক্সপ্রেসের কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। লাইনচ্যুত বগিগুলি ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কান্নুর স্টেশন থেকে সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ ট্রেনটি ছাড়ার কথা থাকলেও, লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে সকাল ৬.৪৩ মিনিট নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি।

বেহাল রাস্তা!বিক্ষোভ মাথাচাড়া দিতেই স্তব্ধ গোটা এলাকা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গঙ্গারামপুর থেকে তপন যাওয়ার পথে নয়াবাজার ১ নম্বর মোড়ে রয়েছে একটি কালভার্ট। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ার ফলে সেটির অবস্থা খুবই খারাপ। যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন খারাপ কালভার্টের কারণে বর্ষায় গ্রামের বড়সড় সঙ্কট তৈরি হয়। কালভার্ট দিয়ে জল ঢুকে প্লাবিত হয় এলাকার কয়েকশো বিঘা চাষের জমি। প্রতি বছরই বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হয় এলাকার কৃষকেদের। যে কারণেই ক্ষোভটা মাথাচাড়া দিচ্ছিল দীর্ঘ সময় ধরেই। নতুন কালভার্টের দাবিও উঠছিল। যদিও প্রশাসনের তরফে সেসবে বিশেষ কর্ণপাত করা হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিঃ দাদের আরও অভিযোগ, বেহাল কালভার্টের কারণে এলাকায়

সেজে উঠেছে অযোধ্যা, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসছে প্রসাদ

অযোধ্যা, ২০ জানুয়ারি ঃ অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে রামনগরী অযোধ্যা, আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তার আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভগবান রামের জন্য আসছে প্রসাদ। হায়দরাবাদ থেকে কারসেবকপুরমে পৌঁছেছে ১,২৬৫ কেজি লাড্ডু প্রসাদ। শ্রী রাম ক্যাটারিং সার্ভিসেস-এর এন নাগভূষণম রেড্ডি, যিনি এই লাড্ডুগুলি তৈরি করেন, বলেছেন, ঈশ্বর আমার ব্যবসা এবং আমার পরিবারকে আশীর্বাদ করেছেন। এই লাড্ডুগুলি এক মাস স্থায়ী হতে পারে। ৩ দিন ধরে ২৫ জন এই লাড্ডু

প্রস্তুত করেছেন।অন্যদিকে, অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানের আগে চণ্ডীগড়ে ১৫০ কুইন্টাল লাড্ডু তৈরির প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। ছত্তিশগড়ের ভক্তরা 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানের আগে অযোধ্যায় 'মিষ্টি ফল' ফল নিয়ে এসেছেন। আবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অলোক কুমার এদিনই কাশ্মীর, তামিলনাড়ু এবং আফগানিস্তান থেকে প্রাপ্ত উপহারগুলি শ্রী রাম মন্দিরের 'যজমান' অনিল মিশ্রের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিগত ৬ মাস ধরে তৈরি প্রায় ৪০০ কেজি ওজনের তালা এবং চাবি আলিগড় থেকে অযোধ্যায় পৌঁছেছে। পাশাপাশি যেখান থেকে আমন্ত্রিতরা শ্রী রামমন্দিরে প্রবেশ করবেন সেখানে শ্রীরামের শৈশবের ছবি এখন শোভা পাচ্ছে।

কয়লা পাচারে নাম জড়াল গড়বেতার কড়সা উদ্বিগ্ন প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুরঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার ক।সা বরাবর খবরের শিরোনামে। এবার কয়লা পাচারের খবরে উদ্বিগ্ন প্রশাসন।রানীগঞ্জ কিংবা আসানসোলে কয়লা উত্তোলন যেমন হয় তেমনই পাচারও নিত্যদিনের ঘটনা এবার কয়লা পাচারে নাম জ।াচ্ছে গ।বেতার ক।সা গ্রাম পঞ্চায়েত। গড়বেতার ক।সা গ্রাম পঞ্চায়েত মানেই বিতর্ক বরাবর বাম জমানায় দোর্দণ্ড প্রতাপ নেতাদের চোখ রাঙানি সহ্য করে ভোট দিতে যেত না কেউই। বদলায় নী চিত্রটা ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালা পরিবর্তন ঘটে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েতেও পরিবর্তন হয়। প্রধান হন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কবিরুল ইসলাম। ভুরি ভুরি দূর্নীতি থেকে দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তাকে প্রধান পদ থেকে অপসারণ করে দল। তবে তার বিরুদ্ধে গাছ কাটারও প্রচ্ছন্ন অভিযোগ উঠেছিল। যদিও তা তেমন প্রকট নয়।তারপর ভোটাভুটিতে পরবর্তী সময়ের জন্য আংশিক দায়িত্ব নেন ইদ্রিশ আলি। তার বিরুদ্ধেও ইন্দিরা আবাস থেকে জব কার্ডে দূর্নীতির অভিযোগ উঠতে থাকে প্রমানিত না হলেও দলের কর্মীরা ক্ষোভের আঁচ স্পষ্ট করে জানায় ইদ্রিশ আলি প্রধান হিসেবে যোগ্য ছিল না। এরপর ২০১৮ সালে মা মাটি মানুষের সরকারের দ্বিতীয়

পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর থেকে জঙ্গলমহল চারদিক জুড়ে মানুষ ক্ষোভের আঁচ উগরে দেয় শাসক দলের উপর বাদ যায় নী ক।সাও তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি কড়সাতেও পদ্ম ফুল ফুটেছিল সেবার। এবং প্রধান হিসেবে শপথ নিয়েছিল ইব্রাহিম খাঁন। বাকী এলাকার ফলাফলে শতাংশের বিচারে ক।সায় তৃনমূল কংগ্রেসের ফলাফল ভালো হয় এবং রাজনীতিতে সংখ্যা কথা বলে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েত পরবর্তী নির্বাচনের কর্মসূচিতে কর্মী ও সমর্থকদের বিচারে এগিয়ে ছিল।এর ফলস্বরূপ উচ্চ নেতৃত্বের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে কড়সা। ২০২১ সালে তৃতীয় তৃণমূল সরকারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হলে কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতে অনুমতি ছাড়া শতাধিক গাছ কেটে বিক্রীর অভিযোগ ওঠে। নাম জ।ায় একাধিক পদাধিকারীর সংবাদ মাধ্যমে খবর পরিবেশিত হলে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন, বনমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করে বিষয়টিতে। অভিযুক্তরা আইনের আওতায় আসে শুরু হয় তদন্ত। কিন্তু তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে যায় শাসক দলের পদাধিকারীরা জামিনে মুক্ত হয়। তদন্তের ফাইল চলে যায় অন্ধকারে। তারপরেও গাছ কাটার ঘটনা হয়ে চলেছে কড়সা জুড়ে কখনও স্কুলে, কখনও অল্প সংখ্যায় তাড়া থেকে কাদড়া। কখনও কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম জড়িয়েছে মাটি পাচারে কখনও কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘটেছে বন্যপ্রাণী হত্যার ঘটনা। কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতে শৌচালয় নিয়ে দূর্নীতির গন্ধ আকাশে বাতাসে। কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে কোথাও গায়ের জোরে স্কুল নির্মানে বাধা, কোথাও ক্ষমতা দেখিয়ে নেওয়া টেন্ডারের কাজ না করে বিল নেবার অভিযোগ উঠেছে বারবার। কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতে বেহাল হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন বুথে কাঁচা মাটির রাস্তা নিয়ে উদ্যোগী না হওয়া নেতৃত্ব কখনও জড়িয়েছে বালি পাথর কিংবা মাটি মোরাম পাচারে কখনও নাম জড়িয়েছে সংবাদ মাধ্যমের গাড়ী ভাঙচুরে। আর এবার নাম জড়াল কয়লা পাচারে। গড়বেতা থানার শুকনাতো। থেকে ডিগ্রী কয়লা পাচার চলছিল রমরমিয়েই ডিগ্রী গ্রামে কয়লা মজুত রয়েছে তা চাইলেই প্রত্যক্ষ করা যায় সহজে এবার ধীরে ধীরে কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েত কয়লা পাচারে জড়িয়ে যাওয়ায় বিষয়টা যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মইদুল খাঁন সংবাদ মাধ্যমে মুখ না খুললেই বিষয়টি নিয়ে বিচলিত তিনিও। বারবার কড়সা গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম উঠে আসা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন তিনি জানিয়েছেন অনেক বড় দল নিয়ন্ত্রন বেশ মুশকিল।বিজেপির দাবী, তৃণমূল কংগ্রেসের সবাই এক এই সব নাটক জনগন বোঝে। সামনের লোকসভা নির্বাচনেই যোগ্য জবাব মিলবে।

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বিকোল হাইমাস্ট লাইট, দুর্নীতির অভিযোগ বিরোধীদের, পাল্টা বিরোধীদের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে তৃণমূল, থমকে নাগরিক পরিষেবা

মালদাতনুজ জৈন২০জানুয়ারিঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন সদর এলাকা। রাজ্যসভার সাংসদ তহবিলের বরাদ্দকৃত অর্থে বসানো হাইমাস্ট লাইট দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বিকল। কিন্তু হচ্ছে না সংস্কার। সন্ধের পরেই এলাকার প্রাণ কেন্দ্রে ঘুটঘুটে অন্ধকার।তবে শুধু এলাকার প্রাণকেন্দ্র নয় স্টেশন রোড থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাতেও আলো নিয়ে সমস্যা।কিন্তু জন-প্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসন সকলেই যেন শীতঘুমে। বিধায়ক তহবিল থেকে বসানো সোলার লাইটও জ্বলে না ঠিক করে। ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষেরা। কোটি কোটি টাকা খরচ করে আলো বসানো নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্তের দাবি বিজেপির।যদিও স্থানী. পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধী জোটের দখলে থাকায় তাদের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগে শাসক কে বিঁধেছে বিরোধীরা। আর রাজনীতির যাতাকলে থমকে নাগরিক পরিষেবা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা। হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাণ কেন্দ্র শহীদ মোড়। সেখানেই রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নূরের বরাদ্দকৃত অর্থে বসানো হয়েছিল একটি হাইমাস্ট লাইট।কিন্তু দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সেই আলো বিকল।যার ফলেই সন্ধ্যের পর আঁধারে ডুবছে শহীদ মোড়। শীত পড়তে কুয়াশার কারণে সমস্যা আরো বেড়েছে। ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয়রা।কিন্তু সেই আলো সংস্কারের উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।সংস্কারের প্রশ্ন উঠলেই একে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি।শাসক দল তৃণমূলের দাবি এলাকায় এই ধরনের সমস্যা স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি দেখভাল করে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি বিরোধী জোটের দখলে। তারা কোন উদ্যোগ নেয়নি এই আলো সংস্কারের।পাল্টা জোট নেতৃত্বের দাবি আলো বসানোর সময় দুর্নীতি করেছে তৃণমূল।তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তাদের।বিজেপির অভিযোগ শুধু শহীদ মো। নয় স্টেশন যাওয়ায় রাস্তাতেও স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন তার তহবিলের টাকায় সোলার লাইট বসিয়ে ছিলেন। যেখানে প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল।কিন্তু সেই আলো জ্বলছে না।দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবিও তুলেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।এক স্থানীয় বাসিন্দা কামনাসিস রায় বলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রাণ কেন্দ্র শহীদ মোড়। সেখানেও আলোর সমস্যা। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা রযেছে।আলো বসাতেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।নিশ্চয় দুর্নীতি হচ্ছে।এক টোটো চালক নাগো পাশোয়ানের দাবি, আলোর জন্য খুব সমস্যা হয় আমাদের টোটো চালাতে।বিভিন্ন জায়গায় আলো তো বসাচ্ছে। ঠিকভাবে যদি কাজ হতো তবে আলো খারাপ হত না। দুর্নীতি হযেছে কাজে।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ (এ) ব্লক তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমান দাবী, পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী জোটের দখলে। এইসব কাজ দেখভালের দায়িত্ব তাদের। কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালন করছে না।কংগ্রেস নেতা তথা বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষর স্বামী আবদুস শোভান জানান, কাজে দুর্নীতি করেছে তৃণমূল।তাই এইভাবে খারাপ হচ্ছে।আর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হচ্ছে।জেলা বিজেপি উত্তর মালদা সাংগঠনিক সদস্য কিষান কেডিয়া অভিযোগ, আলো বসানোর কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।৩ কোটি টাকার সোলার লাইট জ্বলছে না।এই নিয়ে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই একে অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে।তুলছে দুর্নীতির অভিযোগ।কিন্তু মানুষের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিহার সফরের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবে বিজেপি

পাটনা, ২০ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিহার সফরের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবে বিজেপি, শনিবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে এই তথ্য জনা গিয়েছে।আগামী ২২ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রামলালার অভিষেক অনুষ্ঠানের পর মোদী বিহার সফরে যাবেন। আর এই সফরের মধ্যে দিয়েই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় স্তর থেকে রাজ্যস্তরে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবে। ২৭ বা ২৮

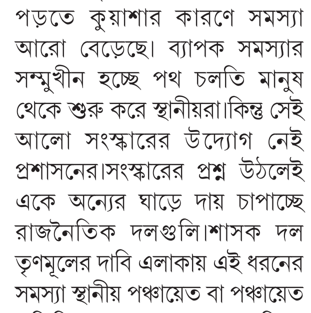

জানুয়ারি বিহার সফরে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ২৬ জানয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সেজন্য ২৭ জানয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সফরে পরিবর্তন হলেও হতে পারে।রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ও বেত্তিয়ার সাংসদ ডাঃ সঞ্জয় জয়সওয়াল বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন। যদিও প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিস্তারিত কর্মসূচি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি তবে এটা নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী তিরহুত অঞ্চলের বেত্তিয়া, বাল্মীকিনগর, মতিহারি, শিবহার এবং মুজাফফরপুর এলাকায় অনেক উপহার দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী এখানে অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। নরেন্দ্র মোদী চম্পারণ থেকে বিজেপির প্রচার শুরু করবেন এবং বিরোধী দলগুলির কাছে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করবেন।

অযোধ্যায় রাম যত সোনাদানা পাবেন, সব চলে আসবে কলকাতার ট্যাঁকশালে!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২২ জানুয়ারি প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে নতুন তৈরি রাম মন্দিরের। তার আগে শুক্রবার প্রাতঃরাশের পর কলকাতার ট্যাঁকশালের দুই বুলিয়ন অ্যাকাউন্ট্যারে সঙ্গে এখানে যে দেখা হয়ে যাবে তাই বা কে ভেবেছিল! এও এক অদ্ভুত সংযোগ।ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ও ধর্মস্থানগুলোয় সোনা, রূপো, হিরে-পান্না সহ দামি ধাতু এবং পাথর দানের রীতি বহুদিনের। এই দান ভারতীয় মনন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে রয়েছে সহস্র বছর ধরে। তাই রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের কর্তারাও ধরে নিয়েছেন অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর সারা দেশ থেকে ভক্তরা এসে প্রচুর দান ধ্যান করবেন। পুরুষোত্তম রামের নিজের আলয় হচ্ছে। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ধরে নেওয়া হচ্ছে, ভগবান রামের রাজকীয় কোষাগারে জমা পড়বে প্রচুর সোনা দানা। তা সে গয়না হতে পারে বা মূল্যবান ধাতুর কয়েন। এখন প্রশ্ন এই সব মূল্যবান ধাতুর কী হবে? কোথায় রাখা হবে? এতো আর ত্রেতা যুগের অযোধ্যা নয় যে সূর্যবংশের তোষাখানা রয়েছে এখানে। তাহলে উপায়?ঠিক এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েই ডাক পড়েছে কলকাতার ট্যাঁকশালের। রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট এবং কেঃদ্রের সরকার তথা অর্থ মন্ত্রক স্থির করেছে, দানের বহু মূল্যবান সব ধাতু কলকাতার ট্যাঁকশালে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই কলকাতার ট্যাঁকশাল থেকে দুই অফিসার এসেছেন অযোধ্যায়। তাঁরা দুজনেই বুলিয়ন অ্যাকাউন্ট্যান্টট। এক জনের নাম সুজয় বড়ুয়া। অন্যজন হলেন মলয় দত্ত। শুক্রবার প্রাতঃরাশের সময়ে দেখা হয়ে গেল তাঁদেরই সঙ্গে। গোটা বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন তাঁরা।সূত্রের খবর, আপাতত তাঁরা পনেরো দিনের জন্য অযোধ্যায় এসেছেন। তাঁদের কাজ হল, ভক্তদের দানে যত মূল্যবান ধাতু এখানে জমা পড়বে, তার একটা প্রাথমিক হিসাব করা। তার পর সেগুলো কলকাতার ট্যাঁকশালে পাঠিয়ে দেওয়া। সেই সব মূল্যবান ধাতু নিয়ে কলকাতার ট্যাঁকশাল কী করবে? বুলিয়ন অ্যাকাউন্ট্যান্ট মলয় দত্তর কথায়, কলকাতার ট্যাঁকশালে একটি রিফাইনারি রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধাতু আলাদা করে সেগুলো গলিয়ে ফেলা হবে। তার পর সেগুলিকে ধাতব ' পরিণত করা হবে।

রায়পুর পৌঁছলেন উপ-রাষ্ট্রপতি, রাজভবনে ধনখড় ও বিষ্ণুদেও-র মধ্যে সাক্ষাৎ

রায়পুর, ২০ জানুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে পৌঁছলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। শনিবার সকালে রায়পুরে পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানান ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল বিশ্বভূষণ হরিচন্দন ও মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। পরে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-রাষ্ট্রপতির মধ্যে সৌজন্য সাক্ষা হয়, নানা বিষয়ে কথা হয়েছে তাঁদের মধ্যে।

দিল্লিতে কুয়াশার ঘনঘটা কাটছেই না, রেল ও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি ঃ রাজধানী দিল্লিতে ঘন কুয়াশার দাপট কমছেই না, শনিবারও কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকল জাতীয় রাজধানী। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা একেবারেই কমে যায় দিল্লিতে। একই অবস্থা ছিল দিল্লি লাগোয়া উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় শনিবার দিল্লিগামী ১১টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। পাশাপাশি দিল্লি বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা।রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে শনিবার দিল্লিগামী ১১টি ট্রেন দেরিতে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, চেন্নাই-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, জম্মু তাওয়াই-আজমের পূজা এক্সপ্রেস, কাটিহার-অমৃতসর এক্সপ্রেস প্রভৃতি। হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেই শনিবার ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকল রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে বিমান পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়। এর ফলে বিপদে পড়েন অনেক যাত্রী।

নতুন নীহারিকার অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন ২ যুবক, জুড়ল রামের নাম

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লখনউয়ের বাসিন্দা দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাবিশ্বে একটি নতুন নীহারিকার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। নতুন নিহারীকার নাম রাখা হয়েছে রামের নামে। লখনউয়ের বাসিন্দা দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাম সংকল্প রাস্তোগি ও উকর্ষ মিশ্র। নীহারিকা হচ্ছে মহাকাশে উপস্থিত ধুলো এবং গ্যাসের বিশাল মেঘ। তাঁদের আবিষ্কৃত নতুন নীহারিকা ' নেবুলা' ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থিত। পৃথিবী থেকে প্রায় ৩ হাজার ৬৫০ আলোরবর্ষ দূরে অবস্থিত সেটি। বিশ্বের তাবড় তাবড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী যা করতে পারেননি, তা করে দেখালেন লখনউয়ের দুই যুবক। নতুন এই নীহারিকার নাম রামের নামে করার কথা ঘোষণা করেছেন তাঁরা। সংকল্প রাস্তোগি লখনউয়ের সায়েন্টি ফিক নলেজ অফ ইয়ুথ ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিও-র প্রধান। তাঁর সঙ্গী উকর্ষ মিশ্র অ্যামেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তাঁরা দুজনেই ১২ বছর ধরে ইন্দিরা গান্ধী প্ল্যানেটোরিয়ামের সদস্য ছিলেন। বহুবছর ধরে প্ল্যানেটোরিয়ামের সিনিয়র বিজ্ঞানী সুমিত শ্রীবাস্তবের অধীনে গবেষণামূলক কাজকর্ম করেছেন। জানা গিয়েছে, ২০২০ সালে কোভিডের লকডাউনের সময় নীহারিকার সন্ধানে ইন্দিরা গান্ধী প্ল্যানেটোরিয়ামের প্রধান অনিল যাদবের নেতৃত্বে কাজ করেছিলেন ২ যুবক। সংকল্প রাস্তোগি ও উৎকর্ষ মিশ্র এখনও পর্যন্ত ৫৫টির বেশি নতুন নীহারিকা সনাক্ত করতে পেরেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বাবলগাম নেবুলা। এটি মনোসেরোস নক্ষত্রমণ্ডলে রয়েছে। এটি আকারে বড় বড় হলেও, টেলিস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না। সম্প্রতি আবিষ্কার হল মনোসেরোস নক্ষত্রমন্ডলে ' নেবুলা'। রাম নীহারিকা আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে বলে জানিয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সুমিত শ্রীবাস্তব। আগামী দিনে এটি মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি। বৈজ্ঞানীক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন।

শীতের রাতে দিল্লিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! মৃত ৬, আহত আরও অনেক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লির পিতমপুরায় বৃহস্পতিবার রাতে একটি চারতলা বাড়িতে আগুন লাগে। প্রথমে একতলা এবং পরে দোতলায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয়.পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। দমকলের ৮টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। এরপর একে একে আটকে পড়া আবাসিকদের উদ্ধার করে দমকল। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ। তবে হতাহতদের সকলেই একই পরিবারের সদস্য কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাটিতে এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। বাড়িটির একতলা এবং দোতলা পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, হিটারে শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লেগেছে। ঘরে কাঠের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য দাহ্য পদার্থ থাকায়.দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটির প্রথম তলায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম তলায় আগুন লাগার ফলে উপরের তলার আবাসিকরা আটকে পড়েন। দীর্ঘ কযেক ঘণ্টার প্রচেষ্টার পর আগুন নিযন্ত্রণে আসে।

কন্যাদান করলে মোদি!সম্পন্ন হল বিবাহ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সম্প্রতি দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েছিলেন মোদী। গত বৃহস্পতিবার তিনি হাজির ছিলেন কেরলের ত্রিসূর অবস্থিত গুরুভায়ুর শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর সেখানেই একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেন মোদী। সেখানেই কন্যাদান করেছেন তিনি। দিয়েছেন বিয়ে। কিন্তু যার বিয়ে মোদী দিলেন, তিনি কে? কেরলের মন্দিরে ভাগ্য সুরেশের বিয়ে দিয়েছেন মোদী। পিতার ভূমিকা পালন করে বর শ্রেয়স মোহনের হাতে ভাগ্যের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তিনি। ভাগ্য সুরেশ হলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ এবং মালয়ালম সুপারস্টার সুরেশ গোপীর মেয়ে। সেই বিয়ের প্রধান অতিথি ছিলেন মোদী। বিয়ের অনুষ্ঠানে সুরেশও হাজির

বীরভূমে লরির চাকায় পিষে মৃত্যু মাছ বিক্রেতার, চালককে আটক করল পুলিশ

বীরভূম, ২০ জানুয়ারি ঃ বীরভূম জেলায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক মাছ বিক্রেতার। শনিবার সকালে রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরভূমের নলহাটির সিএডিসি মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত মৎস্যজীবীর নাম হীরেন মহলদার। তাঁর বাড়ি নলহাটি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের জগধারী এলাকায়। শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ হীরেন নলহাটি বাজার থেকে মাছ নিয়ে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সাইকেল চালিয়ে জগধারীর দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। তিনি রাস্তায়.পড়ে গেলে সেই লরি তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।দুর্ঘটনার পর এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনে। পুলিশ ঘাতক লরি এবং চালককে আটক করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১জানুয়ারি ঃরবিবার, ৬মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৬মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শনিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মিথুন রাশিঃআজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে।

কর্কট রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সংসারে শান্তি

সিংহরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। ।

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময়.থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে-যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে।

মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **মীন রাশিঃ**আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন-আপনি যাই করুন না কেন-সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া

আবারো ভেসেল পরিষেবা বন্ধ সমস্যায় পড়েছেন মুখে তীর্থযাত্রীরা

দরন্ত বার্তা,গঙ্গাসাগর, ২০ জানুয়ারিঃ বৃষ্টি আর এই বৃষ্টি আর ঘন কুয়াশা জেরে বন্ধ ভেসেল পরিষেবা। মূলত দৃশ্যমানোতার অভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে, ভেসেল পরিষেবা। ভেসল পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে সমস্যার মুখে পড়েছে গঙ্গাসাগর থেকে বাড়িমুখী তীর্থযাত্রীরা। কর্যত গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাটে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লক্ষ্য লক্ষ্য পুর্ন্যার্থি। ভেসেল কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, দৃশ্যমানতা কেটে গেলে আবারও পুনরায় ভাসল পরিষেবা স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে। ঘন কুয়াশার কারণে ভেসেল চলাচল করানো অস্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেই কথা মাথায় রেখে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। উল্লেখিত, ৮ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা সেই মেলা শেষ হয়েছে ১৭ই জানুয়ারি। এবছর গঙ্গাসাগর মেলাতে ভিন রাজ্য থেকে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ রেকর্ড সংখ্যক উন্নতিরা এসে ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু সকাল থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে বাড়ি ফেরার তারা রয়েছে পুণ্যার্থীদের কিন্তু ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে কার্যতো নাজেহাল পুন্যার্থীরা। সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা চাদরে ঢেকে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমনতার অভাব তার জেরে ফেরি চলাচলের ওপরও প্রভাব পড়েছে। এমনকি কুয়াশার কারণে রাস্তাঘাটে যানবাহন ধীর গতিতে চলছে। কনকনে শীতে দোসর বৃষ্টি । সব মিলিয়ে নাজেহাল পরিস্থিতি বঙ্গবাসীর।

অগ্নিকান্ড ডায়মন্ডহারবারে পুড়ে ছাই প্রায় ১৫টি দোকান

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ডহারবার, ২০ জানুয়ারিঃ শীতের সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ডায়মন্ডহারবারে। পুড়ে ছাই প্রায় ১৫টি দোকান, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।সাতসকালেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই একাধিক দোকান, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ডহারবারের নেতড়াতে। ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল প্রায় ১৫ টির ও বেশি দোকান। শনিবার ভোররাতে ডায়মন্ডগারবারের নেতড়া স্টেশন সংলগ্ন বাজারে এই আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে একটি চামড়ার কারখানা, খাবারের হোটেল সহ ১৫ টির ও বেশি দোকান।আগুন লাগার খবর পেয়েই ডায়মন্ড হারবার থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলের একটি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকান গুলিতে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোন খবর নেই। শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়াবে বলে দাবি স্থানীয়দের।

ভোর তিনটে নাগাদ প্রথম আগুন লাগে ফলের দোকানে। সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পাশের খাবারের হোটেলে।স্থানীয়রা বালতিতে করে জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে আগুনের লেলিহান শিখা আরও বাড়তে থাকে। আগুন নেভানোর পরে ও এখন এলাকায় দমকল ও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। আর এই ক্ষতিগ্রস্থ দোকানদারেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে।

রামমন্দির সহ দেশের বিভিন্ন মন্দির সাজানোর কারনে ফুলের ব্যপক চাহিদা

দরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ স্বভাবতই ফুলচাষীরা খুশি ২২ শে জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওই উপলক্ষে দেশের মধ্যে থাকার সমস্ত মন্দিরগুলিকে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় কর্মীদের। সেই পরিপেক্ষিতে মন্দিরগুলি সাজানোর জন্য কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার, পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট-দেউলিয়া-কেশাপাট সহ রাজ্যের বিভিন্ন ফুলবাজার গুলিতে এক ধাক্কায় বিপুল পরিমাণে ফুলের চাহিদা দেখা দিয়েছে। মুলতঃ মন্দির সাজানোর জন্য গাঁদা-চন্দ্রমল্লিকা-রজনীগন্ধা-গোলাপ ফুল সহ দেবদারু-অ্যাসপ্যারাস প্রভৃতি বাহারী পাতার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এমনিতেই মাঘ মাসে ৭ দিন বিয়ের লগন রয়েছে। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় লগনের দিন হোল ২১ ও ২২ জানুয়ারী। ফলস্বরূপ বিয়ের পাশাপাশি মন্দির সাজানোর জন্য ব্যাপক পরিমাণে ফুলের চাহিদা থাকায় ফুলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনা। অন্যদিকে এ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির সাজানোর জন্য যেমন ব্যাপক ফুলের প্রয়োজন, পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মন্দির সাজানো ও অযোধ্যায়ও এ রাজ্য থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ফুল গিয়েছে বলে ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গেছে।

হাওড়ার বি গার্ডেন থানা এলাকায় মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু

দরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারিঃ মহিলার অস্বাভাবিক মৃতু র ঘটনা হাওড়ার বি গার্ডেন থানা এলাকায়। শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ স্থানীয় একটি পুকুরে ভেসে ওঠে। ক্যারি রোড বাঙালপাড়ার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতার নাম স্বপ্না মন্ডল (২৬)। ওই মহিলা পরিবার নিয়ে আলাদা ভাড়া ঘরে থাকতেন। পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যা বলে অনুমান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতার দাদা বলেন, বাপের বাড়ি থেকে অশান্তি করে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছিল। যে মেয়ে আমাদের বাড়িতে কোনওদিন থাকেনি সে আমাদের বাড়িতে এমন কান্ড করবে ভাবতে পারিনি। ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগে এমন ছিলনা। বাচ্ছা হওয়ার পর এমন হয়েছে। আজ খবর পেয়ে এসে দেখি দেহ জলে ভেসে উঠেছে। আমাদের সঙ্গে থাকত না। ওরা স্বামী, স্ত্রী, ছেলে,মেয়ে আলাদা থাকত। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মৃতার মা বলেন, বিয়ের ৮ বছরের মধ্যে কোনওদিন শ্বশুরবাড়ি যায়নি। এই বারই প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল। মৃতার শাশুড়ি বলেন, মেয়ের মা ফোন করে বলেছিল মেয়ে যাচ্ছে। শুনে আমি এবং আমার ননদ বাইরে এসে শুনলাম, ওখানে কি পড়ে আছে। শুনে ছুটে এসে দেখি মুখ নিচু হয়ে পড়ে আছে। তখন বুঝতে পারিনি সে কে। অদের মধ্যে অশান্তি হলেও তা মিটে যেত।

হুগলি জেলার বেগমপুরে অকাল বিশ্বকর্মা বোধন

দুরন্ত বার্তা, বেগমপুর হুগলি, ২০ জানুয়ারিঃ দুর্গা পুজো থেকে ঠিক ৯০ দিন পর অর্থাৎ মাঘ মাসে নবমী তিথিতে হুগলি জেলার বেগমপুরে অকাল বিশ্বকর্মা বোধনে মেতে ওঠে বেগমপুরের খরসড়াই এবং তাজপুরের কয়েক হাজার তাঁতী পরিবার। উল্লেখ্য প্রায় ৭০ বছর আগে তাজপুর কাঁঠাল তলাতে এই পুজোর শুভারম্ভ হয় পরবর্তীকালে বেগমপুরে ছড়িয়ে যায় এই পুজো এ বছরে প্রায় ৩৬ টি বারোয়ারির পূজা হয়। এখানে বিশ্বকর্মার বাহন রূপে পুজিত হয় ঘোড়া তার কারণ এক সময়ে

দুর্গাপুজোর আগে তাঁতী সম্প্রদায়ের তাঁতের মাধ্যমে শাড়ি তৈরি করার এতটাই ব্যস্ততা থাকতো তাই জন্য তারা লোহা বিশ্বকর্মা পুজো করতে পারত না তাই পরবর্তীকালে এই অকাল বিশ্বকর্মা পুজোর সূচনা হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে ভিড় জমান কয়েক লক্ষ মানুষ এবং মণ্ডপ এর ক্ষেত্রে নজর কাড়া এবং আলোকসজ্জায় আসে চন্দননগর থেকে তিন দিন ব্যাপী চলে বিরাট মেলা।

রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে দিপাবলীর প্রস্তুতি জেলাবাসীর

সুদেষ্ণা মন্ডল, ডায়মন্ডহারবার, ২০ জানুয়ারিঃ গোটা দেশজুড়ে যেন দীপাবলীর আমেজ। সেজে উঠছে অযোধ্যা।অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজ। এবার অযোধ্যা থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ পত্র এসে পৌঁছল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা সেই আমন্ত্রণপত্র বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন। শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় নয় রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে নিরবে। অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। ঐদিন রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ হিসাবে অক্ষত চাল পাঠানো হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। রাম মন্দিরের ঘি, হলুদ মাখানো এই চাল বিশেষভাবে পুজো করা হয়েছে। তারপর সেই চাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র এসেছে সেই অক্ষত চাল সঙ্গে রাম মন্দিরের ছবি।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা এই বিশেষ চাল ও রাম মন্দিরের ছবি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মন্দির উদ্বোধনে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে খুশি ডায়মন্ড হারবার বাসী থেকে শুরু করে জেলা বাসী। ইতিমধ্যে ওই দিনের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বাড়ি

বাড়িতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মহিলারা। সেজে উঠছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন মন্দির। দেশবাসীকে এই বিশেষ দিনে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য অনুরোধ করেছি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর সেই কথাকে মাথায় রেখে সেজে উঠছে গোটা এলাকা। অকাল দীপাবলীর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠা দেশজুড়ে। এ বিষয়ে ডায়মন্ড হারবারের এক বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বৈদ্য তিনি বলেন, ২২ তারিখের কথা মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি । রাম মন্দির করার জন্য বিগত যে ৫০০ বছরের লড়াই সেই লড়াইয়ের অবসান। মা সীতা ও ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন আমরা ভীষণ খুশিতে রয়েছি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছেছে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না সেই

ডায়মন্ডহারবার

আক্ষেপ থেকেই যাচ্ছে মনের মধ্যে। সেই আক্ষেপ মেটানোর জন্য আমাদের স্থানীয় মন্দিরেই ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পূজা অর্চনা ব্যবস্থা করেছি। ওই বিশেষ দিনে আমরা ভোগ বিতরণ করবো। মানুষের মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে মনে হচ্ছে ২২ তারিখে যেন অকাল দীপাবলি হতে চলেছে। যেমন আলোর রশ্মিতে সেজে উঠবে অযোধ্যা তেমনি আলোর উৎসবে সামিল হবে গোটা দেশবাসী।

এক এলাকাবাসী কাকুলি লাহা তিনি বলেন, রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ পত্র আমরা পেয়েছি। যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তাই বাড়িতেই ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পূজা-অর্চনা করব। স্থানীয় মন্দিরে গিয়ে প্রদীপ প্রজনন করব। এবং যে বিশেষ চাল আমাদেরকে দেয়া হয়েছে সেই চাল দিয়ে ভোগ রন্ধন করা হবে।

২২ তারিখে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনে গোটা দেশবাসী যেমন আনন্দিত আমরাও আনন্দিত। কার্যত বলা যেতেই পারে রাম মন্দির উদ্বোধনকে গোটা দেশের পাশাপাশি জেলাতেও উন্মাদনা ও উদ্দীপনা তুঙ্গে। শুধু অপেক্ষা বাইশে জানুয়ারি।

জয়নগরের বিধায়ক, তাঁর শ্যালক সহ একাধিক তৃনমূল নেতার বিরুদ্ধে একরাশ দূর্নীতির অভিযোগ ঃ শুভেন্দু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২০ জানুয়ারিঃ জয়নগরের বিধায়ক ও তাঁর শ্যালককে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন শনিবার বিকালে দক্ষিন বারাশতে এসে শুভেন্দু অধিকারী।এদিন জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত স্টেশন লাগোয়া মাঠে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে কার্যকর্তা সম্মেলনে হাজির হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।গত ৯ ই জানুয়ারি জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে এসে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তোলেন। আর তাঁরই পাল্টা কর্মসূচি হিসাবে এদিন দক্ষিন বারাশতে এলেন শুভেন্দু অধিকারী।সামনে লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগে রাজ্যের তৃনমূল সরকার, ইডি হানা,শেখ

সাজাহান পলাতক, জয়নগরে খুন সন্ত্রাস,রাম মন্দির সহ একাধিক বিষয়ে তৃনমূল সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি।তিনি এদিন দক্ষিন বারাশত বাজারের কালী মন্দিরে কালী মায়ের দর্শন করে সেখান থেকে পদযাত্রা সহকারে মঞ্চস্থলে যান।এদিন তিনি তাঁর ভাষণে জয়নগরের বিধায়ক ও তাঁর শ্যালকের নামে পুকুর ভরাট সহ একাধিক অভিযোগ তোলেন।তোলেন কিভাবে এরা পঞ্চায়েত ও জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভোট লুট করেছে। পাশাপাশি তিনি সওকাত মোল্লা,গনেশ মন্ডল, জাহাঙগীর খান, সেলিম সহ একাধিক নেতার দূর্নীতি তুলে ধরে সাবধান করেন।পাশাপাশি জব কার্ডের দূর্নীতি,স্বাস্থ্যে দূর্নীতি, রেশন দূর্নীতি কিভাবে করা হয়েছে তাঁর উল্লেখ করেন। এদিন তিনি তাঁর এখানকার মিটিং বন্ধ করতে তৃনমূল কি করছে তাও তুলে ধরলেন। তিনি বললেন সাবধান, তৈরি থাকুন। আমরা ও রেডি আছি পাল্টা দিতে। এদিন এই সভায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর, জেলা সম্পাদক অলোক হালদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রণতি মাঝি,ডা. অশোক কান্ডারী,কমল ঘোষ, দেবতোষ আচার্য, দিলীপ হালদার,শংকর মাঝি,সত্যপ্রিয় চক্রবর্তী,চন্দন মন্ডল সহ আরো অনেকে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সম্মেলনের পরে উজ্জিবিত বিজেপি কর্মীরা। আর এদিন কড়া পুলিশ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘিরে ফেলা হয়েছে পুরো এলাকা।শুভেন্দু অধিকারীকে দেখতে এদিন বহু মানুষ ভীড় করে ছিলো।তিনি এদিন রামমন্দিরের উদ্বোধনে সবাইকে অংশ নিতে বলেন।

রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ থেকে গরীব অসহায় মানুষদের জন্য সেবামূলক বার্তা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণেশ্বর, ২০ জানুয়ারিঃ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের ১০৩ তম সিদ্ধোৎ ও ৫৭ তম আদিষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ৮ হাজার নরনারায়ণের মধ্যে ৩ হাজার কম্বল ও ৫০০০বস্ত্র বিতরণ উৎসব পালন করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সভাপতি ব্রহ্মচারী রিতেন ভাই,সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই,যুগ্ম সম্পাদক বিজন বিহারী সরকার,কলকাতা হাইকোর্টের এক্সজাস্টিস শ্যামল কুমার সেন, শ্রী তপন মুখোপাধ্যায়, বিধানসভার স্পিকার শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, এমডি জিৎ চ্যারিটেবল সোসাইটির জানব বাবর আলী বিশ্বাস,ব্যারাকপুরের এস,ডি,ও শ্রী সৌরভ বারিক, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, আলামিন কলেজের প্রফেসর বৈশাখী ব্যানার্জি,কামারহাটি মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান শ্রী গোপাল সাহা,১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি মিঠু বোস আরো অনেক বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। বিমান বাবু বলেন আমি এই ধরনের কাজ খুব ভালোবাসি। এবং আদ্যাপীঠ মন্দিরে পুজোর সঙ্গে সঙ্গে এরকম সেবামূলক কাজে যোগদানের জন্য প্রতিবছর আমি এখানে ছুটে আসি। আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্ট্রি ব্রহ্মচারী ভাই বলেন আদ্যাপীঠ বিশ্ব ভাতৃত্বের মেলবন্ধন এর স্থান। ভবিষ্যতে আরো অনেককে যেন এইভাবে সেবা করতে পারি সেই প্রার্থনা করি আদ্যামায়ের কাছে।

চাল কলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রাজ্যের চালকল গুলিতে কি পরিমান বিদ্যুৎ খরচ হচ্ছে তা জানতে খাদ্য দফতর রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ধান ভাঙার ক্ষেত্রে একাংশের চাল কলের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ ওঠার প্রেক্ষিতেই এই রিপোর্ট তলব বলে জানা গেছে। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের পর তা চালকল গুলির কাছে ভাঙানোর জন্য পাঠানো হয়। একাংশের অসাধু চালকল ওই চাল ভাঙিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং পরিবর্তে নিম্ন মানের ধান বাজার থেকে কিনে তার চাল খাদ্য দফতরকে ফেরত দিচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছে। তা রুখতেই চাল কল গুলির বিদ্যুৎ খরচের প্রকৃত হিসাব চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে খাদ্য দফতরের কর্তারা বিদ্যুৎ দফতরের সঙ্গে বৈঠকেও বসেছেন। এছাড়া সংগ্রহকেন্দ্র থেকে ধান চালকল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং খাদ্য দফতরের গুদামে ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যবহৃত সমস্ত গাড়িতে অবস্থা নির্ণায়ক প্রযুক্তি বা জিপিএস বসানোর বিষয়টি নিয়েও পরিবহন দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে খাদ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এজন্য আইনি খুঁটিনাটি মেটানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কেউ ছিল না বাড়িতে, সেই সুযোগে দরজা ভেঙে চুরির অভিযোগ হুগলির চন্ডীতলায়

দুরন্ত বার্তা, চন্ডীতলা হুগলি, ২০ জানুয়ারিঃ কেউ ছিল না বাড়িতে। সেই সুযোগে দরজার ভেঙে চুরি অভিযোগ। এখনও অধরা দুস্কৃতীরা। ঘটনাস্থল হুগলির চণ্ডীতলা থানার কৃষ্ণপুর দক্ষিণ পাড়ার ঘটনা। জানা গিয়েছে, স্ত্রী মালেখা বেগমকে নিয়ে সেলিম মল্লিকের পরিবার থাকতেন এই বাড়িতে। পারিবারিক বিবাদে সেলিমের স্ত্রীর নামে থানায় মারধরের অভিযোগ হয়েছিল বলে খবর। তারপর গত ১০ই নভেম্বর থেকে ঘরছাড়া ছিল মালেখা বেগম। আদালত থেকে জামিন নিয়ে শনিবার বাড়িতে প্রবেশ করেন তিনি। তখনই চোখ চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। দেখেন বাড়ির আসবাবপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রয়েছে।

দরজা-জানলা ভাঙা, আলমারি ভেঙে সোনার গহনা সহ নগদ অর্থ উধাও। তারপরই চণ্ডীতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সেলিমের পরিবার। পরে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। মালেখা বেগমের দাবি, এই চুরিতে তাঁরা আত্মীয় কেউ জড়িত আছে। তাঁদের নামেই অভিযোগ করা হয়েছে, এখনো অধরা দুস্কৃতীরা। তবে এই ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কৃষ্ণপুর দক্ষিণপাড়ায়। পিছনের গেটের তালা ভেঙে সব নিয়ে গিয়েছে। আমার ঘরে আর কিছু নেই। সব শেষ করে দিয়েছে। আমার কোনও শত্রু নেই। নিজের লোকই এই কাজ করেছে। সিসিটিভি ক্যামেরাও চুরি করে নিয়েছে।

বিদ্যালয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

আশিস কুমার ঘোষ, হাবড়া, ২০ জানুয়ারিঃ গত ৫ জানুয়ারি ২০২৪ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী অশোকনগর ভারতী বালিকা বিদ্যামন্দিরে তাঁরা তাঁদের ২০২৩-২৪ বর্ষের স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কাজ সম্পন্ন করেছে সাফল্যের সঙ্গে। এই অভিযানে দলের তরফ থেকে অংশগ্রহণ করেন দলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ সহ মাধুরী ঘোষ, শ্রাবণী সর্দার, মলয় বিশ্বাস, বিউটি সর্দার, আকাশ বণিক, অজয় সর্দার, বাপী দাস ও অন্যান্যরা। তারা বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ পরিস্কার করে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনে। তাঁদের কাজে ভীষণ খুশি হন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা চক্রবর্তী এবং অন্যান্য শিক্ষিকাগণ। তাঁরা আপ্লুত হয়ে বলেন এমন কাজ প্রতিটি সংগঠনের করা প্রয়োজন। দলের তরফ থেকে দিলীপ বাবু বলেন -স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে অতিরিক্ত বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রাজ্যে আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে পরীক্ষার্থীদের সুবিধায় রাজ্য সরকার ভোর পাঁচটা থেকে বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষার দিনগুলির প্রস্তুতি নিয়ে পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী আজ ময়দানে পরিবহন দপ্তরের তাবুতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ, মাদ্রাসা বোর্ডের আধিকারিক সহ রেল ও তিন সরকারি পরিবহন নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে এই সিদ্ধান্ত জানানোর পাশাপাশি পরীক্ষার সময় বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস চালানোর উপরেও তিনি জোর দিয়েছেন। অতিরিক্ত ফেরি সার্ভিস চালানো হবে বলেও পরিবহন মন্ত্রী জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা যেন সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে।

কাজের বখরা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘষ

শ্রেয়া আদক, লিলুয়া, ২০ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েতের কাজের বখরা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হাওড়ার লিলুয়ায়। একাধিক বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। তবে, এই হামলার ঘটনায় গুলি চালানোর ঘটনা অস্বীকার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, এলাকায় উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল। লিলুয়া থানার অন্তর্গত চকপাড়ার দাগাবাগানের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। গোটা ঘটনার ও হামলার ছবি বন্দি হয়েছে সিসিটিভিতে। অভিযোগ, চকপাড়া আনন্দনগর পঞ্চায়েতের কাজের বখরা নিয়ে দীর্ঘদিনের গন্ডগোল। এই নিয়েই হামলার অভিযোগ। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। তদন্তে নেমেছে লিলুয়া থানার পুলিশ। আক্রান্ত পরিবারের এক সদস্যা বলেন, কি কারণে মারল তা জানা নেই।

আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪, উপস্থিত জেলাশাসক দুই বিধায়ক সহ বিশিষ্টরা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ২০জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের অধীনে আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪ । পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা হাওড়া হুগলি ও কলকাতার আবাস সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই আঞ্চলিক সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শনিবার অনুষ্ঠিত হলো উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারে। এই সাংস্কৃতিক পরিচালনায় প্রতিযোগিতায় নৃত্য অংকন ও নাটক পরিচালনায় প্রতিযোগিতা হলো এরপর হবে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক চাপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁই উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখার্জি হুগলি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক ও উত্তরপাড়া পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর সহ বিশিষ্টরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য বলেন আগের দিন থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে এসেছে তারা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে খুব ভালো লাগছে তারা সেজেছে সুন্দর, মন দিয়ে এটা করো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবে। অনুষ্ঠানটি হয় উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএলও ডক্টর ইন্দ্রজিৎ পান। জেলাশাসক জয় কৃষ্ণ লাইব্রেরী ঘুরে দেখলেন।

উলুবেড়িয়ার একাধিক এলাকায় পরিদর্শন করলেন হাওড়া জেলা শাসক

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ২০ জানুয়ারিঃ সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগের প্রথম দিনে উলুবেড়িয়ার একাধিক এলাকায় পরিদর্শন করলেন হাওড়া জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও। শনিবার ২০জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি বুথে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি, রাজ্যসরকারের জাতিগত সংশাপত্র, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের সংশাপত্র, খাসজমির পাট্টার আবেদন, স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, বিধবা ও বয়স্কদের পেনশন, মানবিক

সাহায্য,সহ স্থানীয় সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি। প্রথমদিন শনিবার উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের চন্ডীপুর পঞ্চায়েতের মহিষরেখা প্রাথমিক ও জুনিয়র বিদ্যালয়ের এবং যশপুর জয়ন্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পে পরিদর্শন ও একাধিক এলাকায় ঘুরে দেখলেন এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, এলাকায় কারখানার বজ্র ও তার নিকাশীর বিষয়ে মানুষের অভিযোগ , গৃহের সমস্যা সহ একাধিক সমস্যার কথা সাধারণ মানুষের কাছথেকে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান, হাওড়া জেলা শাসক শ্রীমতী দিপপ্রীয়া পি, অতিরিক্ত জেলা শাসক ইউরিশ রিশি ইসমাইল, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানষ কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, চন্ডীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান সহদেব রুইদাস,উপপ্রধান রেজাউল হক মোল্লা, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ চম্পা সামন্ত।

খাবারে ডিম না থাকায় অঙ্গনওয়াড়ির ২ কর্মীকে শোকজ করল বিডিও

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জানুয়ারিঃ এবার হাতেনাতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হাতসাপাই ধরে ফেললেন স্বয়ং বিডিও। শনিবার থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন কর্মসূচি সমস্যা সমাধান জনসংযোগ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। রাজ্যের মানুষ কন্যাশ্রী, বিধবা ভাতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, লক্ষীর ভান্ডার, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, খাদ্য সাথী, স্বাস্থ্য সাথী ইত্যাদি সহ রাজ্য সরকারের ২০ টি জনমুখী প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা যথাযথ ভাবে পাচ্ছেন কিনা এবং এলাকার মানুষের কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা এই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্যই এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। শনিবার হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ইউনেস রিসিন ইসমাইল, উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া-১ নম্বর ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহদেব রুইদাস, উপপ্রধান রেজাউল হক মোল্লা প্রমুখেরা যেসব বিদ্যালয়ে এই শিবির হচ্ছে সেই বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন এবং গ্রামে ঘুরে মানুষদের সমস্যার কথা শোনেন। এভাবেই বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক যখন মহিষরেখা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় এবং যশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবির পরিদর্শন করছিলেন তখন তিনি যশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চন্ডিপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মিড ডে মিল পরীক্ষা করতে চান। তখনই তিনি দেখেন পড়ুয়াদের খাবারে ডিম নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি ওই কেন্দ্রের রাঁধুনী ও সহকারী রাঁধুনিকে শোকজ করেন। এরপর তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এলাকার মানুষদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেন এবং তা নথিভুক্ত করেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫২ সংখ্যা, রবিবার, ৬ মাঘ ১৪৩০

সশস্ত্র সংগ্রাম দিয়েই ভারতের স্বাধীনতা আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্র কুমার শীল

বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের ৮০ তম প্রয়াণ দিবস। তাঁর বিপ্লবী জীবন শুরু হয়েছিল দিল্লিতে ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা দিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯১২ সালে তিনি বসন্ত বিশ্বাসকে দিয়ে ভাইসরয়ের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপরে তাঁর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা আমরা জানতে পারি। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা)। ১৯১৪ সলে রাসবিহারীকে এই সর্বভারতীয় বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক বলে গ্রহণ করা হল। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং চন্দননগরের মতি লাল রায় বেনারস গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলেন। শচীন্দ্রনাথ তাঁর 'বন্দি জীবন' গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড) ১৯১৩ সালের সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক বিপ্লবী অভ্যুত্থানের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, উত্তর ভারত, দিল্লি, বেনারস চন্দননগর, ঢাকা সবাই সক্রিয় থাকবে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দল এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। রাসবিহারী তাঁর কাজ করতে শুরু করে দিলেন। জার্মান থেকে অস্ত্র আসার অপেক্ষায় না করে তিনি ব্রিটিশ সেনা বিভাগে ভারতীয় সেনাদের জাতীয় জাগরণ প্রচেষ্টা করতে শুরু করে দিলেন। নরেন সেন ১৯১২ সালে অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর গুহকে জার্মান পাঠিয়ে ছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য আদায় করতে। ১৯১৪ সালে তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। তঁর কলকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের বন্ধু ধীরেন সরকার বার্লিন-ভারত কমিটির একজন সংগঠক, কেদারেশ্বর গুহকে খবর দিলেন যে জার্মান সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা অস্ত্র পাঠাবে। অনুশীলন সমিতির নেতা অনুকূল চক্রবর্তীর চিঠি নিয়ে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন কেদারেশ্বর গুহ। তাঁর সঙ্গে গঙ্গা বক্ষে গোপন আলোচনা করে রাসবিহারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তিনি যে জার্মান থেকে অস্ত্র আসার খবর পেলেও তিনি কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা থেকে সরে যাচ্ছেন না। তিনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা চালিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে অস্ত্র আসার খবর বেনারস থেকে চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হল। পাঞ্জাব ত্যাগ করে রাসবিহারী অনুকূল চক্রবর্তী এবং নগেন দত্ত (গিরিজাবাবু) সঙ্গে আলোচনায় বসলেন বেনারসের হরিশচন্দ্র ঘাট রোডের বাড়িতে। সেখানে পিংলে এবং করতার সিং উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারী অনুকূলকে নির্দেশ দিলেন যে বাংলার সর্বত্র এবং ঢাকায় বেনারস রেজিমেন্ট সেনাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। গিরিজাবাবু কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অনুকূল চক্রবর্তী ঢাকার দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিলেন। খবর গেল কলকাতা, মালদা, কোচবিহার, দিনাজপুর, রাজশাহী ইত্যাদি এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি এবং ট্রেজারি ভবনগুলিতে সমানভাবে আক্রমণ চালাতে হবে। মুসলমানপাড়া বোমা কাণ্ডের প্রাণ প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস পাটনায় গিয়ে দানাপুর ক্যান্টমেন্টে গিয়ে সেনাদের উস্কানি দিতে শুরু করলেন। রাসবিহারী বাংলার বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ করলেন। সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম এন রায়) এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ। রাসবিহারী সব পরিকল্পনা খুলে বললেন অনুশীলন সমিতির সমানে এবং রাসবিহারী বলেন, যতীন্দ্রনাথ যেন বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রাসবিহারী পাঞ্জাবের দায়িত্ব গ্রহণে করে মুলা সিংকে নিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করবেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অমৃতসরে এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী এবং চক বাবা অটলে অবস্থিত মুসমসমান অত্রি'র বাড়িতে গোপনে বসবাস করতে শুরু করলেন। সেখানে সন্ত গুলাব সিং ধর্মশালায় বিপ্লবী সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন রাসবিহারী। অমৃতসরে এসেই রাসবিহারী দ্রুত বোমা নির্মাণ করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অমর সিং এবং তাঁর সহযোগী রাম শরণ দাস বোমা তৈরির কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি আবার বেনারসে একজনকে পাঠালেন সেখানে টিনের মধ্যে রাখা বোমা নিয়ে আসতে। ঝাবেওয়ালাতে বোমা কারখানা তৈরি হল। তবে পরে উঠে গিয়েছিল লোহাতবাড়িতে। এই সময়ে অর্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ডাকাতি করতে শুরু করে দিয়েছিল বিপ্লবীরা। ঝানির, রাবহন, সাহনেওয়াল এবং মনসুরান এলাকায় ছাব্বা ডাকাতির মতো কাজ শুরু করে দিতেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে হল। তারিখটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের ২-৩, ১৯১৫ সাল। রাসবিহারী ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিথে ১৯১৫ সালে অমৃতসর থেকে লাহোরে সদর দফতর নিয়ে গেলেন। রাসবিহারী লাহোরকে বেশি পচ্ছন্দ করেছিলেন

তার একটি মাত্র কারণ হল সেখান থেকে জলন্ধর, বান্নু, কোহাট, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, ঝেলুম, কাপুরথালা, ফিরোজপুর, মেরুট, আম্বালা প্রভতি এলাকায় ভারতীয় সেনাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারীর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরে রাসবিহারী ১২ ফেব্রুয়ারি ঘোষণায় বলবেন যে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা থেকে পেশোয়ার সর্বত্র ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হবে। ত্রিবর্ণ পতাকা - হলুদ (শিখ), লাল (হিন্দু) এবং নীল (মুসলমান)। প্রতিটি ক্যান্টনমেন্টে এই বার্তা পৌঁছে গেল যে একই দিনেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন প্রস্তুত থাকত হবে ভারতীয় সেনাদের। 'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট ১৯১৮ সাল'তে দেখতে পাওয়া গেল যে 'òRash Behari went to Lahore and "sent our emissaries to verious cantoments in Uper India to procure military aid for the appointed day. He also tried to organize the collection of gangs of vellegers to take part in the rebellion. Bomb were prepared; arms were got together; flags were made ready; a declaration of war drawn up; instruments were collected for destroying the railways and telegraph wires. In the mean time, however, in order to raise funds for the financing of the enterprise, some punjab revolutionaries had committed various decoities (Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-130)óó মিয়ান মির ক্যান্টনমেন্ট থেকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হবে। তারপরে লাহোরে প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হবে। ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শুরু করে জব্বলপুর এবং বেনারস সহ বাংলা সহ অঞ্চলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি প্রথম ব্রিটিশ প্রতিবাদে অংশ নেবে ২১ ফেব্রুয়ারিতে। 'দ্য সেডিশন কমিটির রিপোর্ট'তে দেখা পাওয়া গেল যে "at least two or three revolutionaries in Eastern Bengal were on 8th February aware of what was in contemplation, and were arranging for a rising at Dhacca if if Shikh materialisedóó কিন্তু সেনা অভ্যুত্থান হল না। ভেঙে গেল সব কিছু। বিপ্লবী কৃপাল সিং একজন পুলিশের গুপ্তচর ছিলেন। সে গদর দলের হয়ে কাজ করতো। সেনা অভ্যুত্থানের তারিখ জানা মাত্র সে কম্যান্ডিং অফিসার লিয়াকত হায়াত খানকে খবরটা পৌঁছে দিল। সে লাহোর স্টেশন উপস্থিত হয়ে এক ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে ২১ ফেব্রুয়ারি কথা বলে কৃপাল সিং। স্টেশনে এক সাহেব অফিসারের সঙ্গে কথা বলায় তাঁকে সন্দেহ করতে করলো বিপ্লবীরা। এদিকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সেই খবর পেয়েই রাসবিহারকে জানান। কিন্তু রাসবিহারী পরিস্কার করে বলে দিলেন, এখন আর পিছানোর কোনও সময় নেই। তারচেয়ে বরং দুইদিন আগে এগিয়ে নিয়ে আসা যাক সেনা অভ্যুত্থানটা। সিদ্ধান্ত হল ২১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান ঘটবে। এই বার্তা তিনি দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া হল। পাঞ্জাবের ২৩ ক্যাভালরি, ২৬ তম পাঞ্জাবি সেনা দল, ৭ ম রাজপুত সেনা দল এবং জাঠ অস্ত্রধারী, স্বদেশি সেনারা সজাগ হল। কিন্তু ব্রিটিশ বিরোধী সেনা অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার আগেই স্বদেশি সেনাদের ব্রিটিশ সেনারা ঘিরে ফেলল। তখন মোচি গেট হউসে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত রাসবিহারী। সেই সময়ে ব্রিটিশ পুলিশ এবং গোয়েন্দারা সেখানে উপস্থিত। পিংলে, শচীন্দ্রনাথ এবং করতার সিং গা ঢাকা দিতে দিললেন। রাসবিহারী বোস পাঠান সেজে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালেন। পিংলে মেরুটে নেমে গেলেন। 'দ্য সেডিশন কমিটি' রিপোর্ট বলছে òòThe success attained was extremely small, but the seed sown must have caused some tradegies had not the plan for a concerted rising on the 21st of Febraury been nippe in the bud." গদর দলের সব সদস্যকে গ্রেফতার করা হল যার ফলে ভারতে গদর আন্দোলনের পরিসমাপ্তি। কী ঘটেছিল তা সবিস্তারে লেখা হয়েছে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রায়ের পাতায়। সেখানে লেখা রয়েছে 'It is interesting to read what the Judgment in the Lahore Conspiracy Case said about the collapse of the movement: " On 15th February, when there was a large meeting in Lahore he (Kripal Sing) had wired to Liaqat Hyat Khan to come up from Amritsar to arrest the gathering. The wire was delayed and the police arriving late at Lahore were met by Kripal Singh at the station, and he told them it was too late." Meanwhile his secret manipulation was seen through and the contemplated rising was ante-date the 19th. Then the Judgment continue : " Kripal Singh found this out on his return from Dadhir and told the Amritsar police who were in Lahore waiting for a raid on the morning of the 19th. " He remained in Mochi Gate House throughout the 19th waiting for the leaders to essamble before the giving a signal to the police, but by the afternoon, though the principal leaders had not collected having reason to believe those present intended to murde him he gave a pre-arranged signal to the police. The house was raided, some of the revolutionists captured and the centre of organization was broken. Rash Behari Bose appears to have fled, others of the revolulionists disappeared, others from time to time have been arrested.

ইসলাম ও বাম ভোট

ইসলাম এবং বাম ভোটের ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি এখন থেকেই ইরান এবং সংযুক্ত আরব আমির শাহি দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। ভারতের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মী মানুষেরা আরব দুনিয়াকে ইসলামের পীঠস্থান বলে গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম থেকে কোনও বার্তা এসে তাকে অগ্রাহ্য করার অধিকার ইসলাম ইমাম বা নবীদের নেই। সেই আদেশ তারা পালন করতে বেশির ভাগ সময়ে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। তার ফলে মোদির এখন সৌদি আরব আমিরশাহি এবং ইরানের ওপরে ভরা করে ভারতের লোকসভায় ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের ভোট পকেটস্থ করতে চাইছেন। এদিকে বিজেপি দল এবারে ইসলাম ধর্মের মহিলাদের দিকে বিশেষ নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। মুসলিম মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে মোদি সরকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারপরে রয়েছে জনজাতি সম্প্রদায়। দলিত এবং জনজাতি সম্প্রদায় বিজেপি দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে অঙ্ক বলতে শুরু করে দিয়েছে যে বিজেপির দিকে এখন বেশি ভোট পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিজেপি দলকে ভোটে পরাজিত করার জন্য আলাদা করে কোনও সংগ্রাম করতে হবে না। ভোট পেতে গেলে সংখ্যালঘুদের ওপরে বিজেপি এখন বেশিরভাগ সময়ে আস্থা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তপশিলি জাতি উপজাতি থেকে শুরু করে অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিবাসী সম্প্রদায় বিজেপি দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। যেসব স্থান বেশ কিছু ঝামেলা রয়েছে তাকে সামিল দিতে প্রস্তুত রাজ্য বিজেপি সরকার। রাজ্য বিজেপি সরকার এখন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য বহু উন্নয়নমূলক কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হায়দরাবাদের তৈরি করা হয়েছে বোয়িং টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা। তার ফলে সেখানে ব্যাপক কর্ম সংস্থান তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তেলঙ্গানা থেকে শুরু করে অন্ধ্র প্রদেশ এতে লাভবান হবে। বাংলার শিল্প উন্নতি হচ্ছে না। ক্রমশ বাংলা পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার উন্নতির দিকে কেন্দ্র কোনও নজর রাখছে না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ। এই বিরোধ দূর করে কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। রাজনীতি বিরোধ অন্য জিনিস আর উন্নয়ন হচ্ছে অন্য জিনিস। রাজনীতির সঙ্গে উন্নয়নকে মিশিয়ে ফেললে চলবে না। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক কেন্দ্র বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করলেও তিনি দিব্যি নিজের সরকারকে পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। মোদির সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ নেই। অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কোনও বিরোধ নেই। তিনি উড়িষ্যা রাজ্যের উন্নতির জন্য কারোর দয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন উড়িষ্যাকে উন্নত রাজ্য পরিণত করতে গেলে কেন্দ্রীয় সহযোগিতা থাকা খুবই প্রয়োজন। তার জন্য বিজেপি দলের গুণকীর্তন না করলেও চলবে। শুধু মাত্র সরকারি প্রশাসনিক সুস্থতা বজায় রাখতে হবে। তবেই কেন্দ্র রাজ্যের দিকে ফিরে তাকাবে এবং প্রসাশনিক বিরোধী যদি তৈরি করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে কিন্তু কোনও উন্নয়ন হবে না। সেই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এখন রাজ্যের উন্নয়নকে বাধা দিতে পারছে না। রাজ্যের ভোট এবারে বেশি করে যাতে বিজেপি দিকে এসে পড়ে তার নজ্য বিজেপি দল এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে কেন্দ্রের বিজেপির এবং রাজ্যের বিজপি মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। রাজ্য বিজেপি দল এখন ইসলাম ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি করে যাতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ অধিকাংশ চাষি মানুষই ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসী। রাম মন্দির নিয়ে তাদের ওপরে কোনও চাপ সৃষ্টি করছে না বলে মনে করেন রাজ্য বিজেপি দলের নেতারা। এদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছে চিন ও রাশিয়া। তার ফলে বাম দলের অবস্থা খুবই শোচনীয়। তারা চিন এবং রাশিয়ার পথ অনুসরণ করে চলে। চিন এবং রাশিয়া যা বলে তাই তারা করতে শুরু করে দেয়। রাশিয়া চিন মোদির প্রশংসা করার ফলে ভারতের বাম দলের নেতারা খুবই মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। তারা এখন সরাসরি মোদিকে আক্রমণ করে কোনও কথা বলতে পারছে না। এদিকে পাকিস্তান কোনও কিছুই বলতে পারছে না। তার কারণ মোদির দেশ গুজরাত সফর চরেছেন সৌদি আরবের প্রেসিডেন্ট। তিনি গুজরাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মোদির একেবারের কাছে লোক বলে পরিচিত হতে শুরু করে দিয়েছেন সংযুক্ত আরব, চিন এবং রাশিয়া।

বাইডেনের দোষ সন্ধানে

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেই কারণে তিনি এখন বর্তমান প্রেসিড্েন্ট জো বাইডেনের দোষ ধরতে প্রস্তুত। ট্রাম্প নিজেকে আমেরিকার সেরা প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দিতে চান। তিনি এ ব্যাপারে জনসমর্থন আদায় করতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু আদালতে তাঁর নামে অভিযোগ থাকার ফলে তিনি চুপ করে রয়েছেন। আদালত শাস্তি ঘোষণা করলেও তা কার্যকর হয়নি। তবে যা পরিস্থিতি তাতে ট্রাম্পকে দোষ স্বীকার করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে । এদিকে তিনি প্রেসিড্টে পদে দাঁড়ানোর ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেই কারণে তিনি বাইডেনকে আক্রমণ করে কথা বলছেন। আফগানিস্তানে তালিবানদের সঙ্গে আগেই কথা বলেছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি চেয়েছিলেন, আমেরিকার সেনা প্রত্যাহার কালে আফগানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বজায় রেখে তালিবানরা তাতে অংশ গ্রহণ করুক। সেই রকমই কথাবার্তা এগোতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু সম্প্রতি আফগান পরিস্থিতির জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টকে বাইডেনকে দুষলেন। আফগানে তালিবান সরকারের ছবি প্রকাশ্যে আসার পরই একের পর এক বিবৃতি দিয়ে জো বাইডেনের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, বাইডেনের পদত্যাগ করার সময় এসে গিয়েছে। আফগানিস্তানে উনি যা করলেন, আমেরিকার ইতিহাসে তা সবচেয়ে লজ্জাজনক পরাজয়। অথচ ট্রাম্পের আমলেই তো আফগান থেকে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বাইডেনের দিকে আঙ্গুল তুলে ট্রাম্প এখন কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। শুধু ট্রাম্প নন, গোটা পরিস্থিতির জন্য বর্তমান প্রেসিডেন্টকে দুষতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার অধিকাংশ নাগরিকেরা। আফগান নিয়ে একটি কথাও বাইডেন ব্যয় করছেন না। শুধু মাত্র জাতীয় নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে আফগান পরিস্থিতি নিয়ে একটি মাত্র ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন। রিপাবলিকান হাউসের সদস্য মাইকেল ম্যাককেল বলেছেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাইডেনের হাতে কিন্তু দাগ গেলে গেল। রক্তের দাগ। প্রেসিডেন্টের নিরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকার সংবাদমাধ্যমও। তালিবান সরকার দ্রুত আফগানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে। সেটা বাইডেন প্রশাসন ভাবতে পারেনি। আমেরিকা সহ প্রায় ৬৫ টি দেশ তালিবান নেতৃত্বদের কাছে আবেদন করেছে যেসব বিদেশিরা যাতে আফগানে নিরাপদ অবস্থায় থাকে। বেজিংয়ের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে, শান্তি ও অহিংসার মধ্যে আফগানিস্তান তালিবান থাকবে

ভারতকে চাপে রাখতে ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছুক পাকিস্তান

ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী পাকিস্তান। শুরু হয়ে গিয়েছিল ইরান পাকিস্তান সংঘাত। এর ফলে উভয় দেশের বেশ কয়েকজন সাধারণ নাগরিক হতাহত হয় কোনও পক্ষের লাভ হয়নি। ভারত এদিকে বলতে শুরু করে দিয়েছিলল যে ইরান পাকিস্তান আক্রমণ করেছে সেখানে জইশ জঙ্গিরা শিবির করে রয়েছে। পাকিস্তান যে জহিগ রাষ্ট্র তা হাতে নাতে প্রমানিত। সেই প্রমাণকে লোপাট করতে এখন মরিয়া হয়ে ইরানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার বলতে শুরু করে দিয়েছে ইরানকে দিয়ে পাকিস্তান আক্রমণ করা ছক তৈরি করেছিল ভারত। সেটা পাকিস্তান সরকার বুঝতে পেরেছে। সেই কারণে পাকিস্তান এখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইরানের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। এদিকে ভারত থেকে বেশ কয়কেজন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে ভারতের নৌ সেনা কর্তদের কাতারে ফাঁসিতেঝুলিয়ে দেওয়ার ছক কষেছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। তবে এর পিছনে পাকিস্তান সরকারের মদত ছিল কিনা তা বুঝতে পারা যায়নি। পাকিস্তান সরকার এবং পাকস্তান গুপ্তচর সংস্থা একই পথ ধরে চলে না। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা পাক সেনাদের দ্বারা পারিচালিত। সেই কারণে পাকিস্তান সরকার সেখানকার সেনাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তান ইরান সংঘর্ষ হলে ভারতের লাভ বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করে পাকিস্তান প্রশাসকেরা। পাক বিদেশ মন্ত্রী জলিল আব্বাস জিলানি গতকালই ইরানের বিদেশ মন্ত্রী হোসেন আমির আবদোল্লাহিয়ঁার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। তার পরই পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন যে বিশ্বাস এবং সহযোগিতার ওপরে ভিত্তি করে ইরান পাকিস্তান সম্পর্ক এটুট রাখবে। তুরস্কের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী। তিনি সেখান বলেছেন যে পাকিস্তানের যুদ্ধ করার ইচ্ছা একেবারে নেই। এদিকে ভারত পাক ইরান সংঘর্ষের ওপরে কড়া নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাবতের একজন নাগরিক বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে এতকাল ধরে ভারতের ওপরে বারবার পাক আক্রমণের কথা বলা হয়ে আসছে। ভারত নাকি ইচ্ছাকৃত পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করছে। কিন্তু এবারে প্রমানিত হয়ে গেল যে ইরান পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির নষ্ট করতে বদ্ধ পরিকর। পাকিস্তানও এবারে স্বীকার করে নিয়েছে যে জঙ্গি শিবির ধ্বংস করতে তারাও ইচ্ছুক। এদিকে স্বাধীন বালুচিস্তান সংগঠন থেকে বলা হয়েছে যে বালুচকে নষ্ট করতে এটা পাকিস্তানের একটি চাল। বালুচ স্বাধীনতাকামী নাগরিকদের ওপরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে পাকস্তান। যদিও দক্ষিণ পশ্চিম বালুচিস্তান এখন উত্তেজনা পুর্ণ। ইরান এখন আকাশ পথ ধরে সামরিক মহড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। ইরানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে পারিস্তান বিমানগুলিকে। তার ফলে ইরানের আকাশ পথ ব্যবহার করতে পারছে না পাকিস্তান। ইরান নিজেদের নিরাপত্তাকে বজায় রাখতে পাকস্তান সীমানা আক্রমণ করতে বাধ্য হয়েছিল এই বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে ইরানের প্রশাসন। পাকিস্তানের দক্ষিণ পশিচম সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করে বালুচিস্তানে জঙ্গি শিবির তৈরি করা হয়েছে। সেখানকার জঙ্গিরা ইরানের সীমান্ত পার হয়ে গেরিলা আকরমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই হামলার জবাব দিতে ইরান পাকিস্তান আক্রমণ করেছে বলে ইরান থেকে বলা হয়েছে। এদিকে স্বাধীন বালুচ সংগঠন থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তান এই আক্রমণ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। তারা চাইছে বালুচকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হল বালুচকে একেবারে শেষ করে দেওয়া হবে। এর পিছনে পাকস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই জড়িত। তারা এখন ভারতকে জব্দ করত সব সয়ে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত যাতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে দেখভাল না করতে পারে তার জন্য ছক কষে বালুচ আক্রমণ করেছে বিদেশি রাষ্ট্র দিয়ে। এদিকে চিন আগ্রহ প্রকাশ করেছে দুই দেশের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে। চিন বলেছে তারা মধ্যস্থতা করতে রাজি। পাকিস্তান দাবি করেছিল যে ইরানর হামলায় যে কয়েকজনের প্রাণ গিয়েছিল তার মধ্যে দুটি শিশুও রয়েছে। আবার ইরান থেকে দাবি করা হয়েছে যে পাকস্তানি হামলায় 'মার্গ বার সর্মাচার'-এ নয় জনের প্রাণ হারিয়েছে। দুই দেশ দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে কারোর সার্বভৌমত্বকে অধিকার করতে নয়, নিজেদের নিরাপত্তা দেখভাল করতেই এই ধরনের হামলা করা হয়েছে। ইরানের হামলায় পাকিস্তানের দশ জনের প্রাণ গিয়েছে বলে জানত পারা গিয়েছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তান কোনও কথা বলেনি। আমেরিকা প্রথম থেকে ইরানের হামলার সমালোচনা করে আসছিল। তবে পাকিস্তানের হামলার পিছনে কোনও কৌশল রয়েছে কিনা তা অবশ্য জানতে পারা যায়নি। সাংবাদিক মহল এ ব্যাপারে আমেরিকার ওপরে চাপ দিলেও কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে নারাজ। এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানে হামলার পিছনে আমেরিকার কলকাঠি থাকতে পাবে।

একক শক্তি নিয়ে এবারে লোকসভায় তৃণমূল লড়বে

একক নির্বাচনী লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার ইচ্ছা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু সমঝোতা হল না। তৃণমূল কংগ্রেস দুটি আসন কংগ্রেসকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস আরও বেশি চাওয়ার দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস এখন ৪২টি আসনে প্রার্থী দেবে। কংগ্রেসকে দুটির বেশি আসন ছেড়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ইণ্ডিয়া জোটে থাকলে তারা রাজ্যে যে একক শক্তি নিয়ে লড়াই করবে সেটা পরিস্কার করে দিলেন নেত্রী। এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে জোট ইণ্ডিয়ার আর কোনও জোট নেই। সব জোট ঘোট পাকিয়ে গিয়েছে। দেনদারি জোট ইণ্ডিয়া বলা যেতে পারে। বিজেপি দল এটাই চাইছিল। বিজেপি দলের নেতারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছিল সব চোরগুলি এক স্থানে জড়ো হয়েছে সারা ভারত জুড়ে চুরি করবে বলে। যে দলের সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করে তাদের হাতে গোটা ভারতটা গেলে কী অবস্থা হবে তা কল্পনা করা যায় না। বিদায় হয়েছে বাঁচা গেছে। কংগ্রেস কমনওয়েলথ থেকে কোটি কোটি টাকা চুরি করেছিল। তার ফলে দিল্লিতে কমনওয়েল গেমস বনধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। সেই সব দুর্নীতি নিয়ে এখন বিজেপি সরকার তদন্ত কমিটি তৈরি করেনি। এই নিয়ে তদন্ত করতে শুরু করলে রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মুর্শিদাবাদের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন নেত্রী। সেখান অধীর চৌধুরী ছাড়া আর কারোর জন্যপ্রিয়তা নেই বলে জানতে পারা গিয়েছে। কংগ্রেস দলের কোনও রাজনৈতিক প্রভাব সেই জেলায় নেই। সেই কারণে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন সমঝোতা হওয়ার আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস দলকে দুটি আসন দেওয়া হবে। মালদা এবং বহরমপুর। কিন্তু কংগ্রেস ১২টি আসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে। বিধানসভায় কংগ্রেস একটি আসনে জিততে পারেনি। লোকসভার নির্বচন কংগ্রেসের দাবি একেবারে অযৌক্তিক। তৃণমূল কংগ্রেস এবারের একক শক্তি নিযে লড়াই করবে। বহরমপুর ছাড়া মুর্শিদাবাদে আরও তিনটি আসন রয়েছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রসের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মালদাতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করবে। দুয়ারে সরকারের মতো তৃণমূল ংকগ্রেসের নিজস্ব শিবির তৈর হবে। দেখত হবে সবাই যেন সরকারি সুবিধা লাভ করতে পারে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত বক্সি ভোট পর্যন্ত জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করবেন। পশ্চিমবঙ্গে এবারে তৃণূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে মা হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তিনি ধ্যান। তিনি ধারনা। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখেন মা । তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী।

স্মরণীয় কথা ঃ বিবেকানন্দ ও টাটা

১৮৯৩ সাল। একটি জাহাজে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং জামশেদজি টাটা। জাহাজটি ইয়োকোহামা থেকে ভ্যানঙ্কুভার অভিমুখে যাত্রা করত শুরু করে দিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ চলেছেন শিকাগোতে বক্তৃতা দিতে। আর জামশেদজি টাটা চলেছেন মার্কিন মুলুকে শিল্প গড়তে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে জামশেদজির ভাব ক্রমশ গভীর হতে শুরু

করে। স্বামীজি এক সময়ে জামশেদজিকে বলেন ভারতে শিল্প গড়ে তুলতে। স্বদেশে শিল্প গড়তে পারলে দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করা সম্ভব। ১৮৯৩ সালে স্বামীজি শিকাগো জয় করলেন। ১৮৯৮ সালে ২৩ নভেম্বর জামশেদজি টাটা একটি চিঠি লিখে বলেছিলেন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। ১৯০২ সালে স্বামীজি এবং ১৯০৪ সালে জামশেদজি মারা যান। ১৯০৭ সালে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম গড়ে তোলে জামশেদপুর টাটা স্টিল ফ্যাক্টরি। তার ফলে ভারত ইস্পাত শিল্পে বিশ্ব সেরা স্থানে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছিল।

চিঠিপত্র ঃ মালালা এবং আফগানিস্তান

নোবেল পুরস্কার জয়ী মালালা ইউসুফজাই বলেছেন, তালিবান যেভাবে আফগানিস্তানকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে এসেছে, তা দেখে আমি রীতিমতো স্তব্ধ। দেশের মহিলা, সংখ্যালঘু ও মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলা মানুষজনের জন্য চিন্তা হচ্ছে। বিশ্বের ছোট-বড় দেশগুলির কাছে আমার আবেদন, যত দ্রুত সম্ভব আফগানিস্তানে তালিরান সরকার নারী স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিক। 'কাইট রানার' উপন্যাসের লেখক খালেদ হোসেনি টুইট করে লিখেছেন, চল্লিশ বছর পরে আফগান মেয়েদের পর্দার আড়ালে ঘরের কোনে লুকিয়ে পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। আফগানিস্তানের জন্য প্রার্থনা করুন। লেখক খালেদের এক বোন এখনও কাবুলে রয়েছেন। তাঁর দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছে। ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর যাজক রেভারেন্ট ডি এইচ প্লেগ তাঁর স্মৃতি কথা লিখেছিলেন, 'হঠকারিতার বশে, দুর্বলতা নিয়ে যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল, শেষ হল যন্ত্রণা আর ধ্বংসের আর্তিতে।' ব্রিটেনের কোনও উপকারে এল না এই যুদ্ধটা। উল্টে এমনভাবে ফিরে আসা হল তাকে বলা যেতে পারে পরাজিতের পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই বলা সম্ভব নয়। আফগানিস্তানে ইংরেজ বাহিনী বিনা রক্তপাতে জিতেছিল। সেখানে ব্রিটিশ শাসকেরা একটি পুতুল শাসককে বসিয়ে সিমলার বদলে কাবুলকে ভারতের সামার কাপিট্যাল করা যায় কিনা ভেবেছিল। **ইতি রামশরণ শাস্ত্রী, কলকাতা।**

শিলিগুড়ি পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব ''গীত অঞ্জলী'' শুরু হলো শনিবার। উৎসবের শুভ সূচনা করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঞ্জুশ্রী পাল, নান্টু পাল সহ অন্যান্যরা। উৎসব চলবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

মালদা টাউন - এস এম ভি টি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি ঃ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল মালদা টাউন - এস এম ভি টি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন, যেটি বাস্তবায়িত হয়েছে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩। এই ট্রেনটি মূলতঃ জেনারেল কোচ এবং স্লিপার কোচ এর সমন্বয়ে তৈরি। ট্রেনটির সামনের এবং পিছনের অংশে দুটি WAP ৫ ইঞ্জিন সংযুক্ত করা আছে। ফলত এই ট্রেনটিকে পুশ - পুল প্রযুক্তির মাধ্যমে চালনা করা সম্ভব হয়। কলকাতা থেকে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা সহ অন্যান্য প্রয়োজনে বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য এই ট্রেনের ওপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল। লক্ষণীয় যে, ডানকুনি থেকে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত এই ট্রেনের ২১ জানুয়ারি থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যেকটি রবিবার দুই ধরনের বার্থের জন্যেই প্রচুর ওয়েটিং লিষ্ট। এর থেকে প্রমাণিত, প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন ছিল সেটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছে। তাই উত্তরোত্তর এই ট্রেনটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। যাত্রীদের কাছ থেকে এমন অভাবনীয় সাড়া পেয়ে পূর্ব রেল অভিভূত।

অতি সম্প্রতি বাংলায় ঢুকবে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ অতি সম্প্রতি বাংলায় ঢুকবে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে চলা এই ন্যায় যাত্রায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। তাদের কথায়, যে কেউ

এই ন্যায় যাত্রায় যোগ দিতে পারেন শুধু মিসডকল দিয়েই। সেক্ষেত্রে বিশেষ একটি নম্বরও প্রকাশ্যে এনেছে কংগ্রেস। শুক্রবার শিলিগুড়িতে মহিলা নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক সারেন জাতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি অলকা লাম্বা। মূলতঃ ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে সামনে রেখেই চলে বৈঠক। পরবর্তীতে শনিবার কিষানগঞ্জ যাবার আগে শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। তার কথায়, ন্যায়ের জন্য এই যাত্রা। অন্যদিকে জোট প্রসঙ্গে তার মন্তব্য, এখনও আলোচনা চলছে এই রাজ্যে। শুধু এই রাজ্য না, আরও একাধিক রাজ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এমনকি ইন্ডিয়া জোট সফলতাও পাবে ২৪-র নির্বাচনে। ২৪-র নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইন্ডিয়া জোট যখন আখের গোছাচ্ছে তখন রাম মন্দিরকে সামনে রেখে বিজেপি রাজনীতি করছে। এমনই অভিযোগ তোলেন অলকা লাম্বা। তার কথায়, রাম মন্দির নির্মাণ এখনও অসম্পূর্ণ। তার আগেই রাজনৈতিক স্বার্থে মন্দিরের উদ্বোধন করা হচ্ছে।

'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে ঝাড়গ্রামের ৩০০ বছরের রামমন্দিরও

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২০ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যার রামভূমি থেকে আসা লক্ষ্ণণদাস বাবাজি মহারাজের তৈরি প্রায় ৩০০ বছর আগের রামমন্দির ঘিরে সাজ সাজ রব ঝাড়গ্রাম জেলার রাধানগরে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। গোটা দেশের মানুষের নজর অযোধ্যার দিকে। তবে তার আগেই সাজো সাজো রব গোটা দেশ জুড়ে। সাজো সাজো ঝাড়গ্রামের রাধানগরেও। ঝাড়গ্রামের রাধানগর রামমন্দির কমিটিও ২২ জানুয়ারি দিনটিকে উদ্‌যাপন করতে চাইছে। এই উপলক্ষ্যে তারা ওইদিন একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারই অনুষঙ্গে সেজে উঠছে ঝাড়গ্রামের রাধানগর রামমন্দিরও। ঝাড়গ্রাম জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও বিশিষ্ট রাধানগরের এই রামমন্দির। আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অযোধ্যার রামভূমি থেকে আসা লক্ষ্ণণদাস বাবাজি মহারাজ। তিনিই প্রথম পুজোপাঠ শুরু করেছিলেন এখানে। তার পর থেকে এখনও আগের মতোই পুজোপাঠ হয়ে আসছে। প্রতিদিন এ মন্দিরে পুজো হয়, সন্ধ্যেবেলায় হয় কীর্তন। জন্মাষ্টমী ও রামনবমী পালিত হয় খুবই ধুমধাম করে। তখন শুধু ঝাড়গ্রাম নয়, ভিন জেলা ও ভিন রাজ্য থেকেও মানুষ এসে অংশগ্রহণ করেন মন্দিরের সেই সব অনুষ্ঠানে। তবে ২২ জানুয়ারির জন্য এবার উদ্যোক্তারা নতুন করে মন্দিরটিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি থাকছে হাজার- হাজার মানুষকে প্রসাদ বিতরণের মতো কর্মসূচিও। ২২ জানুয়ারি মন্দিরে হনুমান চালিশা ও রামগান কীর্তন-সহ থাকছে নানা কর্মসূচি। প্রসঙ্গত, আগামী সোমবার, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে। ১৬ জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে রামমন্দিরের আচার-অনুষ্ঠান। সেদিন হয়েছে দশবিধ স্নান, বিষ্ণুপূজা, সরযূতীরে গোদান। ১৭ জানুয়ারি রামলালার মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা অযোধ্যায় পৌঁছেছে। তাঁদের সঙ্গে ছিল সরযূর জলপূর্ণ কলস। ১৮ জানুয়ারি গণেশ পুজো দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল অংশের আচার হয়েছে। ছিল ব্রাহ্মণবরণ বা বাস্তুপূজার মতো অনুষ্ঠানও। ১৯ জানুয়ারি নবগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, হয়েছে বিশেষ হোম। আজ, ২০ জানুয়ারি সরযূর জলে মন্দির ধোয়া হবে, পরে হবে অন্নাধিবাস। আগামীকাল, ২১ জানুয়ারি রামলালাকে ১২৫ কলসজলে স্নান করানো হবে। ২২ জানুয়ারি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ১টা-র মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার মূল অনুষ্ঠান শুরু।

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হলো সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহিলাদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে মূলত আজকের এই সঙ্ঘবদ্ধ শপথ অনুষ্ঠান কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের।

নবদ্বীপে দু'দিনের অকাল বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে শাখ আলু চাষি

দেবাশীষ কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২০ জানুয়ারি ঃ দু'দিনের অকাল বৃষ্টিপাতে বাহিরচড়া ও মহিশুরায় বিঘের পর বিঘে জমিতে নষ্টের মুখে শাখ আলু। ফলে চরম ক্ষতির মুখে অসংখ্য কৃষক। উল্লেখ থাকে, নিম্নচাপের জেরে গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে বৃহস্পতিবার দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টির ফলে রাজ্যজুড়ে শাখ আলু সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির সম্মুখীন অসংখ্য কৃষক। ব্যতিক্রম নয় নদীয়ার চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ব্লকের মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এবং ফকিরডাঙ্গা-ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরচড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। এই দুটি গ্রামে প্রতি বছর শতাধিক কৃষক বিঘের পর বিঘে জমিতে চাষ করেন অসংখ্য শাখ আলু। প্রতিবছর চড়া সুদে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পটল সহ শাখ আলু চাষ করেন অসংখ্য কৃষক। বিঘে প্রতি শাখ আলু চাষ করে কৃষকরা পান ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা। এবছর অকাল বৃষ্টিতে প্রচুর

পরিমানে পটল ও শাখ আলু নষ্ট হওয়ায় বিঘে প্রতি দশ হাজার টাকার বেশি দাম পাচ্ছেন না কৃষকেরা। এমনই জানালেন, ফকিরডাঙ্গা- ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরচড়া গ্রামের এক কৃষক আলাউদ্দিন শেখ। তিনি জানান এবছর পাঁচ বিঘে জমিতে শাখ আলু করেছিলেন। অকাল বৃষ্টিপাতের ফলে জমিতেই সমস্ত শাখ আলু ফেটে গেছে। ফলে তিনি ছাড়াও একাধিক কৃষক ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়লেন। আলাউদ্দিন শেখের আবেদন সরকার আমাদের পাশে দাঁড়াক। কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুক। না হলে আমরা মাঠেই মারা যাবো। বাহিরচড়া গ্রামের মতো একই অবস্থা মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকার অসংখ্য শাখ আলু চাষি। লাগাতর দুদিনের বৃষ্টিপাতে তাদেরও মাথায় হাত। একাধিক কৃষক অনেক আশা নিয়ে বিঘের পর বিঘে জমিতে শাখ আলু চাষ করেছিলেন। সামান্য লাভের আশায়। কিন্তু বিধি বাম। বুধ ও বৃহস্পতিবার, দুদিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে তাদের চাষ করা কুইন্টালে কুইন্টালে শাখ আলু আজ জমিতেই পচনের দিকে। মাঝেচড়ার বাসিন্দা শাখ আলু চাষি সারাফত শেখ বলেন, অনেক আশা নিয়ে এবারও প্রায় তিন বিঘে জমিতে চাষ করেছিলাম পটল সহ শাখ আলু। গত দুদিনের বৃষ্টিপাতের জেরে ফসল জমিতেই পচনের দিকে। আগামী দিনে সংসার কিভাবে চালাবো ভেবে পাচ্ছি না। মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্য মহসিন মন্ডল বলেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকার শতাধিক কৃষক অনেক আশা নিয়ে চাষ করেছিলেন পটল সহ শাখ আলু। দুদিনের অকাল বৃষ্টিতেই সব শেষ করে দিল। তার আবেদন এইসব অসহায় কৃষকদের জন্য কিছু ভাবুক প্রশাসন।

হোটেলের বিলের টাকা দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার কেরলের ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি ঃ হোটেলের বিল ৮৫ হাজার টাকা। চারদিনের বিলের টাকা দিতে না পারায় কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে কেরলের এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন একটি বিলাসবহুল হোটেল থেকেই ওই পর্যটককেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও ধৃত কেরলের ওই ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তিনি কলকাতার ব্যবসায়ীর সঙ্গে মালদা এসেছিলেন। কিন্তু হোটেলে থাকার সুবাদে ওই ব্যবসায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে গা ঢাকা দেয়। তার কাছে টাকা না থাকার কারণেই পাহাড়প্রমাণ এই বিল শোধ করতে পারেন নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ জানুয়ারি কেরলের বাসিন্দা কে.ইউ. সুরেনদানি এবং কলকাতার এক ব্যবসায়ী পুরাতন মালদার ওই বিলাসবহুল হোটেলে উঠেছিলেন। এরই মধ্যে শুক্রবার কলকাতার ওই ব্যক্তি হোটেল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর থেকে হোটেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হতে শুরু করে। বিলের টাকা চাইলে সেই টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে কেরলের ওই বাসিন্দা। অবশেষে শনিবার পুরো বিষয়টি নিয়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই হোটেলের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, চারদিন ধরে সুইট রুমে ছিল ওই দুই ব্যক্তি। যার মধ্যে শুক্রবার একজন হোটেল থেকে চলে যায়। তখনই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয়। চার দিনের বিল গিয়ে দাঁড়ায় ৮৫ হাজার টাকা। সেই বিল দিতে অস্বীকার করে কেরলের ওই বাসিন্দা। এরপরই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে ধৃত ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন, তিনি পেশায় ব্যবসায়ী। কলকাতায় কর্মসূত্রে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একটি কাজের জন্য মালদায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতার ব্যবসায়ী। তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা ছিল। যে টাকাটি নিয়ে পালিয়েছে অপরজন। নিজের কাছে টাকা না থাকায় হোটেল বিল তিনি শোধ করতে পারেন নি। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, কোন কাজের জন্য কেরলের ওই বাসিন্দা মালদা এসেছিল। তার সঙ্গে আরেকজন যে ছিল তারও খোঁজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ ডিউটি সেরে ফেরার পথে বালি বোঝাই ডাম্পারের সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্দেরহাট এলাকায়। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জয়নাল হক (৩২)। বাড়ি চোপড়ার অম্বিকানগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ার চোপড়ার দাসপাড়া ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। রাতে চোপড়ার দাসপাড়া এলাকায় নাইট ডিউটির কাজ সেরে শনিবার সকালে বাড়ি ফেরার পথে বালি বোঝাই ডাম্পারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে গুরুতর ভাবে জখম হয় জয়নাল হক নামে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় প্রথমে চোপড়ার দোলুয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়ির মেডিক্যালে রেফার করে কর্তব্যরত চিকিৎসক। শিলিগুড়ি মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় মৃত্যু হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের। এই ঘটনায় শোকের ছায়া আছরে পরে এলাকায়। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে চোপড়া দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

ভোট আসে-যায়, বেহাল রাস্তা বেহাল-ই থাকে! ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি ঃ ভোট আসে, ভোট যায়। রাস্তার হাল ফেরে না। বিরক্ত মানুষজন তাই এবার ভোট না দেওয়ার কথা-ই ভাবছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের উদয়পল্লী থেকে বেলকাশ পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। এই রাস্তা বর্ধমান শহরের সাথে সংযোগ ঘটাচ্ছে দশ-বারোটি গ্রামের। মিলিকপাড়া, বহরপুর, কুমারপুর, রঘুনাথপুর, বেলকাশ সহ দশ-বারোটি গ্রামের মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এই রাস্তায় পাশেই রয়েছে বেলকাশ পঞ্চানন পাবলিক ইনসটিটিশন নামে একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল। অথচ স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে গ্রামের মানুষজনকে যাতায়াত করতে হচ্ছে এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই। গ্রামের কেউ অসুস্থ হলে খারাপ রাস্তার কারণে অ্যাম্বুলেন্স আসতে চায় না বলেও অভিযোগ গ্রামবাসীদের। যাতায়াতের জন্য হাতেগোনা কয়েকটি টোটো এলেও তার জন্য বেশি ভাড়া দিতে হয় বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। তাদের দাবি, বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। রাস্তার হাল ফেরাতে পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। সমস্ত স্তরেই আশ্বাস মিলেছে রাস্তা হওয়ার, কিন্তু আশ্বাস বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি। ভাঙা রাস্তায় পিচ পড়েনি। তাই বাধ্য হয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষদের। তার উপর একপশলা বৃষ্টিতেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় এক হাঁটু করে জল দাঁড়িয়ে যায়। এতে যাতায়াত করা আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। রাস্তা দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এলাকার মানুষজনের অভিযোগ, ভোট এলেই নেতাদের দেখা মেলে। রাস্তা তৈরির আশ্বাসও মেলে। কিন্তু ভোট মিটে যেতেই আর দেখা মেলে না নেতাদের। ভাঙা রাস্তা আরও ভাঙে, কিন্তু মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেন না কেউই। স্থানীয় টোটোচালক উদয় ব্যানার্জি জানান, এই রাস্তায় মানুষ নিয়ে চলাই মুশকিল। তার উপর অসুস্থ বা প্রসূতি নিয়ে যেতে গেলে সমস্যা আরও বাড়ে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, ভোট এলেই প্রতিশ্রুতি মেলে। দুই বিধায়কের কাছেও দরবার করা হয়েছে। নাম কা ওয়াস্তে শিলান্যাসও হয়েছিল। ক্ষোভে সাধারণ মানুষ সেই বোর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এবারের ভোটে ভোট দেব না বলে ভাবছি আমরা। আরেক বাসিন্দা বলেন, পাঁচ বছর ধরে এই বেহাল অবস্থা। তিন কিলোমিটার রাস্তা চলার অযোগ্য। কারও হুঁশ নেই। যদিও উদয়পল্লী বেলকাশের রাস্তা নিয়ে বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান কাকলি তা জানিয়েছেন, রাস্তা অনুমোদন হয়ে রয়েছে। কিন্তু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। তিনি আরও জানান, রাস্তা করেও টেকানো যায়নি। কারণ এই রাস্তার উপর দিয়ে বালির গাড়ির লোডের জন্য। তাই গার্ডওয়াল এবং ড্রেন না করে এই রাস্তা রক্ষা করা যাবে না।

বাইক র‍্যালি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি করা হলো ময়নাগুড়িতে। শনিবার ময়নাগুড়ি থানা, ট্রাফিক গার্ড, হাইওয়ে ট্রাফিক দুই এবং এল এন্ড টি এর যৌথ উদ্যোগে একটি বাইক র‍্যালি করা হলো। এদিন ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় থেকে এই বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়। বিডিও অফিস মোড় হয়ে ময়নাগুড়ি থানায় শেষ হয় বাইক র‍্যালি। এরপর থানা থেকে পদযাত্রা শুরু করা হয়। পদযাত্রায় হাজির ছিলেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস, ট্রাফিক গার্ডের ওসি ভয়েস সুব্বা, হাইওয়ে ট্রাফিক দুই এর ওসি হোমেশ্বর পাল, এল এন্ড টি এর আধিকারিক সহ পথবন্ধু কর্মীরা। জানা যায়, সাধারণ মানুষকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ নিয়ে সচেতন করতেই এই উদ্যোগ।

দুর্গাপুর কল্পতরু মেলা শেষ হলেও হতশ্রী চেহারা গোটা মাঠের, প্রশ্ন নজরদারিতে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২০ জানুয়ারি ঃ দশদিন আগে শেষ হয়েছে মেলা। তবুও ফেরেনি খেলার মাঠের পূর্বের অবস্থা। প্লাস্টিকের আবর্জনায় মুখ ঢেকেছে গোটা মাঠ। রয়ে গেছে বেশ কিছু তাবু। তার মধ্যেই যেন সংসার পেতে বসেছে মেলার দোকানদাররা। গর্তে ভর্তি মাঠ। এমনই হতশ্রী দশায় দুর্গাপুরের কল্পতরু মাঠ। বিষন্ন ক্রীড়াপ্রেমীরা। প্রসঙ্গত, ১ জানুয়ারি থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত চলে দুর্গাপুরের কল্পতরু মেলা। দুর্গাপুর প্রজেক্টের (ডিপিএলের) খেলার মাঠে চলে ওই মেলা। সম্প্রতি মেলার মাঠের চারপাশে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মেলার মাঠটি বাউন্ডারি দেয় দুর্গাপুর নগর নিগম। ষ্টেশনের কাছাকাছি হওয়ায় প্রতিবছর ওই মাঠে মহকুমার ফুটবল, ক্রিকেট লিগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও নানান ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। গত ১০ জানুয়ারি মেলা শেষ হয়ে গেলেও আজও মাঠ ফাঁকা হয়নি। প্লাস্টিক সহ আবর্জনার স্তুপে মুখ ঢেকেছে গোটা খেলার মাঠ। রীতিমতো সংসার পেতে বসে রয়েছে মেলায় আসা ব্যবসায়ীরা। রয়েছে বাঁশের কাঠামো। গর্তে ভর্তি। পড়ে রয়েছে অজস্র পেরেক। এমনই হতশ্রী চেহারায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়াপ্রেমীরা। অভিযোগ, অপরিস্কারের জন্য খেলার মাঠে আর খেলাধুলা করা সমস্যা হবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে মেলা শেষ হয়ে গেলেও কেন ফাঁকা করা গেল না? এক ক্রীড়াপ্রেমী বলেন, ম্যাগনেট দিয়ে পেরেক পরিস্কার করে দেয়। আশা রাখছি, এবারও করে দেবে। দুর্গাপুর মহকুমা ক্রীড়াসংস্থার সাধারণ সম্পাদক তাপস সরকার বলেন, স্টেশনের কাছে হওয়ায় খেলোয়াড়দের যাতায়াতের সুবিধা হয়। তাই অনেকের পছন্দের মাঠ। মেলা শেষ হওয়ার দিন দশেকের মধ্যেই পরিস্কার করে দেয়। আমরা নগরনিগমকে বলেছি। নগর নিগম বলছেন শীঘ্রই পরিস্কার করবে। সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, সেখানে রাজ্যের শাসকদল দুটো সিস্টেমে চলছে। মেলা চলাকালীন একটা তোলাবাজির সিস্টেম। ভাঙা মেলার আর একটা। ভাঙা মেলায় যে সব দোকানদাররা থাকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে একটা তোলা পায় তৃণমূল। সেই তোলা আদায় না হওয়ায় এখনও মাঠ পরিস্কার হয় নি। কংগ্রেস নেতা দেবেশ চক্রবর্তী বলেন, সরকারিভাবে মেলা শেষ। এখন ভাঙা মেলা চলছে তৃণমূলের তোলা আদায়ের জন্য। মেলার মাঠ পরিস্কার না হওয়ায় অনুর্ধ ১৭ লিগের টুর্নামেন্ট শুরু করা যায়নি। আমাদের দাবি, খেলার মাঠে খেলা করুক। মেলা যেন না হয়। খেলার মাঠে মেলা করে তোলাবাজির রাজনীতি বন্ধ হোক। তৃণমূলের এই তোলাবাজির রাজনীতি ধিক্কার জানাই। দুর্গাপুর সাংস্কৃতিক মেলা কমিটির সদস্য কল্লোল ব্যানার্জীর দাবি, মেলার অর্জিত আয় দিয়ে উন্নয়নমূলক অনেক কাজ হয়। কল্পতরু মেলার পরই মকর সংক্রান্তি গেছে। কিছু দোকানদার ব্যাবসার জন্য থেকে গেছে। খুব শীঘ্রই তারা উঠে যাবে। মেলার মাঠ পরিস্কার করা হবে। দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসক মন্ডলির সদস্য রাখি তেওয়ারী বলেন, মেলা শেষের পরই মকর সংক্রান্তি গেছে। কিছু দোকানদার থাকায়, সাফাই হয়নি। তবে দু-একদিনের মধ্যে গোটা মাঠ পরিস্কার করে আগের অবস্থায় ফেরানো হবে।

আলিপুরদুয়ারে হাতির তান্ডবে তছনছ জমির আলু, মাথায় হাত চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারে হাতির তাণ্ডবে তছনছ অন্তত ৮ বিঘা জমির আলু। এর মধ্যে প্রায় ৩ বিঘা জমির আলু সম্পূর্ণভাবে সাবাড় করেছে হাতির দল। শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েতপুরে। আর করেকদিন পরেই আলু তোলার আগেই এই ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। তবে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন দফতর। জানা গেছে, শনিবার ভোরে এই ঘটনা ঘটেছে জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের হেদায়েতপুরে, সেখানে হানা দেয় একপাল হাতি। গ্রামের গা ঘেঁষে রয়েছে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট। সেখান থেকেই হাতির পালটি বেরিয়ে গ্রামে হানা দেয়। হাতির তাণ্ডবে তছনছ অন্তত ৮ বিঘা জমির আলু। এর মধ্যে প্রায় ৩ বিঘা জমির আলু সম্পূর্ণভাবে সাবাড় করেছে হাতির দল। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, ইতিমধ্যেই একেক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে কমবেশি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন তাঁরা। ২০-২৫ দিন পরই আলু তোলা হত। এদিন সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন মাদারিহাট বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য রশিদুল আলম, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাজু হোসেন ও বনকর্মীরা। লাগাতার হাতির হানায় কৃষকদের রুজির সংস্থান করা মুশকিল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেন জনপ্রতিনিধিরা। এদিকে, বন দফতরের খয়েরবাড়ি বিটে স্থায়ী বনকর্মী রয়েছেন মাত্র দু'জন এবং অস্থায়ী চারজন। বনকর্মীরা জানান, শুক্রবার রাতে এলাকায় টহল দিতে গেলেও ঘন কুয়াশার জেরে কিছুই দেখতে পাননি তাঁরা। তবে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন দফতর।

শুরু হলো ১৯ নম্বর ওর্য়াড উৎসব উর্ষসী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি ঃ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও ওর্য়াডের প্রবীণ নাগরিকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হলো ১৯ নম্বর ওর্য়াড উৎসব উর্ষসী। শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহযোগিতায় ও ১৯ নম্বর ওর্য়াড উৎসব কমিটির উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত নানান ক্রীড়ামূলক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি মহিলাদের রান্না প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবটাই রয়েছে এই ওর্য়াড উৎসবে। সংঘশ্রী ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরিয়ে ওর্য়াডের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে উৎসবের সূচনা হয়। ওর্য়াডের পুরমাতা মৌসুমী হাজরা জানান ওর্য়াডের সকলের জন্য এই উৎসব। প্রবীণ সহ ওর্য়াডের মহিলারা যথাযথ ভাবে এই উৎসবে ভাগ নিয়েছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ও-এসি-টি-১৬৯ থেকে ১৭০-২৩-২৪ (ওপেন), তারিখ ১৬.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসান-সোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৬৯-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৪/আসানসোলের অধিক্ষেত্রে এইএন/২/অন্ডালের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সহ অন্ডাল—ভীমগাড়াতে ব্রিজ নং ১০ ও ৪১, আইকেআর—জামুরিয়া—বরাবনি—চিঞ্চুরিয়া—সীতারামপুরে ব্রিজ নং ৫২ এবং ভীমগাড়া—সাঁইথিয়াতে ব্রিজ নং ৪৯আপ-এর আরসিসি জ্যাকেটিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,১৫,৫২,৬১৬.৬৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৫৭,৮০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **ক্রঃ নং ২। কেস নং ঃ** ও-এসি-টি-১৭০-২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** এইএন/বিআরএল/আসানসোলের অধিক্ষেত্রে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ সহ সীতারামপুরে নতুন চেম্বারের/অফিসের ব্যবস্থা সমেত খানা—আসান সোল মেন লাইন শাখায় ব্রিজ গার্ডার নং ৩৯২এ, ৪৫১এ, ৪৮৯সি, ৫০৯/আপ-২; ডিএমডি—কালিপাহাড়ি শাখায় ব্রিজ নং ২, ৫২০/বি; সীতারামপুর—ঝাঝা শাখায় ব্রিজ নং ৬০৩, ৬২৩, ৬৩৭, ৬৫৬আপ, ৬৬১, ৬৬৫ ও ৬৭৬; জসিডি—বৈদ্যনাথধাম শাখায় ব্রিজ নং ১০; মধুপুর—গিরিডি শাখায় ব্রিজ নং ১২, ১৭, ১৮; জিসি শাখায় ব্রিজ নং ৯এ, ১৮আপ; টিবি শাখায় ব্রিজ নং ৮; এএস কর্ড শাখায় ব্রিজ নং ৫, ৬, ৩৬, ৪২, ৪৯আপ, ৫৭ (আপ ও ডাউন), ৬৬, ৭৫ডাউন, ৯৪ডাউন ও ১১৪ (আপ ও ডাউন), জসিডি—দুমকা শাখায় ব্রিজ নং ১৫, ১৪, ২৩, ৩১, ৯৫, ১১৯, আরওবি/দুমকা ও ১২৪; চন্দন—বাঁকা শাখায় ব্রিজ নং ৫, ১৪, ২৭, ২৮-এর ব্রিজ গার্ডার পেইন্টিংয়ের জন্য ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৪,৮৬,০১১.৯০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৬৯,৭০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০২.২০২৪-এ বেলা ১২টা। রেল ওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ বিবরণ দেখা যাবে। (ASN-202/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No.- 41 of 23-24

Sealed Quotation are invited by the Assistant Engineer, P.W.Dte., Bardhaman Electrical Sub-Division, Kachari Road, Burdwan from bonafied licensed contractor having necessary credentials for doing similar nature of work in Govt. Organization. Short NIQ No. 41 of 23-24. District Level Administrative Review Meeting & Public Distribution Programme at Goda Balir Math, near Nabab Hat More Purba Bardhaman on dt. 24.01.2024-Security & Working Light for Civil Work. Due Date of Opening: 21.01.2024 at 4 PM.

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Sub-Division.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএএনডিটি/সিওএন/এইচডব্লুএইচ/টিএন/০১/২০২৪, তারিখ ১৮.০১.২০২৪। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলি-কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ সিগন্যাল ও টেলিকমিউ-নিকেশন কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা যাঁদের পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে, থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ এসএএনডিটি- কন-০১-আইএনএফ-২০২৪-এইচডব্লুএইচ। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের সীতা রামপুর—ঝাঝা শাখায় ক্যাপাসিটি অগমেন্টেশন সংক্রান্ত কাজে যে কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজকর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক সহায়ক কাজ এবং শঙ্করপুর ও মথুরাপুর স্টেশনে ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের কাজ। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য মান ঃ** ৬৯,৯৯,৯৭৬ টাকা। **বায়নামূল্য জমা ঃ** ১,৪০,০০০ টাকা, যা এফএ অ্যান্ড সিএও/কন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **অফারের বৈধতা এবং বায়নামূল্য** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিনের জন্য হতে হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' এবং 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর অনলাইনে বিড জমা করা যাবে। সর্বতো ভাবে পূরণ করা টেন্ডার এবং উপরিল্লিখিতমতো সকল নথিপত্র এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও মেটিরিয়াল অফার, যদি পাওয়া যায়, গ্রাহ্য না করে বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী(সমূহ) ও অন্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জি-নিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১ তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। (CON-95/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

নোটিশ

যে আমার মক্কেল সনৎ দে ছেলে স্বপন দে, বসবাসকারী ৬, বিজয়নগর, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭৪৩১৬৫। ২০১৩ সালের জন্য নং ৫০৩৮ মূল নিবন্ধিত দলিল হারিয়েছে এবং নৈহাটি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছে। ১৮-০১-২০২৪ G.D. এন্ট্রি নং ১০৩৯-এর মাধ্যমে। যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ, বিষয় বা কোনও আপত্তি যাহাই হোক না কেন সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এটি থেকে ৭ দিনের মধ্যে অবহিত করতে হবে। তারিখ যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ বলে বিবেচিত হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

গুয়াহাটিতে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার নং ঃ ইএল-জিএইচ-৯৩৪আর২ অফ ২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১১-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** গুয়াহাটিতে – "গুয়াহাটি পিটের ক্যাটওয়াকের মেরামতের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ (ধোলাই এবং পরীক্ষা)।" **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৮,৯১,৪০৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-20/2023-24 (Tender ID-2024_ZPHD_645636) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 4 no works. Last date of documents download & bid submission in 02 nd February 2024 at 6.30 p.m. for details please visit website: www.wbtenders.gov.in & 2) NIeT-21/2023-24 (Tender ID-2024_ZPHD_648058) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 5 no works. Last date of documents download & bid submission in 02 nd February 2024 at 6.30 p.m. for details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

Office of The
Dhanara Gram Panchayat
(Khatra Panchayat Samity)
Vill: Bena, PO: Chaka, Block & PS: Khatra, Dist: Bankura, Pin: 722140

NIT-2024_ZPHD_648385
2024_ZPHD_648491
2024_ZPHD_649419

Pradhan, Dhanara Gram Panchayat invites Tender for 3 nos e Tender. Details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and office notice board.

Sd/- Pradhan
Dhanara Gram Panchayat

২৫ জানুয়ারি বুলন্দশহরে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন যোগী

বুলন্দশহর, ২০ জানুয়ারিঃ আগামী ২৫ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর জেলায় সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেজন্য শনিবার সবরকমের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী শনিবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ জানুয়ারি বুলন্দশহরে প্রস্তাবিত সফরের প্রস্তুতির সমস্ত ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। এই সফরে প্রধানমন্ত্রী বুলন্দশহরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মিরাট বিভাগকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প উপহার দেবেন। এদিন বিমানে করে নওয়াদার শুটিং রেঞ্জে পৌঁছলে বিজেপি কর্মীরা যোগীকে জয় শ্রী রাম স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানান। এরপর মুখ্যমন্ত্রী যোগী ২৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থলে পৌঁছন। তারপর সেখানকার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী জনসভাস্থলের কাছে তৈরি পার্কিংস্থলও পরিদর্শন করেন এবং প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সাংবাদিকদের জানান, তিনি অযোধ্যায় রামলালার অভিষেক অনুষ্ঠান থেকে সময় বের করে এখানে আসেন।

ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত ১

গুমলা, ২০ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের গুমলা জেলায় শনিবার সকালে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। শনিবার প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই ব্যক্তি । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে গুমলা জেলার চৈনপুর ব্লক সদরের সাফি নদীর সেতুর কাছে এক ব্যক্তি প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন, আচমকাই একটি দ্রুতগামী গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। চৈনপুর পুলিশ খবর পেয়ে ব্যক্তিকে চৈনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ডিএন ঠাকুর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের নাম গোবিন্দ চৌধুরী (৩৫)। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি চৈনপুর ব্লক কলোনিতে আলটিমা কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকতেন।

আলটিমা কোম্পানির এক কর্মচারী জানান, গোবিন্দ চৌধুরী বিহারের নওয়াদা জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আলটিমা কোম্পানিতে জেসিবি অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গুমলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গাজায় প্রতি ঘণ্টায় দুজন মা প্রাণ হারাচ্ছেন

গাজা, ২০ জানুয়ারিঃ ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার তিন মাস পেরিয়েছে। হামলা-সংঘাতে প্রতিদিনই গাজায় প্রাণ যাচ্ছে বহু মানুষের। সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে নারী ও শিশুদের ওপর। জাতিসংঘের নারীবিষয়ক সংস্থা ইউএনওমেন জানিয়েছে, গাজায় প্রতি ঘণ্টায় দুজন মা প্রাণ হারাচ্ছেন। ইউএনওমেন শুক্রবার সতর্ক করে বলেছে, গাজায় এখন যা ঘটছে সেসবের ভয়াবহ মানসিক আঘাত (ট্রমা) ফিলিস্তিনিদের প্রজন্মান্তরে বইতে হবে। ইসরায়েলের হামলায় সেখানে প্রতি এক ঘণ্টায় দুজন মায়ের মৃত্যু হচ্ছে। ইউএনওমেনের বরাত দিয়ে এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা হামলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারী-শিশুরা। প্রায় ১৬ হাজার নারী-শিশুর প্রাণ গেছে। গাজায় অন্তত ৩ হাজার নারী বিধবা হয়েছেন। প্রায় ১০ হাজার শিশু বাবা হারিয়েছে। ইউএনওমেন আরও জানিয়েছে, গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার মধ্যে ১৯ লাখ হামলার জেরে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেখানকার প্রায় ১০ লাখ নারী-মেয়েশিশু আশ্রয় ও নিরাপত্তা খুঁজছে।

মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীতে কম্বল বিতরণ করলেন বিজেপি মুখপাত্র মনীশ শুক্লা

লখনউ, ২০ জানুয়ারি ঃ মায়ের মৃত্যু বার্ষিকীতে কম্বল বিতরণ করলেন উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিজেপি মুখপাত্র মনীশ শুক্লা। শনিবার ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)র রাজ্য মুখপাত্র মনীশ শুক্লার মা রমা শুক্লার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী। সেজন্য এদিন শাস্ত্রার্থ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে গোমতীনগর এক্সটেনশনে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষকে কম্বল বিতরণ করেন মণীশ। কম্বল বিতরণ করে মণীশ শুক্লা সাংবাদিকদের জানান, তাঁর মা সর্বদা সমাজসেবার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সমাজ সেবা করার কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। তিনি আরও বলেন, সমাজের দরিদ্রদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে তাঁরা বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন হলে তাঁরা হীনমন্যতার শিকার হবেন। এরফলে আমাদের সমাজ পিছিয়ে যাবে। তাই মায়ের অনুপ্রেরণায় আজ আমি কম্বল বিতরণ করেছি।

গুয়াহাটি - নাহরলগুন শতাব্দী এক্সপ্রেস সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবে

মালিগাঁও, ২০ জানুয়ারিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ট্রেন নং ১২০৮৮ (গুয়াহাটি - নাহরলগুন) শতাব্দী এক্সপ্রেস ২১শে জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে সংশোধিত সময়সূচী অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতিশীলতার উন্নতির জন্য এর যাত্রা পথের সমস্ত স্টপেজে স্থায়ীভাবে সময়সূচী সংশোধন করা হবে। সেই অনুযায়ী ট্রেন নং.১২০৮৮ গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ১৩৪৫ ঘন্টায় ছাড়বে। ট্রেনটি রঙিয়া জং-এ পৌঁছাবে ১৪৩৫ ঘন্টায় এবং ১৫০০ ঘন্টায় ছাড়বে। একইভাবে, ট্রেনটি টংলা স্টেশনে ১৫৩০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৫৩২ ঘন্টায় ছাড়বে ওদালগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাবে ১৫৫৪ ঘন্টায় এবং ছাড়বে ১৫৫৬ ঘন্টায় নিউ মিসামারিতে ১৬৩৪ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৬৩৬ ঘন্টায় ছাড়বে রাঙ্গাপাড়া নর্থে ১৬৫৮ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৭০০ ঘন্টায় ছাড়বে বিশ্বনাথ চারিয়ালিতে ১৭৩৮ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৭৪০ ঘন্টায় প্রস্থান করবে হারমতিতে ১৯০৩ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৯০৫ ঘন্টায় ছাড়বেৎ এবং তার অন্তিম গন্তব্য নাহরলগুনে ১৯৩৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে। এই ট্রেনের স্টপেজ এবং সময়ের বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলিতেও উপলব্ধ থাকবে। যাত্রীগনদের, তাদের যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিস্তারিত যাচাই করেই ভ্রমণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন মোদী ঃ শাহ

তেজপুর (অসম), ২০ জানুয়ারি ঃ সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বহু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ শনিবার অসমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দ্বিতীয় দিনের সফর চলছে। দু-দিনের সরকারি সফরে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন সকাল দশটায় মধ্য অসমের তেজপুরে সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর ৬০-তম স্থাপনা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে এ কথা বলেছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গত নয় বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদী সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ, এসএসবি, সিআরপিএফ সহ অন্যান্য সংস্থার কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। আজ ভারত সরকার একটি পোস্টাল স্ট্যাম্পও প্রকাশ করেছে। এটা দেশের মানুষের সামনে সকলের কর্তব্যের নিষ্ঠাকে চিরকাল জীবন্ত রাখবে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিচারণ করে অমিত শাহ বলেন, অটলজির আমলে এক সীমান্ত এক বাহিনী বাস্তবায়িত হয়েছিল। বলেন, ভারত-চিন যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালে এসএসবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অটলজির ওয়ান বর্ডার ওয়ান ফোর্স নীতি কার্যকর হওয়ার পর ২০০১ সাল থেকে ভারত-নেপাল সীমান্ত এবং ২০০৪ সাল থেকে ভারত-ভুটান সীমান্ত রক্ষা করছে এসএসবি। বলেন, আজ সশস্ত্র সীমা বল-এর ৬০-তম স্থাপনা দিবস। গত ছয় দশকে এসএসবি-র পুরুষ ও মহিলা জওয়ানরা ভারতের সীমান্তের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের সতর্কতায় চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশ সহ অবৈধ আন্তর্জাতিক সীমান্ত কার্যকলাপ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তাঁদের জন্যই দেশের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি বজায় রয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, এসএসবি-র প্রতিশ্রুতি নিছক সীমান্ত টহল ছাড়িয়ে অন্যত্র প্রসারিত। তাঁরা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের সঙ্গে অহর্নিশ সদিচ্ছা ও নানাভাবে সহযোগিতার কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। জনগণের সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক উদ্যোগে তাঁদের প্রচেষ্টা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, যা কার্যকর সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আজ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এনসিসি, এসএসবি, সিআরপিএফ প্রভৃতি আধাসেনা বাহিনীর জন্য কল্যাণমূলক কয়েকটি প্রকল্পেরও ঘোষণা করেছেন।

এর আগে তিনি এসএসবি ছাউনিতে বিদ্যমান শহিদস্মারককে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এসএসবি-র প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে শোণিতপুর জেলায় অনুষ্ঠিত সারা বাথৌ মহাসভার ত্রয়োদশ ত্রিবার্ষিক অধিবেশনেও অংশগ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রসঙ্গত, গতকাল বিকালে শিলং থেকে অমিত শাহ সোজা চলে আসেন তেজপুর। এখানে মহাভৈরব মন্দিরে ঝাড়ু ও জল দিয়ে মন্দির চত্বর সাফাই করেছেন অমিত শাহ। সাফাই অভিযানের পর তিনি মন্দিরে মহাভৈরবের পুজোও দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল প্রমুখ।

ইন্দোরে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা

ইন্দোর, ২০ জানুয়ারি ঃ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি যাত্রীবাহী বাসে ভয়াবহ আগুন লাগে । তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে যাত্রীরা। শনিবার ভোরে ইন্দোরের দেওয়াস রোডে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন লাগে। যাত্রীরা সময়মতো নিরাপদে বাস থেকে নেমে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে অনেক চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ততক্ষণে আগুনে বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা গিয়েছে যে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানান গিয়েছে, ইন্দোর এবং দেওয়াসের মধ্যে একটি অটল পরিষেবা বাসে শনিবার ভোরে আগুন লাগে। দুর্ঘটনার সময় বাসে অনেক যাত্রী ছিলেন। ইঞ্জিনের সামনে থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে চালক বাসটি রাস্তার পাশে থামিয়ে সব যাত্রীকে নামিয়ে দেন। পরে দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হয়। ইন্দোর থেকে দমকল বিভাগের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। যদিও ততক্ষণে আগুনে বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

খবর পেয়ে শিপ্রা ও মঙ্গালিয়া ফাঁড়ির পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বর্তমানে পুলিশ এসংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

দক্ষিণ কোরিয়াকে যুদ্ধের হুমকি

পিয়ং ইয়ং, ২০ জানুয়ারিঃ উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়াকে তাঁর দেশের 'প্রধান শত্রু' হিসেবে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ কোরিয়াকে যুদ্ধের হুমকিও দিয়েছেন তিনি। কিমের এসব বক্তব্য কি আসলেই দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধের বার্তা দিচ্ছে? একটি বিশ্লেষণে প্রতিবেদনে বলা হয়, কয়েক বছর ধরে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলার মধ্যে সম্প্রতি পিয়ং ইয়ং আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছে, সিউল তাদের প্রধান শত্রু। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণের লক্ষ্যে গঠিত সংস্থাগুলো বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালে দক্ষিণ কোরিয়া দখল করে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। সিউলভিত্তিক কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল ইউনিফিকেশনের প্রবীণ বিশ্লেষক হং মিন বলেন, 'এটি একটি বড় পরিবর্তন। কারণ, অতীতে সশস্ত্র সংঘাতের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি অনানুষ্ঠানিক মাধ্যম ছিল। কিন্তু এখন এর কিছুই নেই।' হংয়ের ধারণা, দক্ষিণ কোরিয়াকে 'প্রধান শত্রু' হিসেবে আখ্যা দেওয়াটা উত্তর কোরিয়ার জন্য কথার কথা নয়। এ কথাকেই 'কার্যে পরিণত করা হতে পারে।'কিম কি উত্তর কোরিয়ায় আক্রমণ করবেন?কিম বলেছেন, যুদ্ধ শুরু করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। তবে তা এড়ানোরও কিছু নেই। কিম ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন তিনি এখন আর উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সমুদ্রসীমার স্বীকৃতি দেবেন না। এ সমুদ্রসীমা নর্দার্ন লিমিট লাইন হিসেবে পরিচিত। ওই এলাকায় উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী সম্প্রতি তাজা গোলার মহড়া চালিয়েছে। হং মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ছে, আর তা পরবর্তী সময়ে বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে। তার ওপর পিয়ংইয়ং

ক্রমাগত মস্কোর দিকে ঘেঁষছে। ওয়াশিংটন ও সিউলের দাবি, ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিচালনায় রাশিয়ার জন্য ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাচ্ছে উত্তর কোরিয়া। এর বিনিময়ে রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে স্যাটেলাইট কর্মসূচি চালাতে সহযোগিতা করছে। অপর দিকে যেকোনো উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের জবাব দেওয়া হবে বলে কয়েকবারই কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করেছে সিউল। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক সংবাদপত্র হ্যানকিয়োরেহের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'আন্তকোরীয় সংলাপের ক্ষেত্রে কঠোর আচরণ করাটা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকারও জন্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। উত্তর কোরিয়া যেহেতু আরও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, আমরা আশা করি, সরকার পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব (আলোচনায়) দেবে।'

দামেস্কে ইসরায়েলি হামলায় চারজন নিহত

দামাস্কাস , ২০ জানুয়ারিঃ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইসরায়েলি হামলায় ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডের সিরিয়াবিষয়ক গোয়েন্দাপ্রধানসহ চারজন নিহত হয়েছেন। শনিবার এ হামলায় বহুতল একটি ভবনও গুঁড়িয়ে যায় বলে খবর। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সিরিয়া যুদ্ধের পর্যবেক্ষক সংস্থা দ্য সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানায়, সিরিয়ার রাজধানীর পার্শ্ববর্তী মাজেহ এলাকায় ইসরায়েলি হামলায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সিরিয়া ও লেবাননে থাকা ইরানের প্রবীণ আধিকারিক ও তাদের মিত্রদের লক্ষ্য করে ইসরায়েল তাদের হামলা জোরদার করেছে। ইসরায়েলের অভিযোগ, তারা ফিলিস্তিনি 'সন্ত্রাসী গ্রুপ' হামাসকে সমর্থন জোগাচ্ছে। এদিকে এসব হামলার ঘটনায় গাজা যুদ্ধ আরও ছড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সিরিয়ায় ইসরায়েলি হামলায় দ্য রেভল্যুশনারি গার্ডের সিরিয়ার গোয়েন্দাপ্রধান, উপপ্রধান ও আরও দুই সদস্য নিহত হয়েছে। এক বিবৃতিতে দ্য ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস তাদের আঞ্চলিক চিরশত্রুকে (ইসরায়েল) এই হামলা চালানোর জন্য দায়ী

করেছে। তবে এ হামলার বিষয়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কাছে জানতে চাইলে বলা হয়, 'বিদেশি গণমাধ্যমের খবরে কী এল, তা নিয়ে আমরা মন্তব্য করি না।' ঘটনাস্থলে থাকা এএফপির একজন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনটি ঘিরে রাখা হয়েছে। সেখানে অনেক অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ারফাইটার ও সিরিয়ান আরব রেড ক্রিসেন্টের উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা রয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকা পড়ে আছে কি না, তা খুঁজতে ব্যস্ত সময় পার করছেন উদ্ধারকর্মীরা। একজন স্থানীয় বাসিন্দা এএফপিকে বলেন, 'আমি মাজেহ এলাকার পশ্চিমাঞ্চলে স্পষ্ট বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। সেখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেছে। শব্দটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শব্দের মতো। এর কয়েক মিনিট পরই অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ পেলাম।'

মাজেহ এলাকায় জাতিসংঘের দপ্তর, বিভিন্ন দূতাবাস ও রেস্তোরাঁও রয়েছে। সিরিয়ায় ২০১১ সালের শুরু থেকেই শতাধিক বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। ইরান-সমর্থিত বাহিনী, লেবাননের হিজবুল্লাহ ও সিরীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে এসব হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। গত অক্টোবরে ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘাত শুরুর পর থেকে হামলা আরও বেড়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, Golam Rasul Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Yakub Ali Mondal, ঠিকানা- Vill- Malatipur Uttar Para, P.O.- Chaita, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743445, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20012024 &' Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Golam Rasul Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Golam Rasul Mondal (নতুন নাম) এবং Golam Rasul Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I MOSIUDDIN MONDOL, S/O ABDUL MALEK MONDAL, R/O WEST BERABARI R. GOPALPUR, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MASIRUDDIN MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 19/01/2024, MD MASIRUDDIN MONDAL AND MOSIUDDIN MONDOL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SAJID QUREASHI, S/O ABDUL GAFFOR, R/O 45/H/11, C.G. ROAD, KHIDDIRPORE, S.O. KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SAJID QURAISHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2024, THAT MOHAMMAD SAJID QUREASHI AND MD SAJID QURAISHI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I MARY DEBJANI BISWAS, W/O SUDIPTA BISWAS, R/O 448, TALPUKUR ROAD, SARSUNA SUBASH NAGAR, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MARY DEBJANI MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT MARY DEBJANI MONDAL AND MARY DEBJANI BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I ANISUR ALAM,SON OF SEKH BADRUL ALAM, RESIDING AT SEKH PARA,AMORAGORI,JOYPUR,HOWRAH-711401,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ANISUR ALAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024.THAT ANISUR ALAM AND SEKH ANISUR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I KAOSAR GAZI,SON OF ABBAS GAZI, RESIDING AT VILL-HOKALDANGA,PO-NALUA,PS-MATHURAPUR, SOUTH24PARGANAS -743354,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAWSAR GAZI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024.THAT KAOSAR GAZI AND KAWSAR GAZI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I GURUPRASAD MONDAL,SON OF NANIGOPAL MANDAL, RESIDING AT SAMMILANI CHAKRA CLUB,KUSUMBA SAHAPARA, PO-NARENDRAPUR, SOUTH24PARGANAS -700103,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GURUPADA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024.THAT GURUPRASAD MONDAL AND GURUPADA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Aman Singh S/O Late Awadh Kishor Singh declare that my father said name Awadh Kishore Singh (old name), Residing at M-123, Paharpur Road, P.O & P.S.- Garden Reach, Kolkata- 700024, West Bengal, India, have changed my father's name to (shall henceforth be known as) Awadh Kishor Singh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore, Kolkata on 19/01/2024. Awadh Kishor Singh (new name) and Awadh Kishore Singh (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Sattar Gazi (পুরাতন নাম) পিতা Iman Ali Gazi, ঠিকানা- Vill- Naihati, P.O.- Badartala, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20012024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sattar Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sattar Gazi (নতুন নাম) এবং Md Sattar Gazi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Najma Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Junaid Ahmed, ঠিকানা- ১১, Sandal Street, 3rd Floor, Shaukat Building, Kolkata- 700016, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20012024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Najma Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Najma Khatoon (নতুন নাম) এবং Najma Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kuushan Akhter (পুরাতন নাম) স্বামী Akhtar Alam, ঠিকানা- 24H12, Dent Mission Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২০০১২০২৪ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Roshan Ara (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Roshan Ara (নতুন নাম) এবং Kuushan Akhter (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Joydeb Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Bhupendra Nath Mondal, ঠিকানা- Manjulika-A, CO-OP. HSG. SOCY. LTD. C-1115, E.K.T. Phase-IV, P.S.-Anandapur, Kolkata- 700107, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20012024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Joydeb Kumar Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Joydeb Kumar Mondal (নতুন নাম) এবং Joydeb Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Akhter Alam (পুরাতন নাম) পিতা Late Jane Alam, ঠিকানা- 24H12, Dent Mission Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20012024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Akhtar Alam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Akhtar Alam (নতুন নাম) এবং Akhter Alam (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

Name Change

I, Motiur Rahaman Laskar s/o Haji Saiyad Ali Laskar residing at Balitikuri Dhara Para P.O. Balitikuri P.S Dasnagar Dist- Howrah- 711113 W.B solemnly declare before the Notary Public at Howrah dated on 19.01.2024 as follows. That my original & correct name is Motiur Rahaman Laskar which is recorded in my Adhaar Card, Pan Card, etcBut in my V.I.CARD where my recorded as Laskar Matiur Rahaman & indian passport NO- L2055153 recorded as Motiur Rahman Laskar instead of MOTIUR RAHAMAN LASKAR. Both these names are same one an idetical person not three different persons which is indicating me only

Name Change

I SANJAY BHARUNT, S/O PHOOL CHAND BHARUNT, R/O 36C, B.T. ROAD, OM TOWER, FLAT NO 7A, COSSIPORE, KOLKATA -700002, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJAY KUMAR BHARUNT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024, THAT SANJAY KUMAR BHARUNT AND SANJAY BHARUNT ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I WONG HSING CHEN ,SON OF CHEN HSIN YUAN, RESIDING AT 47,SOUTH TANGRA ROAD,KOLKATA-700046,WEST BENGAL.THAT MY MINOR CHILD CHEN HUNG SHENG ALIAS KYLE SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHEN HUNG SHENG KYLE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITION MAGISTRATE AT KOLKATA ON 19/06/2023.THAT CHEN HUNG SHENG ALIAS KYLE AND CHEN HUNG SHENG KYLE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I JAYEETA KUNDU DUTTA, D/O UMESH CHANDRA KUNDU, R/O E-14/3, KARUNAMOYEE ABASAN, POSECH BHAVAN, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYEETA KUNDU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2024, JAYEETA KUNDU DUTTA AND JAYEETA KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I HAZI SEKH HABIBAR RAHAMAN, S/O HAZI SK ISMAIL, R/O Y-116/3, MOTHER SAHEB MATH ROAD, BADARTALA, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAZI SK HABIBAR RAHAMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/01/2024, THAT HAZI SK HABIBAR RAHAMAN AND HAZI SEKH HABIBAR RAHAMAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I SABIR ALI MONDAL, R/O U-24/1, KARBALA ROAD, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON MOHAMMAD ABRAR MONDAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED ABRAR MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2024, THAT MOHAMMAD ABRAR MONDAL AND MOHAMMED ABRAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I JAHANGIR ALAM, S/O FAKIR MOHAMMAD, R/O 25, KUSTIA ROAD, PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD JAHANGIR ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2024, THAT JAHANGIR ALAM AND MD JAHANGIR ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I DEBOLINA ROY, W/O SUVADEEP GHOSH, R/O PURBA PARA, PO MADANPUR, PS CHAKDAH, DIST NADIA, PIN-741245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBOLINA GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024, THAT DEBOLINA GHOSH AND DEBOLINA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I KAUSHAL PANKAJ CHANDARANA, S/O PANKAJ CHANDARANA, R/O 19C, PADDAPUKUR ROAD, PS BHAWANIPORE, KOLKATA -700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAUSHAL P CHANDARANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/01/2024, THAT KAUSHAL PANKAJ CHANDARANA AND KAUSHAL P CHANDARANA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PRABHAS KUMAR MAITY, S/O LATE PANCHU GOPAL MAITY, R/O VILL BETALIA, PO DURMUTH, PS MARISHDA, DIST EAST MEDINIPUR, PIN-721401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAS MAITY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/01/2024, THAT PRABHAS KUMAR MAITY AND PRABHAS MAITY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I PRASHANTA DAS, S/O PRANOY KUMAR DAS, R/O PRATIMA NIBAS, FLAT NO 1, KAIKHALI, DAS PARA, RAJARHAT GOPALPUR (M), DIST NORTH 24 PARGANAS, PS AIRPORT, PIN-700052, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASHANTA KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/01/2024, THAT PRASHANTA DAS AND PRASHANTA KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I NIJAM UDDIN MONDOL, S/O MD MASIRUDDIN MONDAL, R/O WEST BERABARI, R. GOPALPUR, RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS,PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIJAMUDDIN MONDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 19/01/2024, NIJAMUDDIN MONDAL AND NIJAM UDDIN MONDOL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

২০ জানুয়ারি ২০২৪ সকালে দুর্গাপুরের রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল, দুর্গাপুরের সহযোগিতায় দুর্গাপুরের মোহনানন্দ ক্যান্সার হাসপাতাল দ্বারা একটি ক্যান্সার সচেতনতা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুরের সদস্যরা ব্যানার এবং পোস্টার নিয়ে শ্রীজানি অডিটোরিয়াম থেকে সচেতনতামূলক পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন যা এই মারাত্মক রোগ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য ক্যান্সারের প্রতি সচেতনতা এবং এটি প্রাথমিক সনাক্তকরণের চিত্রিত করে। মোহনানন্দ ক্যান্সার হাসপাতাল, আশেপাশের প্যারামেডিক্যাল কলেজ এবং ডিএসপির স্বেচ্ছাসেবীরা সচেতনতামূলক স্লোগান এবং প্লে কার্ড সম্বলিত টি শার্ট পরিহিত বিপুল সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। পদযাত্রাটি শ্রীজানি মিলনায়তন থেকে শুরু হয়ে সিটি সেন্টারের জংশন মলে গিয়ে শেষ হয়। এই সচেতনতামূলক পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর কেন্দ্রীয় সভাপতি, রোটারিয়ান সন্দীপ ভট্টাচার্য ও সদস্যবৃন্দ।

রবীন্দ্র নাট্য থেকে শম্ভুমিত্রের নাটক ও নাট্যে শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ জানুয়ারি : শান্তিনিকেতনের ডুংরি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হল বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ 'নাটক ও নাট্যে, ১৩১০'। পূর্বপল্লীর বাগান বাড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর, আশ্রমকন্যা অধ্যাপিকা কল্লিকা মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন প্রকাশক শুভ নাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়ারা। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্য প্রযোজনা ও তাঁর পরবর্তী নাট্যকার শম্ভু মিত্র সহ বিশিষ্টদের নাট্য প্রযোজনা সংক্রান্ত এই গ্রন্থ। প্রায় ১০ বছরের ১০ টি প্রবন্ধ। যেগুলি কবি শঙ্খ ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, দেবতোষ ঘোষ, দেবাশিষ মজুমদার প্রমুখদের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারই নাট্য সংকলন প্রকাশিত হল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী তথা সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপিকা অর্পিতা দত্ত, অধ্যাপিকা মানিনী মুখোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের পড়ুয়া রিপন সরকার ওরফে বগা তাবেল। লেখক ও প্রকাশককে শুভেচ্ছা জানান আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর সহ অন্যান্য অতিথিরা। প্রকাশক শুভ নাথ বলেন, এই গ্রন্থে নাটক সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন লেখক। যা আগামী প্রজন্ম সহ নাট্য শিল্পী, শিক্ষানবিশদের খুবই প্রয়োজনীয়।

অযোধ্যার রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা, উৎসবের আবহাওয়া শিলিগুড়িতে

সজল দাসগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। উৎসবের আবহে মেতে উঠেছে বিভিন্ন স্থান। অনেকেই এই বিশেষ দিনে অযোধ্যার রাম মন্দিরে উপস্থিত থাকার জন্য রওনা দিয়েছেন। শিলিগুড়িতেও রয়েছে উৎসবের আমেজ, শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা রংবেরঙের কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। এই বিশেষ দিনে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের বজরংবলীর মন্দিরেও সকাল থেকে পূজা পাঠ অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষ্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মন্দির চত্বর। গোটা মন্দির সুন্দর করে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। সংশ্লিষ্ট মন্দির সংলগ্ন রাস্তা রংবেরঙের কাগজ দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই বিষয়ে ওই মন্দিরের এক পূজারী জানান, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরের রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। এই বিশেষ দিনে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে বজরংবলী মন্দিরের সকাল থেকে পুজো পাঠ করা হবে। সেই কারণে প্রস্তুতি তুঙ্গে, সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দির চত্বর। তিনি জানান বিশেষ দিনে প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে, অনেকেই আসবেন মন্দিরে পুজো দিতে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জানুয়ারি : আজ কালিয়াচক ১ ব্লকের কালিয়াচক ১ অঞ্চলের সুলতানগঞ্জ এলাকায় একটি ইন্টিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিলান্যাস করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। শনিবার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন , জেলা মাইনরিটি অফিসার , বিডিও কালিয়াচক ১ ও মালদা জেলাপরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধক্ষ আব্দুর রহমান সহ এলাকার একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি । কালিয়াচকের মত পিছিয়ে পড়া এলাকায় প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যায়ে ইন্ট্রিগ্রেটেড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিলান্যাস হওয়ায় বেজায় খুশি এলাকাবাসী । শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের স্বদিচ্ছার কথা তুলে ধরেন বিভিন্ন বক্তা ।

মাঝেরহাট স্টেশন পরিদর্শন করেছেন জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : শ্রী পি উদয.কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে আজ অর্থাৎ ২০.০১.২০২০ তারিখে জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোর (পার্পল লাইন) এর মাঝেরহাট মেট্রো স্টেশন এবং কবি সুভাষ-জয় হিন্দ (এয়ারপোর্ট) করিডোর (অরেঞ্জ লাইন) এর বরুণ সেনগুপ্ত মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি আজ সকালে মাঝেরহাট স্টেশনের পরিদর্শন শুরু করেছিলেন যেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) আধিকারিকরা তাকে সাম্প্রতিক

সময়ের কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজ শেষ করার তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি পূর্ব রেলের মাঝেরহাট স্টেশন, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, প্ল্যাটফর্ম লেভেল, এএফসি-পিসি গেটের প্রস্তাবিত স্থান, ভায়াডাক্ট ইত্যাদির সাথে যাত্রী বিনিময় পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের পরে, শ্রী রেড্ডি শ্রী অমিত রায, ইডি / আরভিএনএল, মেট্রো এবং আরভিএনএলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন যেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সময়সূচী অনুযায়ী পরিকল্পিত কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। এছাড়াও শ্রী রেড্ডি কবি সুভাষ-জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) করিডোর (অরেঞ্জ লাইন) এর বরুন সেনগুপ্ত স্টেশন পরিদর্শন করেছেন যেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল) কর্মকর্তারা তাকে কাজের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি যাত্রীদের সুবিধা, প্ল্যাটফর্মের স্তর, AFC-PC গেটের প্রস্তাবিত স্থান, ভায়াডাক্ট ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বরুণ সেনগুপ্ত স্টেশন স্ট্রেচ পর্যন্ত মেট্রোর কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে জেনারেল ম্যানেজার সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত কাজ শেষ করার পরামর্শ দেন।

ব্লক স্তরে শুরু হল সরকারের সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ রাজ্যের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষদের সব ধরনের নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে আজ থেকে ব্লক স্তরে শুরু হয়েছে সরকারের নতুন উদ্যোগ - সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচি। কর্মসূচির প্রথম দিনে বিভিন্ন জেলায় ৬ হাজার ১৩০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ওইসব শিবিরে ৬৭ হাজারের বেশি মানুষ এসেছেন বলে নবান্নের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় ৮২ হাজারের বেশি শিবিরের আয়োজন করা হবে। লক্ষীর ভান্ডার ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড কিষান ক্রেডিট কার্ড সহ কুড়িটি সরকারি প্রকল্পের আবেদন ও সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী কর্মসূচির প্রথম দিনে জেলাশাসকসহ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা শিবির গুলি পরিদর্শন করেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন।

ইজরায়েলি মিসাইলে ধূলিসাৎ বহুতল, মৃত কমপক্ষে ৫

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : এবার সিরিয়ায় আঘাত হানল ইজরায়েলি ফৌজ। সেদেশের রাজধানী দামাস্কাসে মিসাইল ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। এই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের বলে খবর। সূত্রে খবর, শনিবার দামাস্কাসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। সেখানের একটি বহুতলে আছড়ে পড়ে ক্ষেপণাস্ত্র। মুহূর্তে গুঁড়িয়ে যায় গোটা বাড়ি। জানা গিয়েছে, হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইরানপন্থী নেতাদের বৈঠক হচ্ছিল সেখানে বলে খবর। এই বিষয়ে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, ইজরায়েলের মিসাইল হামলায় বহুতলটি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, সিরিয়ায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুঝতে হেজবোল্লাকে নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে ইরান। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদেরও হয়ে লড়াই করছে লেবাননের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি। আবার ইরানের মদতে এই হেজবোল্লারা আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েলেও। ফলে গাজার পাশাপাশি লেবানন সীমান্তেও লড়াই করতে হচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজকে। প্রসঙ্গত, সিরিয়া এবং ইজরায়েলের মধ্যে সমস্যা বহুদিনের। বেশ কয়েকবার দুদেশের মধ্যে যুদ্ধও হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সম্পর্কে শীতলতা থাকলেও সেই অর্থে বড় মাত্রার সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু ২০১১ সালে শুরু হওয়া সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের পর থেকেই ফের একবার উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে দুদেশের সম্পর্ক। এর আগেও একাধিকবার সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি যুদ্ধবিমান।

শনিবার চালু হল জনসংযোগ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সদ্য জনসংযোগ কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার থেকে তা চালু হয়েছে। সূত্রের খবর, এ কারণে জেলায় জেলায় এদিন একাধিক অফিস খোলা। নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলা কর্তাদের কর্মস্থল ছা।তে নিষেধ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে ব্লকে ব্লকে এই কর্মসূচি চলবে। প্রত্যেকটি দলে তিন জন আধিকারিক থাকবে। প্রয়োজনে পুলিশ আধিকারিকও থাকতে পারে। দলগুলিকে সরকারের সমস্ত প্রকল্পের আবেদনপত্র সঙ্গে রাখতে হবে। সাধারণ নাগরিক যাতে সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় সেই বিষয়টি এই দলকে নিশ্চিত করতে হবে। জাতিগত শংসাপত্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের শংসাপত্র, পাট্টার জন্য আবেদন, স্বাস্থ্য সাথী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, কন্যাশ্রী, স্কুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্য ক্রেডিট কার্ড, বিধবা ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী, কৃষক বন্ধু, খাদ্যসাথী, মৎস্যজীবীদের সুবিধা সহ অন্যান্য এই 'সমস্যার সমাধান- জন সংযোগ' কর্মসূচি থেকে পাওয়া যাবে। স্থানীয় স্তরে চালানো হবে সচেতনতা প্রচার যাতে তাঁরা এই শিবিরগুলিতে হাজির হন। এই সব শিবিরের তথ্য প্রচার করার জন্য আপাতত ব্যবহার করা হবে 'দুয়ারে সরকার' পোর্টাল।

অকাল দীপাবলিতে প্রদীপের চাহিদা, কুমোরদের মুখে হাসি

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জানুয়ারি : অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বাড়ছে মাটির প্রদীপের চাহিদা। চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন কুমোররা। সোমবার রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হবে অকাল দীপাবলি আর তারই জেরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কুমোর পাড়ার কুমোরদের মুখেও হাসি ফুটেছে কিছুটা হলেও। অকাল দীপাবলির জন্য লাগবে প্রদীপ। আর সেই প্রদীপ বিক্রি বেড়েছে কুমোর পাড়ায়। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বৃষ্টি। আর তার জেরে কয়েক দিন ধরে মাটির প্রদীপ তৈরি করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন কুমোররা। গত বছর দীপাবলির সময় তৈরি হওয়া মাটির প্রদীপ রয়ে গিয়েছিল অনেক কুমোরের কাছে। জমে থাকা সেই মাটির প্রদীপগুলি এখন বিক্রিতে জোর দিয়েছেন তাঁরা। মেদিনীপুর শহরের কুমোর পাড়া এলাকায়. মাটির প্রদীপের বরাত দিতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি ৫০০০ মাটির প্রদীপ চেয়েও ফিরে গিয়েছেন। শহরের বেনে দোকানগুলিতে চাহিদা বাড়ছে মাটির প্রদীপের। চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় দাম বাড়ছে মাটির প্রদীপের।

হুগলির বলাগড়ে গাড়ির ব্রেক কষতে গিয়ে গুরুতর আহত লরি চালক

দুরন্ত বার্তা, বলাগড় হুগলি, ২০ জানুয়ারিঃ হুগলির বলাগড়ে গাড়ির ব্রেক কষতে গিয়ে ভয়ানক পরিণতি লরি চালকের। হুগলি বলাগড়ের নাটাগড় বাসস্ট্যান্ডে ঘটনায় স্তম্ভিত সকলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মগড়া থেকে কালনার দিকে খুব জোরে যাচ্ছিল লোহার বিম বোঝাই একটি লরি। বাম্পারের সামনে হঠাৎ ব্রেক কষতেই লরিতে থাকা লোহার বিম ড্রাইভারের কেবিনে চলে আসে। লরির চালক সামনের উইনশীল্ড ভেঙ্গে ঝুলতে থাকেন। তাঁকে পিষে তাঁর উপর গিয়ে পড়ে বড় বড় লোহার বিম। গাড়ি চালককে কেবিন কেটে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রায় দেড় ঘন্টা উদ্ধার কার্য চালিয়ে ড্রাইভারকে উদ্ধার করা হয়। শেষমেষ পুলিশের সহায়তায় তাঁকে স্থানীয়রা জিরাট আহমেদপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরবর্তীতে তাঁকে স্থানান্তরিত করে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, গাড়ির পিছনে রাখা ছিল বড় বড় লোহার বিম। এই সমস্ত বিম মূলত লোহার ব্রিজ তৈরির কাজে লাগে। গাড়িটি খুবই দ্রুত গতিতে আসছিল। সামনে বাম্পার দেখে হঠাৎ ব্রেক কষতেই ঘটে এমন দুর্ঘটনা। পিছনের ট্রেলারে থাকা সমস্ত লোহার বিম হুড়মুড়িয়ে ট্রলার ভেদ করে চলে আসে ড্রাইভারের কেবিনে। সেখানে লোহার বিমের মধ্যে একেবারে পিষে যান গাড়ির চালক। পরে পুলিশ এসে গাড়ি কেটে চালককে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার ফলে এসটিকেকে রোড অবরুদ্ধ হয়ে পরে। বলাগড় থানার পুলিশ গিয়ে তিনটে ক্রেন নিয়ে এসে লরিটি সরায়। আহত ড্রাইভারকে প্রথমে জিরাট হাসপাতালে ও পরবর্তীতে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন গাড়ি চালক ওই যুবক।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে প্রস্তুতি বৈঠক জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ জানুয়ারি : আগামী ২৪ জানুয়ারি বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার প্রশাসনিক

বৈঠক ঘিরে তৎপর ব্লকস্তর থেকে জেলাস্তরের তৃণমূল নেতা কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভাই জনসভা হয়ে উঠবে বলেই অভিমত তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের। সেই সভা সফল করতে কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করলো জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার জামালপুর ব্লকের কলারাঘাটের তিরুপতি স্টোরে করা হয় এই প্রস্তুতি বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক সহ সকল শাখা সংগঠনের সভাপতিরা। জামালপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি সহ কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক এদিনের প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দেন। এই বৈঠক থেকেই আগামী ২২ তারিখ হালারা বিপত্তারিনী তলা থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সম্প্রীতি মহামিছিলের ডাক দেন ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান।

বর্ধিত নিরাপত্তার জন্য ২,৫৫১ কমান্ডো আসাম পুলিশে যোগ দিয়েছেনঃ হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি : বর্ধিত নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে অসমে ২,৫৫১ কমান্ডো আসাম পুলিশে যোগদান করেছেন। উচ্চ-প্রশিক্ষিত কমান্ডোদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে রাজ্য পুলিশ, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বর্ধিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য রাজ্যের নিরলস প্রচেষ্টায় তিনি গর্বিত, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করার পর প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আসাম পুলিসের সাহস এবং পরাক্রমীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, পাঁচটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের আজ দীক্ষান্ত সমারোহ (পাসিং আউট) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অসমবাসীর কাছে আজ এক ঐতিহাসিক দিন। আজ আমরা এক বিরল প্যারেডের সাক্ষী হয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসাম পুলিশ কমান্ডোদের নিযুক্তি স্বচ্ছতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এখন অসমের চারটি জেলায় বলব রয়েছে সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আফসপা)। আফসপা প্রত্যাহারের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর সরকার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে আসাম পুলিশের পাঁচটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ান গঠন করেছে। নবনিযুক্ত কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ভারতীয় সেনা বাহিনীর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। তাঁরা কমব্যাট অভিযানের জন্যও প্রশিক্ষিত। এজন্য ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্য পুলিশের নতুন করে নিযুক্তি লাভ করার পর এই প্রথম এ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আসাম পুলিশ সবসসময় পেশাদারি ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। সুধাকণ্ঠ ড. ভূপেন হাজরিকার 'কত জেওয়ানর মৃত্যু হল' শীর্ষক কালজয়ী গানের একটি পংক্তি উচ্চারণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই গানের প্রতিটি লাইনে চিরজাগ্রত বাহিনীর মতো আসাম পুলিশের এই প্রশিক্ষিত কমান্ডোরাও চিরজাগ্রত বাহিনী হতে হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, অসমের জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এখন শান্তির দ্বীপে পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা, ২০২১ সালের পর এ পর্যন্ত রাজ্যের ১১ টি সশস্ত্র উগ্রপন্থী সংগঠন হিংসা ছেড়ে মূলস্রোতে ফিরে এসে শান্তি চুক্তি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগতদিনের তুলনায় সাম্প্রতিককালে রাজ্যে হত্যা, হিংসা, নারীঘটিত ইত্যাদি অপরাধের ঘটনা বহুলাংশে কমেছে। এদিকে আসাম পুলিশে গত তিন বছরে ২০ হাজার জওয়ানকে স্বচ্ছভাবে নিযুক্তি প্রদান করা হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন। তিনি জানান, ফরেনসিক গবেষণার ক্ষেত্রেও আসাম পুলিশ বহু এগিয়ে গেছে। আসাম পুলিশের ৪০০ জন আধিকারিক ফরেনসিক প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজ্য পুলিশকে অত্যন্ত শক্তিশালী করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম শুরু হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আজকের এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শুনিয়েছেন।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ

উপ-মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার-২(জিএসইউ) গতি শক্তি ইউনিট, গোয়ালিয়র দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য তথা ওঁনার তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজের খোলা ই-টেন্ডার (২ প্যাকেট সিস্টেম) অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) পদ্ধতি দ্বারা নিম্নলিখিত আমন্ত্রিত করা হচ্ছে-

ই-টেন্ডার নং-ডিওয়াইসিজিএসইউজিডব্লুএল০২২৪ | **আনুমানিক খরচ**- টাকা ৪১.৯২ কোটি

কাজের বিবরণঃ 'গোয়ালিয়র-ভিণ্ড রেল সেকশনের ক্রসিং সংখ্যা ৩৩ কিমি ১২৬৭/৯-১২৬৯/০-তে রেলওয়ের উপরের সেতুর নির্মাণের সম্বন্ধে'।

টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১২.০২.২০২৪, কাজ পূরণ করার সময়ঃ ১৮ মাস।
- অনলাইন টেন্ডার তারিখ ১২.০২.২০২৪-এ রাত ১১.০০ অবদি জমা করা যাবে।
- বিষদ জানতে তথা টেন্ডার জমা করতে দয়া করে ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

129/24(AN)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

বৈশালী সহ ২০ জনের হাতে মেহেন্দি

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে বৈশালী ডালমিয়া সহ প্রায় ২০ জন মহিলা নিজেদের হাতে রাম মন্দিরের মেহেন্দি করলেন। কারোর হাতে রাম মন্দির করা হচ্ছে আবার কারোর হাতে রামের পতাকা হচ্ছে মেহেন্দির মাধ্যমে। আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে অযোধ্যার। রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই বেহালায় নিজের বাড়িতে বৈশালী ডালমিয়া সহ প্রায় ২০ জন মহিলারা নিজেদের হাতে মেহেন্দি করালেন। বৈশালী জানান যেকোনও শুভ কাজের আগে মেহেন্দি ব্যাবহার করা হয়। আর তাই রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে নিজেদের হাতে মেহেন্দি করাচ্ছেন।

সর্বজনীন নিলাম

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নোটিশ এতদ্বারা ধারা ৮৩ এবং ৮৪ রেলওয়ে আইন ১৯৮৯ -এর শর্তাবলী অনুসারে দেওয়া হল, নিউ তিনসুকিয়া জং. গুডস ইয়ার্ডে পড়ে থাকা কয়লা এবং স্টোন চিপসের সংযোগহীন এবং দাবিহীন মালগুলি নীচে দেওয়া তারিখ এবং সময়ে অনুসারে সর্বজনীন নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে :-

স্টেশন	নিলামের স্থান	তারিখ এবং সময়	ক্র. নং.	যে বস্তুগুলি নিলাম করা হবে	
নিউ তিনসুকিয়া জং.	নিউ তিনসুকিয়া জং. গুডস ইয়ার্ড	০৭-০২-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায়	১	কয়লা	৪২ কিউবিক মিটার
			২	স্টোন চিপস	৬৪ টন

সর্বজনীন নিলামের শর্তাবলী ঃ-

১) বিক্রয়ের শর্তাবলী নিশ্চিত ভাবে নগদে হবে। ২) বিক্রিত পণ্য/মালগুলি একই দিনে সরানো হবে, অন্যথায় নিয়মানুযায়ী ওয়ারফেজ চার্জ আরোপ করা হবে। ৩) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নিলাম থেকে যেকোনো পণ্য প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ৪) ইচ্ছুক দরদাতাদের নিরাপত্তার টাকা হিসাবে নিলামের আগে ৫০০০/- টাকা মাত্র (পাঁচ হাজার টাকা) জমা দিতে হবে, যা নিলাম শেষ হলে ব্যর্থ দরদাতাকে ফেরত দেওয়া হবে। ৫) কোনো বিরোধ দেখা দিলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করে যে কোনো বস্তু নিষ্পত্তি করার অধিকার সংরক্ষণ করে। ৬) সন্তোষজনক পাওয়া গেলে পণ্য সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হবে এবং সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করতে হবে। ৭) রলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় এবং পর্যায়ে নিলাম প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

COMFORT FINCAP LIMITED

CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office: 22, Camac Street, Block 'B', Kolkata- 700016, West Bengal;
Corporate Office.: A-301, Hetal Arch,Opp. Natraj Market, S.V.Road, Malad (West), Mumbai- 400064;
Phone No.: 022-6894-8500/08/09, **Fax:** 022-2889-2527; **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

(Rs. in Lakh, except EPS)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended		Year Ended
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
			(Unaudited)		(Unaudited)		(Audited)
1	Total Income	317.92	377.25	371.78	1037.71	1180.30	1473.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items and/or Extraordinary items)	171.02	221.80	172.79	599.07	529.50	657.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	171.02	221.80	172.79	599.07	529.50	657.84
4	Net Profit / (Loss) for the period (after Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items and share of [Profit/(Loss) of associates)	128.93	164.01	129.35	443.46	394.37	488.23
5	Total Comprehensive Income for the period (after tax) and Other comprehensive Income/Loss	128.92	164.01	129.35	443.46	394.35	488.22
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- each)	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13	1085.13
7	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous accounting year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3923.04
8	Earnings Per Share (EPS) Face value of Rs. 2/- each) Basic & Diluted	0.24*	0.30*	0.24*	0.82*	0.73*	0.90

*Not Annualised

1. The above unaudited financial results are reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 20, 2024.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results (standalone and consolidated) are available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange(s) where the Company's shares are listed i.e. at www.bseindia.com and www.cse-india.com.
3. The extract of the unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 of Comfort Fincap Limited is as under:

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine months Ended		Year Ended
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
			(Unaudited)		(Unaudited)		(Audited)
1	Total Income	317.92	377.25	371.78	1037.71	1180.30	1473.28
2.	Profit/(Loss) before tax	171.02	221.80	172.79	599.07	529.50	657.84
3.	Profit/(Loss) for the period	128.93	164.01	129.35	443.46	394.37	488.23

4. Subsequent to quarter ended 31st March 2023, the equity shares of the Company were split/sub-divided such that each equity share having face value of INR 10/- (Rupees Ten only), fully paid-up, was sub-divided into five (5) equity shares having face value of INR 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up with effect from 05th May, 2023 (Record Date). The Earning Per Share (EPS) of the current quarter and all comparative periods presented above have restated to give effect of the share split.

For and on behalf of the Board of Directors of
Comfort Fincap Limited
Sd/-
Ankur Agrawal
Director and Chairperson
DIN: 06408167

Place: Mumbai
Date: January 20, 2024

Piramal Capital & Housing Finance

পরিমল ক্যাপিটাল এন্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে দেওয়ান হাউসিং ফাইনান্স করপরেশান লিমিটেড নামে পরিচিত)
ইউনিট নং ৬০১, ৬ষ্ঠ তল, পিরামাল আমিটি বিল্ডিং, পিরামাল আগাস্তা কর্পোরেট পার্ক, কামানাল জাংশান, ফায়ার স্টেশান এর বিপরীতে, এলবিএস মার্গ, কুরিয়া (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৭০

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আঞ্চলিক অফিসঃ ৪১, শেক্সপিয়ার সরণি, ১ম তল, ডাকব্যাক হাউস, কলকাতা-৭০০ ০১৭

আপেন্ডিস্ক-৪ নিয়ম [৮(১)] দাবী বিজ্ঞপ্তি(স্থায়ী সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারাঃ

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার স্বীকৃত আধিকারিক **পিরামাল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পত্তি ও প্রয়োগ নিরাপত্তা আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত হয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেচেন দাবী বিজ্ঞপ্তি যার তারিখ উল্লেখ রয়েছে প্রতি অ্যাকাউন্ট ভিত্তিতে জানানো যায় গ্রাহকদের পরিশোধ করতে হবে বকেয়া রাশি উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে। যদি গ্রাহক বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হন, বিজ্ঞাপিত করা যায় যে গ্রাহক এবং জনস্বার্থ যে নিম্নসবাক্ষরকারী প্রতীকী অধিগ্রহণ করবেন নিম্ন বর্ণিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগ বলে যা সুনিশ্চিত হয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা(৪) ধারা ১৩ আইনের সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ নিম্নে বর্ণিত তারিখে। গ্রাহক / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় যে বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৪) ধারা ১৩ আইন, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে। গ্রাহকদের বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় যে লেনদেন না করতে এই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোনো লেনদেন হলে এই সম্পত্তির যার ওপর দাবী করতে পিসিএইচএফএল বকেয়া রাশি সুদ হয়।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম (গুলি) ও সহ-ঋণগ্রহীতা (গুলি)	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	দাবী বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া রাশি	অধিগ্রহনের তারিখ
১	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪২৩৩৯ শাখাঃ কলকাতা - থিয়েটার রোড কমলেশ কুমার ওঝা, ববিতা ওঝা	ফ্ল্যাট নং। ২০৩, ২য় তলা, উত্তর দিক এবং হোল্ডিং নং। ১০৮ / এ, জিটি রোড (পশ্চিম), পিএস- শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২০৩	২৮.০৭.২০২২ এবং টাকা ১৩,৯৯,৪৫৭.০০	১৮.০১.২৪
২	লোন কোড নং ১০৭০০০০০৬৬২ শাখাঃ দুর্গাপুর কৃষ্ণা হাজরা, হীরালাল হাজরা	ফ্ল্যাট নং বি, সিডিউল এ, ৩য.তলা, এনএ মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট , মা সারদা অ্যাপার্টমেন্ট, মহিশীলা কলোনি, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩০৩	২৭.১২.২০২২ এবং টাকা ১২,৮৮,৫২৮.০০	১৮.০১.২৪
৩	লোন কোড নং ১৩৭০০০০৬৪২৮ শাখাঃ ইউবিআই কলকাতা সিন্ধু গায়ত্রী দেবী স, মুন্না স	ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৫ম তলা, উত্তর পূর্ব দিকে এনএ হোল্ড নং ৩৭, ভোটবাগান লেন, ঘুসুরি, ওয়ার্ড নং ১, পি.এস. - মালিপঞ্চঘোড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১১১০৭	১৮.১২.২০২১ এবং টাকা ১১,০৩,১৫১.০০	১৬.০১.২৪
৪	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪২৯৫০ শাখাঃ কলকাতা- থিয়েটার রোড সাযান ব্যানার্জি, সুনিতা সাহা	হোল্ডিং নম্বর ৩৫(১৯ /৩), বোস পাড়া লেন, এনএ বৈদ্যবাটি, পি.এস. - শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২২২	৩০.০১.২০২৩ এবং টাকা ২০,০৬,৫২১.০০	১৮.০১.২৪
৫	লোন কোড নং এম ০১৩৮১৯০ শাখাঃ আসানসোল পিয়ালী সেন, প্রদীপ সেন	১ম তলা সাই এনক্লেভ, আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০১	২৭.০৩.২০২৩ এবং টাকা ২৫,৯৬,০৩৯.০০	১৫.০১.২৪
৬	লোন কোড নং ১৩৭০০০০৬৪১৫ শাখাঃ কলকাতা- সেক্সপীয়র সরণী লুসিয়া নিভা সরকার, টিঙ্কু বেরা	ফ্ল্যাট নং ৩৮ ৪র্থ তলা, ব্লক-এ, জীবন দীপ এনএ প্রেম নং ১ /১ টি. ডি. ব্যানার্জি রোড, নিয়ার বেলঘিরিয়া বাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৫৬	২৯.০৫.২০২৩ এবং টাকা ১০,৪৯,০২৩.০০	২০.০১.২৪
৭	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪৩৯৯১ শাখাঃ কলকাতা- সেক্সপীয়র সরণী সামিম শেখ, আজমিরা খাতুন	গ্রাম + পোঃ- কুলদিয়া, জেএল নং ৫০, আর.এস দাগ. নং এনএ ১৩১৫, পিএস -মগরাহাট, আর.এস. খতিয়ান নং ৬০, এল এম - মগরাহাট ১৩১৫, কুলদিয়া মোহনপুর উচ্চ মাদ্রাসা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭৪৩৬০৯	২৯.০৪.২০২৩ এবং টাকা ৩১,৪৮,৯৭৩.০০	১৭.০১.২৪
৮	লোন কোড নং ১৯৪ CAL০১০০০ শাখাঃ কলকাতা- সেক্সপীয়র সরণী গীতা রানী সাহা	৪৪, পি. কে. গুহ লেন, ৪ তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০২৮	২৬.০৯.২০২০ এবং টাকা ৫,২১,২৬৯.০০	২০.০১.২৪
৯	লোন কোড নং ১০৭০০০০০৪৫৮ শাখাঃ দুর্গাপুর উশরানী বেনীমাধব কুণ্ডু	ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ তলা, সৃষ্টি অ্যাপার্টমেন্ট , শরৎ সরণি, নারায়ণপুর, ব্যান্ডেল, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২১০৪	২৯.০৫.২০২৩ এবং টাকা ৪,২৭,৫৭৭.০০	১৮.০১.২৪
১০	লোন কোড নং ১৩৭০০০০৪২৩৩ শাখাঃ কলকাতা- সেক্সপীয়র সরণী জিতেন্দ্র গুপ্ত, শ্রদ্ধাঞ্জলি গুপ্ত	হোল্ডিং নং ৩১, মানিক সাধুখাঁ লেন, মৌজ - নৈহাটি, ওয়ার্ড নং. ৫, খতিয়ান নং. ৬৬৯, আর. এস. দাগ নং. ১৫৪, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৬৫	২৯.০৫.২০২৩ এবং টাকা ৮,৯৬,৩৭৯.০০	১৫.০১.২৪
১১	লোন কোড নং ১৩৭০০০০৪৬৮৯ শাখাঃ কলকাতা- সেক্সপীয়র সরণী জিতেন্দ্র গুপ্ত, শ্রদ্ধাঞ্জলি গুপ্ত	হোল্ডিং নং ৩১, মানিক সাধুখাঁ লেন, মৌজ - নৈহাটি, ওয়ার্ড নং. ৫, খতিয়ান নং. ৬৬৯, আর. এস. দাগ নং. ১৫৪, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৬৫	২৯.০৫.২০২৩ এবং টাকা ১,০৫,৯৬৩.০০	১৫.০১.২৪
১২	লোন কোড নং ২৭০০০০০০৩২৭ শাখাঃ রাসবিহারী শঙ্কর কুমার মিত্র, টুম্পা মিত্র	দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর পাশের সমতল, ৪র্থ ফ্লোর, হোল্ডিং নং ১৫২, আমার পল্লী কলোনি, নাগেরবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৭৪	২৮.০৮.২০২৩ এবং টাকা ১৪,২৫,৪১৩.০০	১৫.০১.২৪
১৩	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪৩৩৮৫ শাখাঃ কলতাতা- থিয়েটার রোড জ্যোৎস্না দাস, গৌতম দাস	দাগ নং ৬৯৪ / ৮৩৭, হোল্ডিং নং ৬৯৪ (নর্থ) ওয়ার্ড নং ৩, সপ্তগ্রাম (বিশারপাড়া), পি. এস. - নিমতা, চাউমিন কারখানার কাছে, বিশারপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৫১	৩১.০৭.২০২৩ এবং টাকা ৮,২৭,৭৩৭.০০	১৫.০১.২৪
১৪	লোন কোড নং ১৯৪ CAL ০২৬০৯ শাখাঃ কলতাতা- থিয়েটার রোড দীনেশ কুমার টোলা, মহেশ কুমার টোলা	ফ্ল্যাট নং ৩০১, ৩য় তলা, কুমুদ রঞ্জন ভিলা, হোল্ডিং নং ১৬৬ (পুরাতন ৮৩), নতুন স্টেশনের রাস্তা, পি.এস. - উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৫৮	৩১.০৭.২০২৩ এবং টাকা ৭,১১,৬৪৬.০০	২০.০১.২৪

তারিখঃ ২১.০১.২০২৪ / স্থানঃ কলকাতা

স্বীকৃত আধিকারিক / পিরামাল ক্যাপিটাল এন্ড হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড

অভিষেকের প্রথম রঞ্জি সেঞ্চুরিতে মেঘ কাটল বাংলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জানুয়ারিঃ বেপরোয়া মনোভাবই হয়তো এত দূর তুলে এনেছে তাঁকে। টিমের প্র্যাক্টিসে যাওয়ার সময় হাতে দামি ব্লুটুথ স্পিকার দেখা যায়। অনেক সময় দু'পায়ে দু'রকম মোজা পরে করেন প্র্যাক্টিস। কানে দুলও। ব্যাটিংয়ের সেই ডোন্ট কেয়ার মনোভাব। এক ঝলক দেখলে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার মনে হবে। বাংলার সেই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল রঞ্জিতে করে ফেললেন প্রথম সেঞ্চুরি। বাঁ-হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার খাদের কিনারা থেকে তুলে ধরলেন টিমকে। টপ অর্ডার যখন ব্যর্থ, তখন অভিষেক সেঞ্চুরি করে ফেললেন। ছত্তীসগড়ের মতো টিমের বিরুদ্ধে কেন মন্থর ব্যাটিং করবে টিম? এই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল প্রথম দিনই। দ্বিতীয় দিন ইডেনে মেঘ কাটিয়ে দিলেন চন্দননগরের অভিষেক। রঞ্জিতে দাদা-ভাই ক্রিকেটার নতুন নয়। বাংলাতেও দাদা-ভাই যুগ চলছে। ঈশান পোড়েল খেলছেন। ডানহাতি পেসারের জ্যেঠতুতো ভাই অভিষেক। ঈশানের সঙ্গে খেলেই চন্দননগর থেকে উঠে আসা। বছর দুয়েক আগে যুব বিশ্বকাপে স্ট্যান্ডবাই ছিলেন। তবে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ খেলা হয়নি। তাতেও কিন্তু

কেরিয়ার গোছাতে অসুবিধা হয়নি অভিষেকের। মিডল অর্ডারে ব্যাট করার পাশাপাশি কিপিংও করেন। ঋদ্ধিমান বাংলা ছাড়ার আগে তরুণ ক্রিকেটারকেই দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের গ্লাভস জোড়া। সেই গুরু দায়িত্ব সামলেছিলেন ভালো ভাবে। এ বার ব্যাটেও দিচ্ছেন ভরসা। প্রথম দিন ৪৭ রানে ছিলেন ক্রিজে। সঙ্গে ছিলেন দাদা অনুষ্টুপ মজুমদার। দ্বিতীয় দিন সকালে অনুষ্টুপ ৭১ করে ফিরলেও অভিষেককে থামানো যায়নি। সেঞ্চুরির করার পথে মেরেছেন ১১টা চার ও ১টা ছয়। অভিষেক গত মরসুমে নজরে পড়ে গিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। চোট পাওয়া ঋষভ পন্থের বদলি হিসেবে খেলেওছিলেন আইপিএলে। কিন্তু নিজেকে সে ভাবে মেলে ধরতে পারেননি। তবে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে কিপিং করার সময় একটা অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেছিলেন। যা এখনও চোখে লেগে রয়েছে আইপিএল ভক্তদের। এই অভিষেক যে নতুন করে নিজেকে তুলে ধরার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন, তা বোঝাই যাচ্ছে। ছত্তীসগড় টিম হিসেবে আহামরি নয়। তাদের বিরুদ্ধে বাংলার ব্যাটাররা কার্যত ব্যর্থ হলেও অভিষেক দেখালেন, কী ভাবে ব্যাটিং করতে হয়। সেই অর্থে আগ্রাসী ব্যাটার হলেও ধৈর্য দেখিয়েছেন সেঞ্চুরি পাওয়ার জন্য। এই ম্যাচ থেকে বাংলার দরকার ৭ পয়েন্ট। অভিষেক প্রাথমিক ভাবে টিমকে এগিয়ে দেওয়ার কাজটা করে দিলেন।

২০২৮ অবধি আইপিএল স্পনসর থাকছে টাটাই

মুম্বই, ২০ জানুয়ারিঃ ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা বছর ভর টিম ইন্ডিয়াকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম্যাটে খেলতে দেখার অপেক্ষায় থাকে। পাশাপাশি প্রতি বছরই ক্রিকেটের বিভিন্ন মেগা ইভেন্টে পারফর্ম করতে দেখা যায় টিম ইন্ডিয়াকে। দেশের ক্রিকেট প্রেমীরা এ ছাড়াও আইপিএলের অপেক্ষায় থাকেন। এ বারের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গে দেখা যাবে টাটা গ্রুপেরই নাম। শুধু চব্বিশের আইপিএলেই নয়, এখন থেকে ২০২৮ সাল অবধি টাটা গ্রুপের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল বিসিসিআইয়ের। অর্থাৎ আগামী ৫ বছর আইপিএলের স্পনসর থাকছে টাটাই। রেকর্ড টাকায় টাটার সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি হয়েছে। প্রথম বার ২০২২ সালে আইপিএলে স্পনসর হয়েছিল টাটা। তার আগে আইপিএলের স্পনসর ছিল ভিভো। ২০২২ সালের আইপিএলের আগে চিনের ওই সংস্থা বিভিন্ন কারণে আইপিএলের স্পনসরশিপ ছেড়ে দেয়। ২০১৮ সালে আইপিএলের জন্য চিনা সংস্থা ভিভো ৫ বছরের জন্য স্পনসরের দায়িত্ব পেয়েছিল। তারপর থেকে ভিভোর জায়গায় দুটো মরসুম টাটা আইপিএলের স্পনসর হয়। এর আগে টাটা গ্রুপের সঙ্গে বোর্ডের ৩৬৯ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল। নতুন চুক্তিতে তার পরিমাণ বেড়েছে। এ বার থেকে প্রতি বছর টাটা বোর্ডকে ৫০০ কোটি টাকা দেবে। অর্থাৎ আগামী ৫ বছরের জন্য টাটার সঙ্গে বোর্ড ২৫০০ কোটি টাকার চুক্তি করেছে। শোনা গিয়েছে, আদিত্য বিড়লা গ্রুপও সমপরিমাণ অর্থ দিতে তৈরি ছিল বোর্ডকে। কিন্তু টাটা যেহেতু এখন আইপিএলের স্পনসর এবং টাটা গোষ্ঠীর কর্তাদের গ্রহণযোগ্যতা ভাল লেগে যায় বোর্ডের তাই বোর্ড টাটার সঙ্গেই আগামী ৫ বছর ফের সম্পর্ক মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিল। এমনকী এও বলা হয়, শুক্রবার বিকেলের মধ্যে দরপত্র অনুযায়ী ৫০০ কোটি টাকার বিড করতে হবে, সেটি করে শেষ ল্যাপে বাজিমাত করে রতন টাটার সংস্থা। বিসিসিআই চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছে, স্পনসরশিপের এই রেকর্ড ব্রেকিং ডিলই প্রমাণ করে আইপিএলের জনপ্রিয়তা কতটা বেড়েছে।

রাতারাতি নায়ক!

লাল হলুদের 'ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক' ক্লেটনই

ভুবনেশ্বর, ২০ জানুয়ারিঃ বড় ম্যাচে গোল না থাকার আক্ষেপ মিটল ক্লেটন সিলভার। এতদিন ধরে

লাল হলুদ শিবিরের মধ্যমণি, অথচ ডার্বিতে গোল ছিল না। সুপার কাপে জোড়া গোল করে নায়ক বনে গেলেন ব্রাজিলীয় তারকা। একটা সময় লাল হলুদ জার্সিতে স্মরণীয় ম্যাচ খেলেছিলেন ডগলাস, গিলমাররা। এবার তাঁদের দেশেরই এক তারকা বাগানকে চুরমার করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখলেন। ক্লেটনের প্রথম গোল ছিল রকেট গতির। প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে শটে বল জালে রাখেন। ম্যাচ জেতানো দলের শেষ গোলটি করেছেন অসাধারণ রিফ্লেক্সে ভর করে। যিনি খেলা শেষে দলের সমর্থকদের জয় উৎসর্গ করেছেন। দলের ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক জানিয়েছেন, একটা সময় দলের ব্যর্থতায় তাঁরা ভেঙে পড়েননি বলেই এদিনটা এসেছে। নিজের গোল করার কথা নিয়ে একটাই কথা বলেন, ''দলের এই জয় শুধু আমার নয়, বাকিদেরও সমান কৃতিত্ব।'' সিলভা দলের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফদেরও সমান প্রশংসা করেছেন। আগে থেকেই সমর্থকরা জানতেন যতই নন্দকুমার কিংবা হিজাজি মাহেররা থাকুন না কেন, সিলভার ম্যাজিক না থাকলে ম্যাচ জেতা অসম্ভব হবে। সেই ম্যাজিকই দেখা গেল খেলার মধ্যে। একটা সময় বাগান এগিয়ে থাকলেও নিজেদের প্রতি আত্মবিশ্বাসে সবটা সম্ভব, সেটি প্রমাণ করেছেন এই ব্রাজিলীয়। জয় ইস্টবেঙ্গল স্লোগান তুলে গ্যালারির সামনে দু'কানের পাশে হাত রেখে সিলভার উল্লাসও নজর কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেছেন, ''আমার সঙ্গে এবার পরিবার রয়েছে, তারাও মাঠে ছিল। আর এই ম্যাচে গোল ছিল না বলে বাড়তি আনন্দ পেয়েছিলাম, তাই এমন ভঙ্গি।'' এদিন গোল না করলেও ডার্বির নীরব নায়ক বাঙালি শৌভিক চক্রবর্তী। তিনি বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন হুগো বুমোসকে। ফরাসি ফুটবলারকে তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতেই দেননি। সেই শৌভিক ম্যাচের পর বলেছেন, ''ডার্বির জয় সব সময়েই বিশেষ। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মাথাতেই ছিল না। আমরা জিততে চেয়েছিলাম। এই জয় ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য।''

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অঘটন

বিশ্বের এক নম্বর ইগাকে হারিয়ে চমক লিন্ডার

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এ বার বড়সড় অঘটন। চেক প্রজাতন্ত্রের অবাছাই টেনিস প্লেয়ারের কাছে হেরে গেলেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা ইগা স্বোয়াতেক। আবারও অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব অধরাই রইল পোলিশ সুপারস্টারের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নসকোভা পোল্যান্ডের ইগাকে হারিয়েছেন ৩-৬, ৬-৩, ৬-৪ ব্যবধানে। টিনএজার লিন্ডা তাঁর কেরিয়ারে এই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামে ফেভারিট হিসেবে নেমেছিলেন ইগা স্বোয়াতেক। কে জানত, তৃতীয় রাউন্ডেই শেষ হয়ে যাবে তাঁর সফর। রড লেভার এরিনায় ১৯ বছর বয়সী লিন্ডা নসকোভার বিরুদ্ধে প্রথম সেট (৬-৩ ব্যবধানে) সহজেই জিতে নেন ইগা। এরপর দ্বিতীয় সেটে ৩-৬ ব্যবধানে হেরে যান ইগা। তৃতীয় সেটে সেই চাপ আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি বিশ্বের এক নম্বর। শেষ অবধি তৃতীয় সেটেও ইগা হারেন ৪-৬ ব্যবধানে। বিশ্বের এক নম্বর

টেনিস তারকার বিরুদ্ধে লড়াই যে সহজ হবে না তা ভালো মতোই জানতেন চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা। অবশ্য ম্যাচে তাঁর দাপটই বেশি দেখা গেল। ইগাকে হারিয়ে লিন্ডা ম্যাচের শেষে বলেন, ''আমি বাকরুদ্ধ। জানতাম বিশ্বের এক নম্বর প্লেয়ারের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সহজ হবে না। আমি সত্যিই এটা ভাবিনি যে ম্যাচটা এ ভাবে শেষ হবে। তবে আমি পরবর্তী রাউন্ডে উঠতে পেরে খুব খুশি।'' চেক প্রজাতন্ত্রের লিন্ডা নসকোভা হলেন প্রথম টিনএজার যিনি ১৯৯৯ সালে অ্যামেলি মাউরেসমোর পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস প্লেয়ারকে হারালেন। অ্যামেলি মাউরেসমোর ১৯৯৯ সালে সেই সময়কার বিশ্বের এক নম্বর লিন্ডসে ডেভেনপোর্টকে হারিয়েছিলেন। এ বার ২২ জানুয়ারি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মহিলাদের সিঙ্গলসের চতুর্থ রাউন্ডে এলিনা সিতোলিনার বিরুদ্ধে খেলবেন লিন্ডা নসকোভা।

সৌদি লিগ ফরাসি লিগের চেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বললেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২০ জানুয়ারিঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো গতকাল বলেছেন, ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ-এর তুলনায় সৌদি প্রো লিগ 'বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ'। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে গত বছর জানুয়ারিতে সৌদি লিগের দল আল নাসরে যোগ দেওয়া পর্তুগিজ কিংবদন্তি দুবাইয়ে গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে এমন দাবি করেন। ২০২৩ সালের গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে তিনটি ট্রফি জিতেছেন রোনাল্ডো-সেরা গোলস্কোরারের জন্য মারাদোনা অ্যাওয়ার্ড, ফ্যানস ফেবারিট প্লেয়ার অব দ্য ইয়ার এবং মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড়। পাঁচবার ব্যালন ডি'অরজয়ী রোনাল্ডো বলেছেন, ''সত্যি বলতে আমি মনে করি, সৌদি চ্যাম্পিয়নশিপ ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়ে খারাপ নয়। আমার মতে এটা আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ।'' বড় মাপের খেলোয়াড়দের মধ্যে রোনাল্ডোই সবার আগে সৌদি প্রো লিগের দলে যোগ দেন। এরপর ধীরে ধীরে তারার হাট হয়ে উঠেছে এই প্রতিযোগিতা। ইউরোপ থেকে করিম বেনজেমা, নেইমার, সাদিও মানেরা যোগ দেন সৌদি লিগের ক্লাবে। তবে সেখান থেকে ফিরে আসার নজিরও আছে। লিভারপুল ছেড়ে আল ইত্তিফাকে যোগ দেওয়া জর্ডান হেন্ডারসন যেমন ঠিকানা পাল্টেছেন। সৌদি আরবের ক্লাবটি ছেড়ে ইউরোপে ফিরে আয়াক্সে যোগ দিয়েছেন তিনি। ইএসপিএন জানিয়েছে, ফরাসি তারকা বেনজেমাও তাঁর ক্লাব আল ইত্তিহাদ ছাড়তে চান। সৌদি প্রো লিগের মান কেমন-এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে রোনাল্ডো বলেছেন, ''যার যা খুশি বলতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। প্রায় এক বছর সেখানে খেলছি, তাই কী বিষয়ে কথা বলছি, সেটা আমি জানি। আমার মতে, এখন আমরা ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়ে ভালো এবং আরও উন্নতির পথেই আছি।'' ৩৮ বছর বয়সী রোনাল্ডো আল নাসরের হয়ে ২০২৩ সালে ৫৪ গোল করেন। পুরুষ ফুটবলারদের মধ্যে গত বছর রোনাল্ডোর চেয়ে আর কেউ বেশি গোল পাননি। ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ট্রেবলজয়ী আর্লিং হলান্ড জিতেছেন ছেলেদের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। কিছুদিন আগে ফিফা 'দ্য বেস্ট' মেয়েদের বর্ষসেরার পুরস্কারজয়ী স্পেনের আইতানা বোনমাতি জিতেছেন মেয়েদের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। রোনাল্ডো তাঁর গত বছরের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট। এ নিয়ে বলেছেন, ''এই মরসুমে আমি সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। একবার ভেবে দেখুন, হলান্ডের মতো তরুণদের হারাতে পেরেছি। আমি গর্বিত এবং দ্রুতই ৩৯-এ পা রাখব। লোকে যখন আমার সমালোচনা করে, কিন্তু আমি সফল হই-এটা ভালো লাগে। সমালোচনা আমাকে প্রভাবিত করে না।'' কবে অবসর নেবেন, তা নিয়েও জানতে চাওয়া হয়েছিল রোনাল্ডোর কাছে। উত্তরে মজাই করেছেন রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও জুভেন্তাসের মতো ক্লাব মাতানো কিংবদন্তি, ''সত্যি বলতে, এই মুহূর্তে জানি না কবে থামব। হ্যাঁ, এটা দ্রুতই হবে। হয়তো আরও ১০ বছর। মজা করলাম! আমি আসলে জানি না। দেখা যাক কী ঘটে।'' পুরস্কার জিতে আনন্দিত রোনাল্ডো নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে করা পোস্টে লিখেছেন, 'তিনটি পুরস্কার জিততে পেরে গর্বিত। সব স্টাফ, সতীর্থ এবং ভক্তরা যারা আমাকে প্রতিদিন আরও উন্নতি করতে সাহায্য করছেন, তাদের সবাইকে বড় ধন্যবাদ।'

> **যার যা খুশি বলতে পারে। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। প্রায় এক বছর সেখানে খেলছি, তাই কী বিষয়ে কথা বলছি, সেটা আমি জানি। আমার মতে, এখন আমরা ফ্রেঞ্চ চ্যাম্পিয়নশিপের চেয়ে ভালো এবং আরও উন্নতির পথেই আছি।**
> -ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো

পাক ক্রিকেটে চরম ডামাডোল

পদত্যাগ করলেন চেয়ারম্যান আশরফ

ইলামাবাদ, ২০ জানুয়ারিঃ পাকিস্তান ক্রিকেটে চরম ডামাডোল। মিকি আর্থার সহ অ্যাকাডেমি থেকে একে একে সরে গিয়েছেন কোচেরা। সিনিয়র কোচ করা হয়েছিল যাঁকে, সেই মহম্মদ হাফিজকেও সরিয়ে দেওয়া হবে, সেই বার্তা নাকি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে আবার নতুন খবর। টিমের ব্যর্থতার দায় নিয়ে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন জাকা আশরফ। এই মুহূর্তে পাকিস্তান টিম গিয়েছে নিউজিল্যান্ড সফরে। ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচেই হেরেছেন বাবর আজম, শাহিন শাহ আফ্রিদিরা। এমন ভরাডুবির কারণে সমালোচনা চলছিল। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অপেশাদারিত্ব, মান্ধাতা আমলের মনোভাব, ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা নিয়ে প্রবল সমালোচনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর আশরফকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। এ বার বাধ্যই হলেন তিনি। শুক্রবার লাহোরে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে

শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন জাকা আশরফ। প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার-উল হক কাকার-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, সব রকমের সাহায্য পাওয়ার জন্য। গত বছর জুন মাসে পিসিবির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে চেয়ারম্যান হিসেবে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগেই পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা কিন্তু আশরফের এই সরে যাওয়াকে স্বাগতই জানাচ্ছে। পিসিবি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'বৈঠকে আশরফ তাঁর পদত্যাগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তা গৃহীত হয়েছে।' আশরফ কিন্তু পাক ক্রিকেট নিয়ে একেবারেই খুশি নন। পদত্যাগী চেয়ারম্যান জিও নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ''পাকিস্তান ক্রিকেটের উন্নতির জন্যই কাজ করছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। এ বার পুরোটাই প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভর করবে, কাকে তিনি দায়িত্ব দিতে চান।''

আবার বিয়ে শোয়েব মালিকের! ডিভোর্স কি হয়েছে সানিয়ার সঙ্গে?

করাচি, ২০ জানুয়ারিঃ ২০১০ সালে বিয়ে করেছিলেন দু'জন। সেই ইন্দো-পাক বিয়ে ঘিরে কম আলোচনা ছিল না। ভারতের টেনিস সুন্দরীর সঙ্গে পাকিস্তানের গ্ল্যামারাস ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের বিয়ে ছিল ওয়াঘার এপার-ওপারের চর্চার বিষয়। ক্রীড়া মহল এই বিয়ে ঘিরে ছিল উচ্ছ্বসিত। ২০১৮ সালে সানিয়া মির্জা ও শোয়েব মালিকের ছেলে ইজহানের জন্ম হয়। তার পরই দুই তারকার সম্পর্ক ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। সানিয়া একা থাকতে শুরু করেন। দুবাইয়ে থাকা শোয়েবের সঙ্গেও যোগাযোগ কমে যায়। দু'জনকে আর একসঙ্গে ছবি দিতেও দেখা যায়নি। বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কেউই এ নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। সপ্তাহ কয়েক আগেই সানিয়া তাঁর ইন্সটাগ্রাম প্রোফাইল থেকে শোয়েবের সঙ্গে সব ছবি ডিলিট করে দিয়েছেন। এ বার প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার প্রকাশ্য আনলেন তাঁর নতুন খবর। যা বেশ চমকে দিয়েছে ভারত-পাক দুই দেশের ক্রিকেট ও টেনিস ভক্তদের। শনিবারই শোয়েব পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে বিয়ের ছবি পোস্ট করেছেন ইন্সটাতে। তাতে লিখেছেন, 'তোমার সঙ্গে জুটি বাঁধলাম।' গত বছর মার্চ মাস থেকেই সানার সঙ্গে শোয়েবের প্রেমের গল্প প্রকাশ্যে এসেছিল। জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন। বলা হচ্ছে, ৪১ বছরের পাক ক্রিকেটারের সঙ্গে সেই সময় থেকেই আর সম্পর্কে নেই সানিয়া। তবে খুব বেশি যে সানা-শোয়েবকে প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে, তাও নয়। তবে বিয়ের এই ছবি নিশ্চিত ভাবেই হইচই ফেলে দিয়েছে। শোয়েব বিয়ের ছবি পোস্ট করতেই বিরূপ মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ। একজন লিখেছেন, আবার নতুন নাটক শুরু হল! কেউ লিখেছেন, নতুন কোনও শুটিং চলছে নাকি! একটা ব্যাপার নিয়ে কিন্তু অনেকেই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছেন, প্রকাশ্যে

কিছু না বলা দুই তারকার মধ্যে কি ডিভোর্স আদৌ হয়েছে? কে এই সানা? পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা কেরিয়ার শুরু করেছিলেন মডেল হিসেবে। ২০১২ সালে টিভি সিরিয়াল শের-এ-জাত-এ মারিয়াম চরিত্রে অভিনয় দিয়ে শুরু করেন। মেরে প্যাহলা প্যার-এ জারার চরিত্রে অভিনয়ের সময় বুঝিয়েছিলেন, তাঁর মধ্যে যথেষ্ট মশলা আছে। প্যায়ারা অফজল-এর পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। লুবনা চরিত্রে মন জয় করে নেন টিভি দর্শকদের। তারপর সিনেমা ও টিভি জগতে নিয়মিত মুখ সানা। ৩০ বছরের অভিনেত্রীর এর আগে বিয়ে হয়েছিল। তা টেকেনি। সেই সানা এ বার শোয়েবের স্ত্রী। ১৯ জানুয়ারি তাঁদের নিকাহ হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে খুব কাছের মানুষজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন শোয়েব ও সানা। শোয়েবের তৃতীয় বিয়ে এটি। ২০১০ সালে আয়েষা সিদ্দিকিকে ডিভোর্স দিয়ে সানিয়া মির্জাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি।

মেসি-সুয়ারেজের পুনর্মিলনীতে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি

ফ্লোরিডা, ২০ জানুয়ারিঃ সাধারণত প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতির এসব ম্যাচ নিয়ে খুব একটা আগ্রহ থাকে না সমর্থকদের। এসব ম্যাচ দিয়ে ক্লাবগুলো সাধারণত নিজেদের সমন্বয় ঠিক করা, পছন্দের একাদশ বেছে নেওয়া এবং বেঞ্চ বাজিয়ে দেখার কাজটাই করে। তবে ইন্টার মায়ামির প্রাক্-মরসুমের প্রথম ম্যাচটি মোটেই তেমন ছিল না। একে তো লিওনেল মেসির ম্যাচ বলে কথা, তার ওপর এই ম্যাচ দিয়ে ফের নতুন করে জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন মেসি ও লুইস সুয়ারেজ। সব মিলিয়ে আয়োজক এল সালভাদরের বিপক্ষে এই প্রীতি ম্যাচ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল তুঙ্গে। কিন্তু সাড়ে তিন বছর পর মেসি-সুয়ারেজের পুনর্মিলনীর দিনে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি। প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে গোলশূন্য ড্র নিয়ে ফিরেছে তারা। এদিনের ম্যাচটা অবশ্য এল সালভাদর, নাকি ইন্টার মায়ামির মাঠে হয়েছে, তা বোঝা দুষ্কর ছিল। মেসির পায়ে বল যেতেই যে উল্লাসে ফেটে পড়ছিলেন দর্শকেরা। বিশেষ ম্যাচের শুরুর দুই মিনিটে দুবার বল স্পর্শ করেন মেসি, তাতেই হর্ষধ্বনিতে গ্যালারি মাতিয়েছেন উপস্থিত দর্শকেরা যদিও ৪৫ মিনিটের বেশি মেসির

খেলা উপভোগ করতে পারেননি তাঁরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তুলে নেওয়া হয় মেসিসহ চার মূল আকর্ষণকে। সুয়ারেজ, সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবাকেও বদলি করা হয়। ৪৫ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য গোল করার দারুণ সুযোগ এসেছিল মেসির সামনে। বিশেষ করে ৩৫ মিনিটে এল সালভাদর গোলরক্ষক পোস্টের সামনে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মেসিকে পরপর দুবার ফিরিয়ে না দিলে গোলটা পেয়েই যেতেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। মেসি ছাড়া সুযোগ হাতছাড়া করেছেন জর্দি আলবাও। ৪০ মিনিটে ওয়ান অন ওয়ানে গোলরক্ষককে একা পেয়েও জাল খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন আলবা। এরপর প্রথমার্ধের শেষ দিকে ফ্রি-কিক থেকেও গোল করার সুযোগ ছিল মেসির। কিন্তু সেটিও কাজে লাগাতে পারেননি প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকা। অন্যদিকে বল পায়ে সুয়ারেজও চেষ্টা করেছেন জাদু দেখানোর যদিও বড় কোনও সুযোগ তৈরি করতে পারেননি উরুগুয়ে তারকা। আকস্মিক ঝলক ও দারুণ কিছু আক্রমণে নজর কাড়লেও ইন্টার মায়ামির মধ্যে কিছু সমন্বয়হীনতা দেখা গেছে। অবশ্য লম্বা সময় পর মাঠে ফিরে এমনটা একেবারে অস্বাভাবিকও ছিল না। এই ম্যাচের পর নিশ্চয় ঘাটতিগুলো পুষিয়ে নেওয়ার ওপর জোর দেবেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো। চার তারকা নেমে যাওয়ার পরও ইন্টার মায়ামি চেষ্টা করেছে গোল আদায়ের। পাল্টা আক্রমণে জবাব দিয়েছে এল সালভাদরও যদিও শেষ পর্যন্ত গোলের দেখা পায়নি কোনও দল। দুই দল বিরোধে জড়ানোয় মাঠে উত্তাপও ছড়িয়েছে। কিন্তু কোনও কিছুই গোল আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে দুই দলকে।

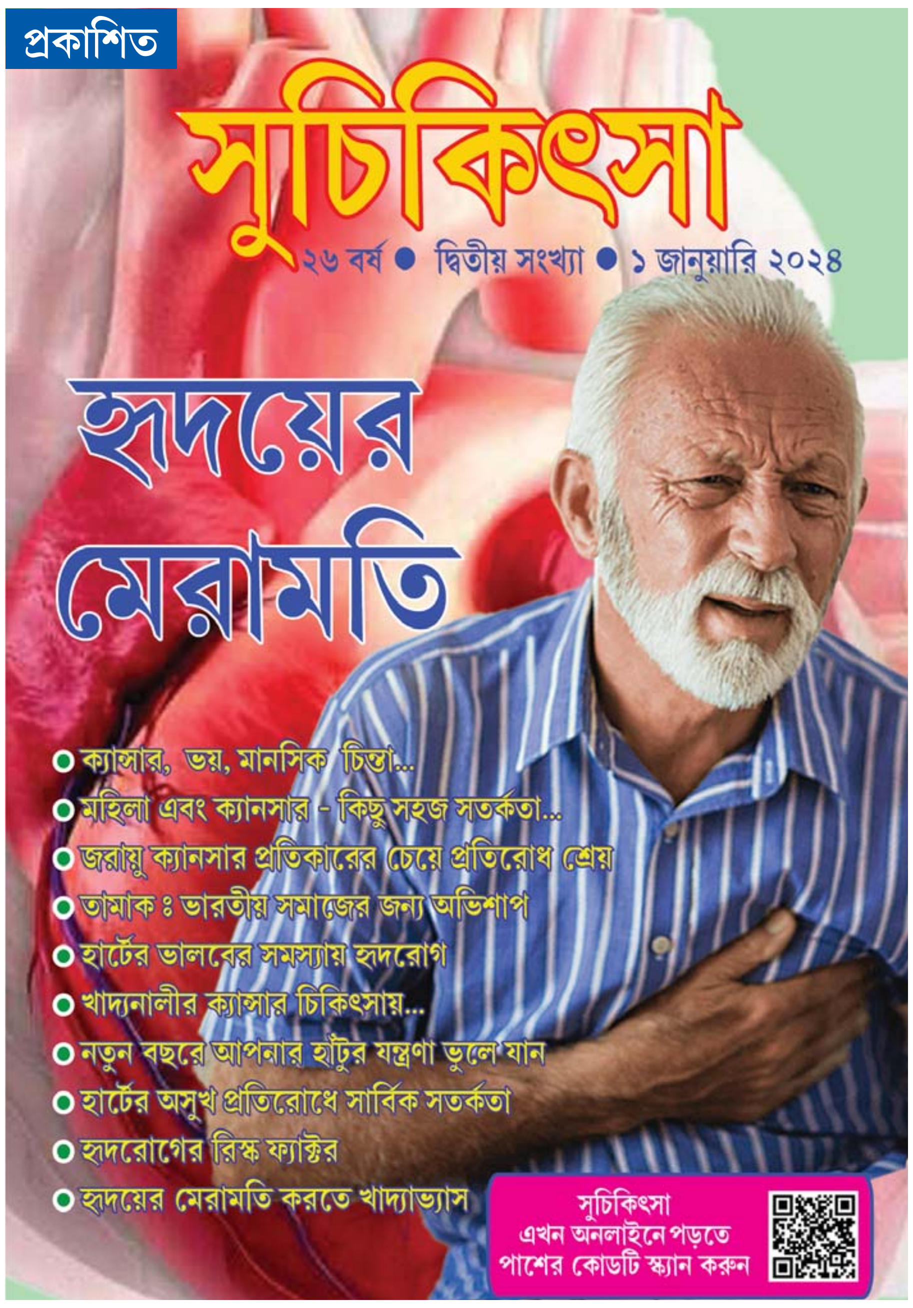

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com